নিবন্ধ-ত্রয়ম

নম্র নিবেদন

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপূরান যে সমস্ত বেদাদী শাস্ত্রের সারাংশ ; ইহা সকল শাস্ত্রেই উল্লিখিত হইয়াছে এবং সর্বজনবিদিত ; শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেই পাই ---

" সর্ববেদেতিহাসানাং সারং
সারং সমুদ্ধৃতম্ "

" সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে "

শ্রীমদ্ভাগবতস্থ এসকল বচন অনুযায়ী ইহা যে সর্বশাস্ত্রের সারাংশ ইহা স্পষ্ট ; এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব প্রথম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন ; তাহা চতুশ্লোকী-ভাগবত নামে বিখ্যাত ; এক্ষণে তিনটি নিবন্ধ রচনার মাধ্যমে সেই চতুশ্লোকী-ভাগবত যাহা সকল শাস্ত্রের সারাংশ তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করিব ; শ্রী ভগবানের শরণ গ্রহন করিয়া তাহার কৃপায় পাওয়া সামান্য জ্ঞানের দ্বারাই আমি এই ব্যাখ্যা করিতেছি ; তাহারই সেবা করিবার জন্যে; লেখায় কোন প্রকার ত্রুটি অথবা অসঙ্গতি থাকিলে আমি পূর্বেই ক্ষমাপ্রার্থী সকলের কাছে এবং পূর্বাচার্যগণ আমার এই ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করিবেন এবং ব্যাখ্যা করিবার ক্ষেত্রে কৃপা করিয়া আমার সহায় হইবেন |

মঙ্গলাচরন

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভুঃ প্রভাতিনবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ। অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গোহরিঃ

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্। স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ

দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ স্বকৃপাযষ্টিদানে সন্তঃ সত্ত্ববলম্বনম্।।

শ্রীলরূপ গোস্বামী ; শ্রীল জীব গোস্বামী ; শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভুষন মহাশয়কে অনন্ত কোটি প্রণাম ; রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরুপিনী শ্রীমতী রাধিকাকে প্রণতি নিবেদন করিয়া গ্রন্থের শুভারম্ভ করিতেছি|

অংশাংশী নিবন্ধ

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে শ্রী ব্রহ্মা চারটি প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি হইলো ---

" তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্ । পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ "

হে নাথ, তথাপি আমি ভবদীয় সকাশে যাহা যাচঞা করিতেছি, আমার সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করুন। আমার প্রার্থনা এই, যেন আমি প্রাকৃতরূপরহিত আপনার পর (অপ্রাকৃত) ও অবর (প্রাকৃত) এই দ্বিবিধরূপই জানিতে পারি ; ইহার উত্তরে শ্রী ভগবান চতুশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন ; তাহা ব্যাখ্যার পূর্বে শ্রী ভগবান কর্তৃক চতুশ্লোকী ভাগবতের সূচনায় যেই দুইটি শ্লোক উচ্চারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকটি আলোচনা করিতেছি ---

" যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ "

আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ, যে সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেই সকল বিষয়ের ঠিক তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও ; এক্ষেত্রে শ্লোকে ভগবান পরোক্ষ অর্থাৎ জ্ঞানের কথা বলিতেছেন না ; এখানে " তত্ত্ববিজ্ঞানম " শব্দ উক্ত হইয়াছে ; বিজ্ঞান বলিতে অপোরক্ষ (প্রত্যক্ষ) অনুভব বুঝানো হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রী ভগবানের স্বরূপের যথার্থরূপে সাক্ষাৎকার ; এবং আরো বলিয়াছেন " যাবানহং " অর্থাৎ আমি (শ্রী ভগবান) যেই প্রকার অর্থাৎ আমার পরিমাণ অথবা আকার যেই রূপ এই অর্থ ; তাহার পর বলিয়াছেন " যথাভাবো " অর্থাৎ যে প্রকার এই অভিপ্রায় ; " যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ " অর্থাৎ আমার রূপ শ্যামত্ব ; চতুর্ভুজত্ব ; দ্বিভূজত্ব; কৃষ্ণত্ব; রামত্ব ইত্যাদি ; " গুন " শব্দে ভক্ত বাৎসল্য ; ভক্তবশ্যতা ইত্যাদি ; " কর্ম " শব্দে গোবর্ধন লীলা ; মহারাস ইত্যাদি " তথৈব " অর্থাৎ সেই প্রকারেই আমাকে যথার্থ রূপে জানো যে প্রকারে আমার উপরোক্ত এই সকল রূপ ; গুন এবং কর্ম প্রকাশিত হয় ; আরো বলিয়াছেন " মদনুগ্রহাৎ " অর্থাৎ তাহার অনুগ্রহ বা কৃপা ব্যতীত কেউ এই যথার্থরূপে সাক্ষাৎকার পাই না ; সেই জন্যে শ্রী ব্রহ্মাকে আশীর্বাদ করিতেছেন যাতে তিনি শ্রী ভগবানের স্বরূপের যথার্থরূপে সাক্ষাৎকার করেন ; এইভাবে চতুশ্লোকী ভাগবতের সূচনায় উক্ত এই দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা যাহারা এই চতুশ্লোকী ভাগবতের নির্বিশেষপর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহাদের খন্ডন করিয়াছেন ; অতঃপর প্রথম শ্লোক বলিতেছেন ---

" অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্ পশ্চাদহং যদেতচ্চ মোহবশিষ্যেত সোহম্যহম্ "

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম ; স্থূল, সূক্ষ ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্ রূপে অন্য কিছুই ছিল না । সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব ; এক্ষেত্রে শ্লোকে " অহমেব " শব্দের দ্বারা শ্রীব্রহ্মাকে বলিতেছেন এই যে আমি (শ্রীভগবান) তোমার সম্মুখে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি এই আমিই শুধুমাত্র সৃষ্টির অগ্রে বা পূর্বে ছিলাম এবং " এব " শব্দ দ্বারা বলিতেছেন আমার বিজাতীয় প্রাকৃত কিছু সেই সময় ছিল না ; " অহম " শব্দে এক্ষেত্রে পূর্বের " যাবানহং ..." শ্লোক অনুযায়ী যে স্বরূপের কথা বলিয়াছেন তাহার শ্রুতির নিরিখে বর্ণনা করিতেছি ; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" এক দেব সর্বভূতেষুগুঢ়া সর্বব্যাপী "

এই যজুর্বেদীয় শ্রুতি অনুযায়ী সেই " অহম " তত্ব হইলো সর্বব্যাপী ; এক্ষেত্রে সংশয় হইতে পারে যে সর্বব্যাপী তো সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি এবং কালও হয় তো ইহারা কি সেই " অহম " তত্ব তো সেক্ষেত্রে সমাধানের জন্যে দ্বিতীয় শ্রুতি উল্লেখ করিতেছি

" বিজ্ঞানং আনন্দম ব্রহ্ম "

এই বাজসেনেয় শ্রুতি অনুযায়ী সেই " অহম " তত্ব বিজ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ ; তো সেক্ষেত্রে কাল এবং প্রকৃতি বিভু হইলেও তাহারা জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ চেতন নহে জড়ো তাই এই তত্ব কদাপি কাল এবং প্রকৃতি হইতে পারে না; কিন্তু এক্ষেত্রে আবার সংশয় হইতেছে তাহলে কি এই তত্ব অদ্বৈতবাদীদের বর্ণনার ন্যায় নির্গুণ নির্বিশেষ নিরকার ; বিজ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ তো সেক্ষেত্রে সমাধানের জন্যে তৃতীয় শ্রুতি উল্লেখ করিতেছি

" গুণী য সর্ববিৎ "

সর্বজ্ঞতা আদী বিবিধ কল্যাণ গুন যুক্ত হইলো এই তত্ব ; তো সেক্ষেত্রে সগুন হওয়ার কারণে ইহা কখনোই অদ্বৈতীদের ব্রহ্মের অনুরূপ নহে ; কিন্তু এক্ষেত্রে পুনরায় সংশয় তাহলে কি ইহা ন্যায় দর্শনের সগুন নীরকার ঈশ্বরের অনুরূপ ? এক্ষেত্রে সমাধানের জন্যে চতুর্থ শ্রুতি উল্লেখ করিতেছি

" স উত্তম পুরুষ "

এই শ্রুতি অনুযায়ী সেই তত্ব হইলো উত্তম পুরুষ আকৃতি বিশিষ্ট ; সুতরাং তাহার আকার রয়েছে তাই ইহা ন্যায় দর্শনের সগুন নিরকার ঈশ্বরের অনুরূপ নহে; এবং এক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে তাহলে সেই তত্বকে শুধু পুরুষোত্তম বলিলেই তো হয় ; তো সেক্ষেত্রে না তাহা বলা যাইবে না কেন না জগতে কোন মায়াবদ্ধ জীব অধিক পূণ্য কর্ম করিলে তাহাকেও লোকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকে তাই শুধু পুরুষোত্তম বলিলে চলিবে না (যদিও শ্রীমদ্ভগবত গীতাতে পুরুষোত্তম শব্দের ব্যাখ্যা আলাদা) ; শুধু সর্বজ্ঞতাদী কল্যাণ গুন যুক্ত এবং পুরুষোত্তম বলিলেও চলিবে না কেন না এরূপ সাধন সিদ্ধ জীবেরাও হইতে পারে ; শুধু বিজ্ঞান আনন্দ স্বরূপ ; সর্বজ্ঞতাদী কল্যাণ গুন যুক্ত এবং পুরুষোত্তম বলিলেও চলিবে না কেন না এরূপ নিত্য সিদ্ধ জীবেরাও হইয়া থাকে ; তাই বিভু ; বিজ্ঞান আনন্দ স্বরূপ ; সর্বজ্ঞতাদী কল্যাণ গুনযুক্ত এবং পুরুষোত্তম বলিলে তবেই " অহম " তত্বের বোধ হইয়া থাকে (এক্ষেত্রে বিভু হওয়ায় হওয়ায় জীব কোনদিন এরূপ হইতে পারিবে না কারণ জীব সদাই অনু থাকে) ; এইভাবে শ্রুতির নিরিখে পূর্বোক্ত " যাবানহং ..." শ্লোক অনুযায়ী " অহম " তত্ব ব্যাখ্যায়ীত হইলো ; আর শ্রুতির মধ্যেও এই শ্রী ভগবানেরই সৃষ্টির অগ্রে থাকিবার উল্লেখ পাওয়া যায়

“ বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মান চ শঙ্করঃ ”

“একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ ”

অতঃপর শ্লোকের পরবর্তী অংশে বলিতেছেন " আসমেব " এখানে " অস " ধাতু রয়েছে যাহার অর্থ বিদ্যমান ছিলামই; এবং " এব " শব্দের দ্বারা আমার বিদ্যমানতার অভাব কখনোই হয় নাই ইহাই বুঝানো হইয়াছে ; নির্বিশেষবাদীগণ এই " এব " শব্দ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে তিনি শুধু বিদ্যমান ছিলেন তাহার কোন ক্রিয়া সেই সময় ছিল না ; কিন্তু এক্ষেত্রে কোথাও ক্রিয়ার বিশেষ ভাবে নিষেধ নেই ; " এব " শব্দ শুধু তার বিদ্যমানতার অভাব কখনোই হয় না এই জন্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; যেরূপ পূর্বে বলা হইলো ; এবার আমরা যখন বলি " সেই রাজা এখন কিছুই করেন না " তো সেক্ষেত্রে রাজার রাজকার্য না করাকেই বুঝানো হইয়া থাকে ; তাহার আহার ; বিহার ; নিদ্রা ইত্যাদি ক্রিয়ার নিষেধ হয় না ; সেরূপ এক্ষেত্রে যদি " এব " শব্দের নিষেধ অর্থ গ্রহন করাও হয় তো সেক্ষেত্রে কেবল সৃষ্টি পালন আদী কার্য করেন না তাহাই বুঝাইবে কিন্তু শ্রী ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলাদি ক্রিয়ার নিষেধ হইবে না ; কেন না তাহা হইলে পূর্বে "যাবানহং ..." শ্লোকের সাথে বিরোধ হইবে কারণ সেখানে যথার্থ রূপেই " কর্ম " শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে; এছাড়া ভগবানের নিত্যধাম এবং তাহার নিত্যপার্ষদ তাহারই উপাঙ্গ হওয়ার কারণে তাহার বিদ্যমান থাকার কথা উল্লেখ করবার মাধ্যমেই নিজের উপাঙ্গ স্বরূপ নিত্যপার্ষদ দেরও সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান থাকবার বিষয় উল্লিখিত হইলো ; যেমন " রাজা এখনই এখান থেকে গমন করলেন " ইহা বলিলে রাজার গমন করিবার সাথে সাথে তার সাথে থাকা ছত্র ইত্যাদি ধারণকারী সেবকদের গমন করার বিষয় নিজে নিজেই উল্লিখিত হইয়া যায় সেই রূপ ; শ্লোকের পরবর্তী অংশে " সদসদ পরম " ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন যে সেই নির্গুণ নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মও আমিই ; তাহাও আমার হইতে ভিন্ন নহে ; কিন্তু আমার সেই রূপে আমার আমার সকল শক্তি (রূপ ; গুন ইত্যাদি) উপস্থিত থাকিলেও প্রকটিত অবস্থায়ই থাকে না ; ইহার পর বলিতেছেন সৃষ্টির পরও আমি নিজ অপ্রাকৃত ধামে সদা উপস্থিত থাকি ইহাই আমার " পর " অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্বরূপ ; এছাড়া এই জগতে সর্বব্যাপী রূপে ; সকল জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে এবং অবতার গ্রহন করেও অবতারী আমি সৃষ্টিকালে বিরাজমান থাকি ; আর এই সৃষ্টিও আমি নিজেই কেন ইহা আমারই বহিরঙ্গ শক্তির কার্য আর সেই শক্তি আমার সত্তায় সত্তাবান তাই এই সৃষ্টিও আমারই রূপ আর ইহাই আমার অবর

রূপ বা প্রাকৃত রূপ | (শ্রী ব্রহ্মা কর্তৃক জিজ্ঞাস্য পর এবং অবর দুই রূপ এইভাবে বর্ণনা করিলেন) ; আর মহাপ্রলয়েও যিনি নিজ নিত্য ধামে পার্ষদ সমেত অবশিষ্ট থাকেন তিনিও এই শ্রী ভগবানই তাহাই অন্তে বলিতেছেন ; " অহম " পদের তিনবার পুনরাবৃত্তির দ্বারা এই পরতত্ব স্বরূপ সকলের অংশী এবং অবতারী শ্রী ভগবানেরই উৎকর্ষতা সূচিত হইলো |

অতঃপর এই শ্রী ভগবানই যে অংশী এবং অবতারি তাহা বর্ণন করিতেছি ; শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে ---

" এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে "

উপরি উক্ত অবতারগণের কেহ কেহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং অংশ, কেহ কেহ অংশাবেশ অবতার এবং অংশের অংশবিভূতির অবতার। এই সকল অবতার প্রতিযুগে যখনই জগৎ দৈত্য-পীড়িত হয়, তখনই দৈত্যোপদ্রুত জগৎকে নিরুদ্বেগ করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান ; শ্রী কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকারের অবতার হইয়া থাকে ; যথা : পুরুষাবতার ; গুনাবতার ; যুগাবতার ; লীলাবতার ; আবেশাবতার প্রভৃতি ; কিন্তু তিনি নিজে স্বয়ং ভগবান অবতারী; কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও উক্ত হইয়াছে " তন্ত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোবীর্য্যাণি শংস ন " এবং " দিষ্টাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ " অর্থাৎ “অংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর বীর্য্যসমূহ বলুন” এবং “হে মাতঃ, সৌভাগ্যক্রমেই আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্তে পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ অংশের সহিত আপনার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন।” ; তাহলে এসব যে বহু উক্তি রয়েছে যেখানে শ্রী কৃষ্ণকে শ্রী বিষ্ণুর অংশ বা অবতার বলা হইয়াছে এগুলির সঙ্গতি কী হইবে ? তো সেক্ষেত্রে উত্তর হইলো শ্রীমদ্ভাগবতের শাস্ত্রের আরম্ভে এই জন্মগুহ্য অধ্যায় সকল ভগবদবতার বাক্যসমূহের সূচক বলিয়া ইহা সূত্র-রূপ। আর “এই সমস্ত অবতারবৃন্দ পুরুষের অংশ-কলা (কেহ অংশ, কেহ কলা), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ” – ইহা পরিভাষা- সূত্র। যেখানে যেখানে অবতারের কথা শোনা যায়, সেখানে (কৃষ্ণভিন্ন) অন্যদের পুরুষের অংশরূপে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান-রূপে জানিতে হইবে । ইহা (শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্) প্রতিজ্ঞারূপ, সর্ব্বত্র বিরাজমান । তাহাই পরিভাষা, যাহা একদেশে অবস্থান করিয়া সমগ্র শাস্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিতেছে, যদ্রূপ গৃহাভ্যন্তরস্থিত প্রদীপ সমগ্র গৃহকেই আলোকিত করে। এবং সেই পরিভাষা শাস্ত্রে একবার মাত্রই পাঠ করা হয়, কিন্তু অভ্যাস-সূত্রের মত বার বার পাঠ করা হয় না। অতএব মহারাজ-চক্রবর্তির ন্যায় এই একটিমাত্র (কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ -- এই পরিভাষা-সূত্র) বাক্যই কোটি কোটি বচন-সমূহকে (যে বচন সমূহে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবিষ্ণু অংশ বলা হইয়াছে সেসবকে) শাসন করিয়া থাকে। এইজন্য আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত সেই সকল বাক্যের ইহার আনুগত্যেই সেখানে সেখানে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এছাড়া শ্রুতি (অর্থাৎ নিজার্থ-প্রতিপাদনে পদান্তরের অপেক্ষা-রহিত শব্দ), লিঙ্গ (জ্ঞাপক চিহ্ন), বাক্য (যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহ), প্রকরণ (অঙ্গাঙ্গিতে অভিপ্রেত পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা), স্থান (সাকাঙ্ক্ষ ক্রম) এবং সমাখ্যা (যৌগিক শব্দ) -- মীমাংসার নিয়ম অনুযায়ী এই ছয়টি যথাক্রমে পূর্ববর্তী হতে পরবর্তীটি দুর্বল হইয়া থাকে সেই জন্যে যেহুতু এই " শ্রী কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান " এইটি এখানে শ্রুতিরূপ (যেহুতু শ্রুতিতে উল্লেখ আছে " কৃষ্ণ বৈ পরমং দৈবতম ") তাই ইহারই বাকি সমস্ত বাক্যের উপরে প্রাবল্য জানতে হবে মীমাংসার নিয়ম অনুযায়ী; তাই শ্রী কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান এবং অবতারী সিদ্ধ হইতেছেন | এই স্বয়ং ভগবান্ গোলক বিহারী শ্রীকৃষ্ণ কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ এক কল্পে মাত্র একবার নিজে অবতার ধারণ করেন ; বাকি অন্যান্য সময়ে পুরুষের অবতার আসিয়া থাকে | এই স্বয়ং ভগবানের অবতার সমূহ কিরূপ তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রীমদ্ভাগবতের নিরিখে ---

" কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ । কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদণ্ডকমলণ্ডলু।। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুবাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা ভ্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ।। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। "

সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমাল্য, দণ্ড এবং কমণ্ডলুধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ-মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশবিশিষ্ট, বেদত্রয়প্রতিপাদিত বিগ্রহ, সুভ্রুব প্রভৃতি চিহ্নধারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ এই সময় তিনি যজ্ঞ স্বরূপ ; শ্রুতিও বলেন " যজ্ঞ বৈ বিষ্ণু " ; ভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহ, শ্রীবৎস প্রভৃতিচিহ্ন এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন দ্বাপরে ; অবেশেষে কলি যুগে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সংকীর্তন প্রধান পূজা-উপকরণ দ্বারা, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র এবং পার্ষদগণের সঙ্গে বিদ্যমান গৌরকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ (ভগবানকে) অর্চনা করে থাকেন ; এক্ষেত্রে এই শ্লোকে কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুটিকে ত্বিষাকৃষ্ণ শব্দের দুটি অর্থের সঙ্গে

মিলালে মোট চারটি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন (ক) যাঁর বর্ণ কৃষ্ণ এবং কান্তিও কৃষ্ণ, (খ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁর কান্তি কৃষ্ণ ; (গ) যাঁর বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত বা গৌর এবং (ঘ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁর কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত ; এক্ষেত্রে প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুটি বিকল্প সম্ভব নহে কেন না শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে -

" আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হাস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।। "

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে নন্দ মহারাজকে গর্গাচার্য বললেন —যুগে যুগে তনুগ্রহণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনটি বর্ণ হয়েছিল ; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছেন ; সুতরাং শ্রীভগবানের কৃষ্ণ বর্ন দ্বাপরে হয় কলিতে নহে ; তাই কোন ভাবেই প্রথম দুটি বিকল্প গ্রহণীয় নহে আর শুক্ল এবং রক্ত পূর্বেই যথাক্রমে সত্য এবং তেতা যুগে হইয়াছে তাই অবশিষ্ঠ পিত বর্ণই কলিতে হইবে ; তো সেক্ষেত্রে পরবর্তী দুটি অর্থ বা বিকল্পই গ্রহনীয় এক্ষেত্রে ; কলিতে শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হন ; যিনি অন্তর্কৃষ্ণ এবং বহিঃগৌর (শ্রীমতী রাধিকার দ্যুতি সংবলিত শ্রী কৃষ্ণই হলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু) ; তাই তার অঙ্গ কৃষ্ণ বর্ন কিন্তু কান্তি পীত বা গৌর ; আর এছাড়া তিনি শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন করিয়াছেন তাহাও শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে এবং 'অঙ্গ'—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রভুদ্বয় এবং 'উপাঙ্গ'— তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনামশব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি ইত্যাদির ব্যাপদেশ হইয়াছে শ্লোকে যাহা থেকে ইহা স্পষ্টতই বুঝায় যাইতেছে যে কলী তে শ্রী ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; এছাড়া আরো প্রমাণ রয়েছে অন্য শাস্ত্রে - মহাভারত দানধর্মে (বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্র) --

" সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ "

সর্বদা 'কৃষ্ণ' এই উত্তম বর্ণদ্বয় বর্ণন করেন বলে তাঁর নাম সুবর্ণবর্ণ ; অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলে তাঁর নাম হেমাঙ্গ ; চন্দনের অঙ্গদ বা অলংকার পরেন বলে তাঁর নাম চন্দনাঙ্গদী ; সাধারণের অঙ্গ অপেক্ষা তাঁর অঙ্গসমূহ শ্রেষ্ঠ বলে তিনি বরাঙ্গ, সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর নাম সন্ন্যাসী, ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত বলে তাঁর নাম শম, স্থির চিত্ত বলে তাঁর নাম শান্ত ; কৃষ্ণ ভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলে তাঁর নাম নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ ; সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসী, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ—এই সকল লক্ষণই শ্রী মহাপ্রভুতে দেখা যায়। তবে প্রথম চারটি লক্ষণ তাঁর আদিলীলায় এবং অবশিষ্ট চারটি লক্ষণ তাঁর শেষ লীলা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পরের লীলায় দেখা যায় ; এইরূপ চারি যুগে স্বয়ম ভগবানের অবতার সমূহ বর্ণন করিয়া এক্ষণে এই ভগবানই যে সর্ব বেদাদি শাস্ত্র বেদ্য তাহা দেখাইতেছি ; সকল বেদের সারাংশ হইলো শ্রী গায়ত্রী মন্ত্র ; সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা অগ্নি পুরাণে করা হইয়াছে --

" গায়ত্রক থানি শাস্ত্রাণি ভগং প্রাণাং তথৈব চ । ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এব চ। প্রকাশনী মা সবিতু বাপেরাৎ সরবর্তী। জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভগ'তেজো যতঃ মৃতঃ। ভগ': স্যাম্রাজত ইতি বহলো ছন্দসারিতং বরেণ্যং সদ্য ভেজোডাঃ শ্রেষ্ঠং বৈ পরমং পদং । স্বর্গ পিবর্গ' কামৈ বা বরণীয়ং সদৈব হি। বলতে বারণার্থ'রাং জানাদিতি । নিত্যং শশ্বং বষেমেকং নিতার ভগ মধ িবরং অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি ধ্যায়েমহি বিয়ে। তজ্যোতি ভগ্নিবান, বিষ্ণু জাদিকারণ। শিবং কেচিৎ পঠতি শক্তির পর পঠতি চ কেচিৎ সূর্যোং কেচিদনিং দৈবজ্ঞানাগ্নিহোত্রিঃ অন্যাদিরূপো বিরু, হি বোদে ব্রহ্ম গীয়তে। তৎপদং পরমং বিষ্ণো দেবস্য সবিতার মতো। দখাতে বা ধীমহীতি মনসা ধাররেমহি। "

যিনি সমস্ত কর্ম্ম কে গান করিতেছেন অর্থাৎ গানের সদৃশ সমস্ত কর্ম্মকে সমস্ত জনের প্রীতিনিমিত্ত উচ্চরপে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। এইরূপে সমস্ত ঋক্ প্রভৃতি শাস্ত্রকে এবং ভগ শব্দবাচ্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মকে এবং প্রাণাদি বায়ুকে গান করিতেছেন । এই হেতু, ইহার নাম গায়ত্রী। সবিতার অর্থাং সূর্য্যর কিংবা বিশ্ব জনক পরব্রহ্মের প্রকাশিনী এই হেতু, সাবিত্রীও। আর বাক্যরূপতা হেতু, সরস্বতী নামেও খ্যাত হইয়াছেন । যে হেতু, ভর্গ শব্দ তেজোবাচি, সেই হেতু পরম জ্যোতিব্রহ্ম । "বলং ছন্দসি" এই পাণিনি সূত্র দ্বারা-দীপ্তি অর্থাৎ ভ্রাজ ধাতু হইতে ভগ— এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "বরেণ্যং" এই শব্দ সর্ব তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ পরম প্রকাশমান স্থান বাচি। কিম্বা বৃঞ্ধ ধাতুর বরণার্থতা হেতু, স্বর্গাপবর্গ কামিগণ কর্তৃক সর্বদা বরণীয় এবং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তী বর্জিত। নিত্য শুদ্ধ ; নিত্য, একমাত্র, জ্ঞানরূপ ; অধীশ্বর ; ভর্গো, পরব্রহ্মজ্যোতি, তাঁহাকে অহং শব্দের বয়ং এই অর্থ অর্থাৎ আমরা সমস্ত জীবগণ বিমুক্তি নিমিত্ত ধ্যান করি। সেই ভগবান বিষ্ণু, জ্যোতিরূপ জগতের জন্মাদির কারণ, যাঁহাকে শৈবাগমিকেরা শিব বলিয়া থাকেন, শক্ত্যাগমিকেরা শক্তিরূপ বলেন, সৌরাগমিকেরা সূর্য্য বলেন, অগ্নিহোত্রিগণ অগ্নি বলেন, কর্ম্মিগণ দেবতা বলেন, অগ্ন্যাদিরূপে বিষ্ণুই বেদাদিতে ব্রহ্ম নামে গীত হইতেছেন ; অগ্নি পুরাণের এসমস্ত বচন থেকে স্পষ্ট হইতেছে যে সকল বেদের সারাংশ যে

গায়ত্রী মন্ত্র তাহা শ্রীহরি বাচক ; আর ইহা হইতেই স্পষ্ট যে সমস্ত বেদে ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা শ্রী হরিই বেদ্য; এমনকি অন্যান্য আগমিকরাও তাহাদের শাস্ত্রে বিভিন্ন নামে এই শ্রী হরিরই গুনগান করেন ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রুতিতে পাই যে গায়ত্রী দ্বারা বেদ্য এবং সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষ শ্রী হরিই

" অথ য এযোহস্তরাদিত্যো হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশ "

এক্ষেত্রে যদি কেউ বলেন যে ইহা আদিত্য তো না তাহা নহে ইহা ব্রহ্ম সূত্র দ্বারা ভগবান বেদব্যাস নিরূপণ করিয়াছেন

" অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ "

আদিত্য জীব সে কর্মের অধীন কিন্তু এই পুরুষ যেহেতু কর্মের অধীন নহে এবং অপহতপাপত্ব ইত্যাদি ইহার ধর্ম রহিয়াছে তাই ইনি শ্রী হরিই ; কেনোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে

“ য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং "

এসমস্ত শ্রুতির কারণে আদিত্যেরও অন্তর্যামী শ্রী হরিই এক্ষেত্রে বেদ্য | এতদ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই

" সূর্যাত্মনো হরেঃ "

এছাড়া স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে

" ধ্যেয়ঃ সদা সবিস্তৃ মণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ "

ইত্যাদি অনুযায়ী শ্রী হরিই গায়ত্রী এবং সমস্ত বেদের বেদ্য; আরো শ্রীমদ্ভাগবতে পাই

" ছাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্ । সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ ঐখ্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ । যজন্তে বিতৈতৈযজ্ঞৈনানারূপামরাখ্যয়া একে ত্বাইখিলকর্ম্মাণি সন্ন্যাস্যোপশমং গতাঃ । জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন ঘজপ্তি জ্ঞান বিগ্রহম্ অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাডিহিতেন তে । ষজন্তি তুন্ময়াস্তাং বৈ বহুমূর্ত্তেকমূর্ত্তিকম্ ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্ । বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্ সমুপাসতে সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেব ময়েশ্বরম্ যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যগ্যনাধিয়ঃ প্রভো যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পজ্জন্যাপুরিতাং প্রভো বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োহন্ততঃ "

হে প্রভো ! হৈরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সাধু যোগিগণ অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব পদার্থ- সমূহের সাক্ষী এবং অন্তর্যামিস্বরূপ আপনার ঈশ্বর স্বরূপেরই নিশ্চিতভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন ; কতিপয় কর্ম্ম যোগী দ্বিজগণ কর্ম্ম কাণ্ডময়ী বেদবিদ্যাকর্তৃক বিবিধরূপে বিস্তারিত যজ্ঞসমূহ দ্বারা বজ্রহস্তাদি বিবিধরূপধারী দেবতার নামে যে ষজ্ঞারাধনা করেন, উহাও আপনারই উপাসনা হইয়া থাকে ; যাঁহারা বিধি অনুসারে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বেদ (বিরক্তি) লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানি সম্প্রদায়ও সমাধিযোগে যে চিন্মাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাও আপনারই আরাধনা ; অপর কেহ কেহ পাশুপত দীক্ষাদি অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে আপনার কথিত পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে আপনাতে চিত্ত সন্নিবেশ পূর্ব্বক বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন ; অপর কেহ মহাদেব কথিত শৈব পাশুপতাদি নানাবিধ বিধি অনুসারে শিবরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, উহাও আপনারই আরাধনা ; (হে সর্ব্বদেবময়,) প্রভো, যাহারা দেবতান্তরের ভক্ত তাহাদের বুদ্ধি যদিও অন্যত্রই আসক্ত তথাপি তাঁহারা সকলে সর্ব্ব দেবতার অন্তর্যামী আপনারই উপাসনা করেন ; হে প্রভো, পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদী সকল বৃষ্টিজল পরিপূর্ণ ও বহু স্রোত বিশিষ্ট হইয়া নানা দিক হইতে যেরূপ এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হয় সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মার্গসকল চরমে আপনাতেই পর্যবসিত হয়। তাৎপর্য্য— বেদসকল পর্ব্বত সদৃশ, তাহা হইতেই বিভিন্ন মার্গ উদ্ভূত হইয়াছে। বৃষ্টিরূপ মুনিগণ কর্তৃক নানাদেশে প্রবাহিত হইয়াছে । বেদের একদেশ দর্শন জন্য নানা মুনির নানা মত, সমগ্র বেদশাস্ত্র বিচার করিলে “বেদরহমেব বেদ্যঃ” “বাসুদেবপরা বেদাঃ” প্রভৃতি বচনানুসারে যাবতীয় খণ্ড বিচার একমাত্র বাসুদেবেই পর্য্যবসিত হয়, তিনিই একমাত্র মূল লক্ষ্যবস্তু বলিয়া বিচারিত হন ; সুতরাং পূর্বের অগ্নি পুরান এবং এখানে শ্রীভাগবতের এই বাক্য অনুযায়ী ইহা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে বিভিন্ন কর্মী ; জ্ঞানী ; যোগী ; শৈব; শাক্ত; সৌর প্রভৃতি মতাবলম্বীগন নিজ নিজ শাস্ত্রে সেই শ্রী হরিরই নানা রুপ এবং অবতারের বর্ণন করিয়া থাকেন ;

তাই তিনিই সকল নিগম অর্থাৎ বেদ এবং আগম শাস্ত্র বেদ্য তত্ব ; এসমস্ত বিভিন্ন আগম শাস্ত্রে (শৈব ; শাক্ত ; গানপত এবং সৌর আগম) স্বয়ং ভগবানের বর্ণিত যে রূপ (সদাশিব ; পরাঅম্বিকা ; মহাগণপতি এবং সূর্য) সকল রয়েছে তাহাদের অংশী স্বয়ং ভগবানের সাথে সম্বন্ধ বর্ণন করিতেছি ; শ্রী মহাবরাহ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ---

" স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ- ইষ্যতে। অংশিনে। সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুগিতি। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জিতা "

স্বয়ং ভগবানের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ — এইরূপে অংশ দ্বিবিধ কথিত হয়, তন্মধ্যে অংশী পরমেশ্বরের যেরূপ সামর্থ্য, যাদৃশ স্বরূপ ও যে প্রকার স্থিতি, স্বাংশেরও তাহাই, স্বাংশ ও অংশীর অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তিসম্পন্ন, ঈষৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ত এবং আরো বলিতেছেন যে এসকল স্বাংস সকলেই সর্বগুনে পরিপূর্ন এবং সকল দোষ রোহিত ; আর ইহা ব্রহ্ম সূত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে

" প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ "

সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে এসকল রূপ সকলেই বিষ্ণুতত্ব এবং অংশী শ্রী ভগবানের ন্যায়ই পরিপূর্ন নিত্য এবং অপ্রাকৃত ধামেই ইহাদের স্থিতি ; তো এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উদিত হয় সেটি হলো যখন অংশী এবং স্বাংস উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নেই তাহলে উভয়ের ক্ষেত্রে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগের কারণ কি ? তো সেক্ষেত্রে ইহার সমাধান শ্রীলরূপ গোস্বামী তাহার গ্রন্থ লঘুভাগবতামৃতে করিয়াছেন --

" শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্য স্য কারণমিতিঃ "

অর্থাৎ অংশী এবং স্বাংশের মধ্যে ভেদ বা তারতম্য শুধু শক্তির প্রকট এবং অপ্রকট হওয়ার ভিত্তিতেই হইয়া থাকে ; অংশীর মধ্যে সকল শক্তি প্রকটিত হইতে দেখা যায় কিন্তু স্বাংস সমূহে সকল শক্তি ; গুন ইত্যাদি উপস্থিত থাকিলেও তাহা প্রকট হয় না আর ইহাই উভয়ের ভেদের কারণ ; আর যদি কেউ বলে যে স্বাংসে সকল গুন নেই তাহলে শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পরে (পূর্ন মদম পূর্ন মিদম ... ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ প্রসঙ্গ আসিয়া পরিবে) ; তাই উপরোক্ত ব্যাখ্যায় যুক্তি সঙ্গত ; আর অংশীতে কিভাবে সকল গুন এবং শক্তি প্রকট হয় এবং তিনি কিভাবে অখিলরসবিগ্রহ তাহা জানিতে হইলে আগ্রহী পাঠক ভক্তিসুধার্ণব অধ্যয়ন করিবেন ; এক্ষণে শ্রী ভগবানের তিন প্রকারের অবতারের সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি ; এগুলি হইলো : (১) পুরুষাবতার ; (২) গুনাবতার এবং (৩) লীলাবতার ; এই অবতার গুলির মধ্যে বেশির ভাগ অবতারই আবার স্বাংশ।

(১) পুরুষাবতার : সাত্বত তন্ত্রে বা পঞ্চড়াত্রে উক্ত হইয়াছে

" বিষ্ণোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যানাথো বিদুঃ। একন্তু মতঃ স্রষ্ট, দ্বিতীয়ং অণ্ডসংস্থিতম্ তৃতীয়ং সর্ব্বভুতস্বং তানি জাত্বা বিমুচ্যতে "

অর্থাৎ ইহা আবার তিন প্রকার ; যথা :

(ক) প্রথম পুরুষ বা কার্নার্ণবশায়ী সংকর্ষণ : ইনি প্রকৃতি বিক্ষনদী করিয়া থাকেন ; ঋগবেদিয় শ্রুতিতে পাই

" স ইক্ষত "

এই পুরুষের সমগ্র দেহের রোমকূপ গুলিতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই

" ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান- মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ"

(খ) দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী প্রদুম্ন : প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া ইনি গর্ভোদকে শয়ন করেন এবং ইনার নাভিকমল হতেই ব্রহ্মার জন্ম হইয়া থাকে।

(গ) তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী অনিরুদ্ধ : প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামক স্থানে ক্ষীরোদকে ইনি শয়ন করেন ; ইনিই সকল জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে পরিচিত ; শ্রীমদ্ভাগবতে পাই

" মৃণালগৌরায়ত শেষ ভোগাঃ
"

সেখানে সলিলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ শেষনাগের শরীররূপ শয্যায় একটি পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ; ইহা ব্রহ্মা দর্শন করিলেন ইহাই সেই তৃতীয় পুরুষ; আরো উল্লেখ্য

" কেচিৎ স্বদেহান্তহা দয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ । চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশ- গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি "

কোনও কোনও যোগী পুরুষ স্ব-স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারক প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন ; শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে

" অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতী "

আর এই পরমাত্মায় বাস্তবিক ক্ষেত্রজ্ঞ জীব নহে ; শ্রীগীতায় পাই

" ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োনিং যত্তজজ্ঞানং মতং মম "

জীব এবং পরমাত্মা উভয়েই ক্ষেত্রজ্ঞ কিন্তু জীব শুধু একটি ক্ষেত্রের বিষয়েই জানে আর পরমাত্মা সকলের অন্তর্যামী হওয়ার কারণে সকল ক্ষেত্রের বিষয়ে জ্ঞাত তাই তিনিই বাস্তবিক ক্ষেত্রজ্ঞ জীব নহে ; শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই

" ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ । নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ "

(২) গুনাবতার : শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে

" আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতু পতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ রুদ্রোহপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু "

গর্ভোদকশায়ী শ্রী প্রদুম্ন রজ গুন স্বীকার করিয়া ব্রহ্মা ; সত্ব গুন স্বীকার করিয়া শ্রী বিষ্ণু এবং তম গুন স্বীকার করিয়া শিব রূপে যথাক্রমে সৃজন ; পালন এবং বিনাশ করিয়া থাকেন ; এক্ষেত্রে শ্রী বিষ্ণু আর অন্য কেউ নন পূর্বে উল্লিখিত তৃতীয় পুরুষই এক্ষেত্রে শ্রী বিষ্ণুরূপে পালন করেন ; তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য সেটি হলো মায়িক গুন স্বীকার করার মানে এই নয় যে বিষ্ণু ; ব্রহ্মা এবং শিব যথাক্রমে মায়িক সাত্তিক রাজসিক এবং তামসিক ; ইহা একদমই ভুল ধারণা ; তাহারা এই গুন গুলোর নিয়ামক অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করেন মাত্র ; নিজে এই গুণের অধীন হয়ে যান না বা জীবের মত এই গুন গুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না ; ইহা শ্রীল রূপ গোস্বামী কর্তৃক লঘুভাগবতামৃতে এবং শ্রীল বলদেব কর্তৃক সারঙ্গরঙ্গদাতে স্বীকৃত হইয়াছে ; এতদ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আলোচ্য সেটি হলো গুনাবতার সমূহের মধ্যে শিব এবং ব্রহ্মার মায়িক গুণের সহিত সন্নিধি হয়ে থাকে ; আর এইভাবেই তারা সেই গুন গুলি নিয়ন্ত্রন করেন ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে উল্লেখ পাই

" শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিগো গুণসংস্কৃতঃ বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা "

এই শ্লোক অনুযায়ী শিব এবং ব্রহ্মা উভয়ই সন্নীধির দ্বারাই গুন গুলিকে নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকেন ; কিন্তু শ্রী বিষ্ণুর বিষয়ে উল্লেখ পাই

" হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ "

এই শ্লোক অনুয়ায়ী শ্রী বিষ্ণুর অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষের গুণের সহিত সন্নীধি হয় না তিনি দূর হতেই সংকল্প দ্বারা গুন সকল নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকেন ; তবে এক্ষেত্রে একটি সংশয় হইতেছে সেটি হলো ; ঋগবেদীয় শ্রুতিতে উল্লেখ রয়েছে

" যং কাময়ে তনুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম ”

শ্রী ভগবানে বলিতেছেন তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সেই জীবকেই উগ্র অর্থাৎ রুদ্র অথবা ব্রহ্মা অথবা বেদদ্রষ্টা ঋষি অথবা সুমেধা যুক্ত ব্যক্তি বানিয়ে থাকেন ; তো সেক্ষেত্রে পূর্বে যে দেখানো হইলো যে শিব এবং ব্রহ্মা স্বাংস কেন না দ্বিতীয় পুরুষ প্রদুম্নই গুন স্বীকার দ্বারা এসকল রূপে সৃজন এবং বিনাশ আদী করেন কিন্তু এখানে ঋগবেদীয় শ্রুতিতো ব্রহ্মা এবং শিবকে জীব হিসেবে বর্ণন করিতেছে অর্থাৎ বিভিন্নাংশ বলিতেছে ; তো সেক্ষেত্রে ইহার সঙ্গতি কী ? তো ইহার সমাধান হইলো দুই প্রকারের ব্রহ্মা এবং শিব হইয়া থাকে ; যথা : (ক) ঈশ্বর কোটি এবং (খ) জীব কোটি

(ক) ঈশ্বর কোটি : ইহা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যখন দ্বিতীয় পুরুষ মায়িক গুন স্বীকার দ্বারা ব্রহ্মা এবং রুদ্র হয়েন তখন তাহারা ঈশ্বর কোটির এবং স্বাংস।

(খ) জীব কোটি : কোন কল্পে যদি কোন জীবের প্রচুর পূণ্য হয় তখন সেই বিভিন্নাংশ জীবকে ভগবান ব্রহ্মা অথবা রুদ্র রূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ইহাই জীব কোটি। এতদ প্রসঙ্গে শ্রুতির মধ্যে পাই

" নারায়ণবহ্মা জায়তে নারায়ণা রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতির্জায়তে নারায়ণাইন্দ্র জায়তে "

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ অনুযায়ী সেই জীব ব্রহ্মা অথবা রুদ্র রূপে জন্মায় এবং কল্প ভেদে জন্মও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই

" সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিক্ "

হরি দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাহারা সৃজন এবং ধ্বংস করেন ; জীবকোটির ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ- ভেদে দুই প্রকার। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা – সূক্ষ্মসমষ্টি-শরীর অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব শরীর, দেবাদির অগোচর, এবং বৈরাজ ব্রহ্মা—স্থুলসমষ্টিশরীর ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ ; এই বৈরাজই হইলো সূর্য।

(৩) লীলাবতার : ইহা তিন প্রকার : (ক) পূর্ন অবতার ; ইহা একমাত্র শ্রী কৃষ্ণই ; (খ) আবেশাবতার ; উদাহরন : শ্রী নারদ ; শ্রী বেদ ব্যাস ইত্যাদি ; কোথাও শক্তিরআবেশ বা প্রকাশ কম হইলে তাদের বিভূতি বলে যেমন মনু ; ইন্দ্র ইত্যাদি এবং (গ) অংশাবতার ; উদাহরন : বরাহ আদী অবতার সমুহ ; এইভাবে স্বাংস বর্ণন করা হইলো ; এক্ষণে বিভিন্নাংশ জীব বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি ; জীব বাস্তবে ব্রহ্ম শ্রী কৃষ্ণের উপসর্জ্জন অর্থাৎ কিরণ বা রশ্মির সাথে সূর্যের যেরূপ সম্বন্ধ থাকে সেই রূপ সম্বন্ধ যথাক্রমে জীব এবং ব্রহ্মে রয়েছে ; যদি কেউ বলেন যে ব্রহ্মই মায়া প্রসূত উপাধি দ্বারা পরিছিন্ন হইয়া জীব কথিত হয় তো সেক্ষেত্রে সম্পূর্ন ব্রহ্ম যদি উপাধি দ্বারা পরিছিন্ন হয় তবে তো আর শুদ্ধ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিবেই না এবং শাস্ত্র প্রণীত সাধনার কোন গুরুত্ব রইলো না কেন না এক্ষেত্রে আর মুক্তিই সম্ভব নহে ; এবার যদি কেউ বলেন যে সম্পূর্ন ব্রহ্ম নহে তাহার অংশ উপাধি দ্বারা পরিছিন্ন হয় তো সেক্ষেত্রে অখণ্ড ব্রহ্মের খন্ড হইয়া গেল ; সে আর বিভু রইলো না ; যদি অথর্ব শ্রুতিতে থেকে দৃষ্টান্ত দেন

" ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা । ঘটে। নীয়েত নাকাশং তদ্বজীবো নভোপম "

যেমন ঘটে আবৃত আকাশ, কিন্তু ঘট স্থানান্তরে লইয়া গেলে ঘটই নীত হয়, আকাশ নহে; সেইরূপ জীবও দেহোপাধিক ব্রহ্ম, ঘটোপাধিক আকাশের মত, উপাধির অন্যথা ভাব হইলেও ঔপাধিক ব্রহ্মের অন্যথা ভাব নাই ; অর্থাৎ খণ্ড হয় না অখণ্ডই রইলো এরূপ যদি বলেন তাহলে সেক্ষেত্রে আকাশ একটি জাত দ্রব্য তাই তাহার ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম কোন জাত দ্রব্য নহে তাই তাহার ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত ঠিক নয় ; তো সেক্ষেত্রে এই অথর্ব শ্রুতির সঙ্গতি কী ? তাহাও বলিতেছি ইহা বলা হইয়াছে কারণ যেরূপ ঘট নষ্ট হইলে ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিত হয় সেরূপ মুক্তিতে জীবো ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করে তাহা বুঝাতেই এই দৃষ্টান্ত অপর কোন অর্থ ইহার নেই ; ইহারপর যদি কেউ বলেন যে ব্রহ্মই অবিদ্যাই প্রতিবিম্বিত রূপে জীব কথিত হয় ; তো সেক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব তখনই সম্ভব যখন দর্পন এবং তাতে যাহার প্রতিবিম্ব হইবে তাদের মধ্যে দূরত্ব বিদ্যমান থাকিবে নতুবা প্রতিবিম্ব হয় না ; কিন্তু ব্রহ্ম তো সর্বব্যাপী তাহার প্রতিবিম্ব হবেই বা কিভাবে ? তার থেকে তো কারো দূরত্ব সম্ভবই নয়; এছাড়া প্রতিবিম্ব দ্বারা ব্যবহার সম্ভব নহে

; অগ্নির প্রতিবিম্ব দিয়ে কাউকে জ্বালানো যায় না কিন্তু জীবদের ব্যাবহার দেখিতে পাওয়া যায় ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? ; যদি কেউ " বহবঃ সূর্য্যকা যদিত্যাদি " শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন ইহা শ্রুতিতেও রয়েছে সেক্ষেত্রে তাহার সঙ্গতিও বলিতেছি ইহা গৌনী অর্থে গ্রহনীয় ; অর্থাৎ আকাশ স্থিত চন্দ্রের জলপূর্ন পাত্রে যে প্রতিবিম্ব হয় সেই প্রতিবিম্বতে জলের কম্পন ইত্যাদি দেখা যায় কিন্তু আকাশ স্থিত চন্দ্রে তাহা দেখা যায় না ; পাশাপাশি বাস্তবিক চন্দ্র আকারে অনেক বড় হয় কিন্তু প্রতিবিম্বের চন্দ্রের আকারও ছোট হয় ঠিক সেরুপই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ; জীব অল্পজ্ঞ; ব্রহ্ম মায়াধিস ; জীব মায়ার অধীন ; ব্রহ্ম শাসক এবং সর্ব শক্তিমান অন্যদিক জীব শাসিত এবং অল্প শক্তিমান এসকল ভেদ দেখানো হয়েছে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ; যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত এর মধ্যে উক্ত হইয়াছে

" যথা জলে চন্দ্রমস: কম্পাদিস্তৎকতো গুণঃ।দৃশ্যতেঽসন্নপি ভ্রষ্ট রাত্মনোঽনাত্মনে। গুণঃ "

যদি কেউ পুনরায় বলেন যে শ্রীভাগবতে রয়েছে

" অহং ভবান্ ন চান্যস্তং ত্বমেবাহং বিচক্ষ ভোঃ ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি "

অর্থাৎ জীব এবং পরমাত্মা একই তো সেক্ষেত্রে ইহা বলার কারণ হলো

" একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ । পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ "

ইহ জগতে পূর্ব্ববর্ত্তি কারণতত্ত্বে ইতর-কার্য্য তত্ত্বসমূহ সূক্ষ্মরূপে এবং পরবর্ত্তি কার্যতত্ত্বে কারণ-তত্ত্ব-সমূহ অনুগতরূপে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায় ; এই কারণে যেহেতু সব কিছু সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট তাই এরূপ উক্তি করা হয়েছে যে উভয়েই একই কেন না উভয় উভয়ের মধ্যে রয়েছে ; এছাড়া উভয়েই গুণগত দিক থেকে চেতন তাইও একই এইভাবেও সঙ্গতি হয় ; এছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতে ভেদও নিরূপিত হইয়াছে

" যথোমুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গামাদ্বাপি সম্ভবাৎ অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুমুকাত্ ভূতেন্দ্রিয়াস্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতা । আত্মা তথা পৃথদ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ "

অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত কাঠ ও স্বসম্ভূত ধূমের সহিত এক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়-মান হইলেও যেমন বস্তুতঃ অগ্নি ঐ উভয় হইতেই পৃথক্, তদ্রূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবসংজ্ঞক আত্মা হইতে সর্ব্বোপাদানরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দ্রষ্টা ভগবান্ নিত্য পৃথক্ ; এই উক্তি অনুযায়ী জীব এবং ব্রহ্ম মধ্যে নিত্য ভেদ বিদ্যমান ; সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ রয়েছে ; এবং পৈঙ্গী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

“ সোপাধি রনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধোতে। জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্র চাপো যথা রবেঃ ”

অর্থাৎ দুই প্রকারের প্রতিবিম্ব হয় সোপাধি এবং নিরুপাধি ; যেমন সূর্যের জল পূর্ন পাত্রে যে প্রতিবিম্ব হয় তাহা সোপাধি এবং রামধনু সূর্যের নিরুপাধী প্রতিবিম্ব সেই রুপিই এই জীব পরমাত্মার নিরূপাধি প্রতিবিম্ব ইহা সোপাধি প্রতিবিম্ব নহে ; সুতরাং শ্রুতির ওই রূপ ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নহে জীব বাস্তবেই ব্রহ্মের উপসর্জ্জন যেরূপ পূর্বে বলা হইয়াছে ; ইহা ব্রহ্মের তটস্থ শক্তি এবং শক্তি হওয়ার জন্যেই ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ কথিত হয় আর ইহা স্বরুপত নিত্য এবং অনু ; এক্ষণে বর্ণন করিতেছি কী রূপে নিত্য জীবদের অনিত্য নাম রূপ সৃষ্টি হয় ; শ্রীমদ্ভাগবতে পাই ---

" ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরজয়োরুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভূতো জলবুদবৎ
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ ধরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ "

যেরূপ শুধু বায়ু থেকে বুদবুদ হয় না ; শুধু জল থেকেও বুদ বুদ হয় না ; জল এবং বায়ু এক সাথে থাকলেও বুদ বুদ হয় না ; বুদ বুদ তখনই হয় যখন জলের সংস্পর্শে থাকা বায়ু গতিশীল হয় ; সেইরূপ যখন প্রথম পুরুষের ইক্ষণ দ্বারা এই অজা অর্থাৎ নিত্য প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয় তখনই তাহার সংস্পর্শে থাকা নিত্য জীবেদের অনিত্য নাম রূপ সৃষ্টি হয় ; এবং তাহারা দৃশ্যমান হয় ; ইহাকেই তাহাদের জন্ম বলা হয় কিন্তু বাস্তবে জীব স্বরূপত নিত্য ইহা তো কেবল অনিত্য নাম রূপ সৃজন মাত্র ; ইহা স্বীকার না করিলে শুধু প্রকৃতি থেকে জীব আসলে তাহারা জড়ো হইয়া পরিবে এবং শুধু

পুরুষ থেকে জীবের দেহ হইলে চেতন পুরুষে বিকারের অবস্থান হইয়া পরে তাই উপরোক্ত ব্যাখ্যায় যুক্তিসঙ্গত ; প্রলয়ের সময় জীবের অবস্থার বর্ণন শ্রুতিতে পাই

" যথা সৌম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি। নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি। তে যথা ন তত্র বিবেকং লভন্তে অনুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽমীত্যেবমের খলু সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে "

অতএব যেহেতু জীবগণের জন্ম বাস্তব নহে, কেন না তারা নিত্য চিরকাল ধরেই ছিল সেই জন্য সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে তাহারা, মধুর মধ্যে সকলপ্রকার পুষ্পের রস যেরূপ পৃথক পৃথকরূপে প্রতীয়মান না হইয়াও সামান্যরূপে পরিলক্ষিতাবস্থায় লীন হয়, সেইরূপ কারণাত্মরূপী ব্রহ্মের মধ্যে লীন হইয়া থাকে, অর্থাৎ মন ; বুদ্ধি ; অহংকার না থাকায় আমি পৃথক সতন্ত্র এরূপ বোধ তাহাদের থাকে না | (তৎকালে তাহাদের কার্য্যোপাধির মাত্র লয় ঘটে অর্থাৎ সেই সময় তাহাদের অনিত্য স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন বুদ্ধির লয় হইয়া যায় কিন্তু বাসনাময় কারণ শরীর বা উপাধি বিদ্যমান থাকে |) আর এই বাসনাময় কারণ শরীর থেকেই পরবর্তীতে পুনরায় সৃষ্টির সময়ে তাহাদের কার্য উপাধি অর্থাৎ মন এবং বুদ্ধি (সূক্ষ্ম শরীর) এবং ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ (মানুষ ; গরু ; দেবতা ; অসুর) উৎপত্তি হয় |

চতুশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোক এবং অংশী-অংশের বর্ণন এইরূপে সমাপন হইলো |

গম্যাগম্য নিবন্ধ

এই নিবন্ধে চতুশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইবে ; পূর্বেই ইহা উক্ত হইয়াছে যে শ্রী ব্রহ্মা শ্রী ভগবানকে চারটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হইলো ---

" যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপরংহিতম্ । বিলুম্পন্ন বিসৃজন গহন বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প ঊর্ণনাভির্যথোতে । তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব "

হে মাধব, হে অমোঘসংকল্প, মাকড়শা যেরূপ নিজ হৃদয় হইতে সূত্র বিস্তার করিয়া নিজেই তাহাতে বিহার করে, কিন্তু নিজে তদ্দ্বারা জড়িত হয় না, তদ্রূপ আপনি নিজেই আত্মমায়া-প্রভাবে ব্রহ্মাদির রূপ প্রকটিত করতঃ নানাশক্তিসমন্বিত এই বিশ্বসংসারকে যেরূপে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া ক্রীড়া করেন, আমাকে তদ্বিষয়ক বুদ্ধি প্রদান করুন ; এক্ষেত্রে শ্রী ব্রহ্মা জিজ্ঞেস করিতেছেন " আত্মমায়াযোগেন " অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসে এক বচন ; ইহা অনুযায়ী মায়া অর্থাৎ বহিরঙ্গ শক্তি এবং যোগ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ যোগমায়া বা পরাশক্তি এই উভয়ের দ্বারাই আপনি যেরূপ ক্রীড়া করেন সেই বিষয়ে " ধেহি মনীষাং ময়ি " অর্থাৎ আমাতে স্থাপন করো অর্থাৎ আমি যাতে তোমার বহিরঙ্গ মায়া এবং অন্তরঙ্গ যোগমায়া উভয়ের প্রকাশিত বস্তুই জানিতে পারি এই অর্থ ; ইহার উত্তরে শ্রী ভগবান চতুশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক বলিয়াছেন ---

" ঋতেহর্থং যত্ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ "

বাস্তব প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সত্ত্বাবিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে । দৃষ্টান্ত—যেপ্রকার দুইটী চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে দ্বিচন্দ্রাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যেপ্রকার রাহু গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ । ভাবার্থ এই যে—আভাস ও অন্ধকারদর্শন কিছু জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস এবং অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না; অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্তৃসত্তায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রতা নাই । তদ্রূপ ভগবান্ ও তাঁহার মায়া। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা---আভাস-স্থানীয়া জীব-মায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণ-মায়া। উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদন্তরঙ্গ-প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতীতিতেও ভগবৎপ্রতীতি নাই ; " ঋতেহর্থং " অর্থাৎ " অর্থ " বলিতে যাহা সত্য তাহা যেখানে প্রতীত হয় কিন্তু সত্য ব্যতীত অন্য কিছু প্রতীত হয় না তাহা ; আর যেখানে সত্য বস্তু প্রতীত হয় না অপিতু অসত্য (অনর্থ) বস্তুই প্রতীত হয় তাহাকেই " আত্মনি " অর্থাৎ মুক্ত এবং বদ্ধ উভয় জীবের নিজ স্বরূপে " আত্মনো মায়াং " অর্থাৎ পরমাত্মারূপী আমার ক্রমে ক্রমে বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই দুই বৃত্তি বিশিষ্ট মায়া শক্তি বলিয়া জানিবে ; সহজ ভাবে বলিলে এখানে বিদ্যা মায়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে " যথা আভাসঃ " অর্থাৎ যেরূপ অন্ধকার ঘরে যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয় তখন সেখানে অবস্থিত ঘট ; পট ইত্যাদি দৃশ্যমান হয় কিন্তু যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয় নি তখন এসমস্ত ঘট ; পট আদী বস্তু সেই খানে অবস্থিত থাকলেও এগুলোর অস্তিত্বের বোধ হয় না অপিতু সর্পাদি প্রাণী রয়েছে এই রূপ অনর্থ বা অসত্য বস্তুর প্রতীতির কারণে ব্যক্তির ভয় জাগিয়া থাকে ; সেইরূপ এই বিদ্যা মায়ার দ্বারা ব্যক্তির নিজের বাস্তবিক স্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে যে সে জীবাত্মা ; এই শরীর বা মন এসব নহে ; আর তাই এসবের সাথে সম্বন্ধীত দুঃখ ; সুখ ইত্যাদিও তার নহে ; কিন্তু অবিদ্যাদশায় অর্থাৎ এই জ্ঞানের অভাবে সে বাস্তবে জীবাত্মা হলেও নিজেকে দেহ মানিয়া থাকে এবং ইহার সুখ এবং দুঃখ আদি তাহার নিজের বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে যাহা বাস্তবে অসত্যই; অন্যদিকে অবিদ্যা মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন " যথা তম " অর্থাৎ তম বলিতে অন্ধকার পূর্বের উদাহরন অনুযায়ী গৃহে যখন অন্ধকার ছিল তখন সেখানে অবস্থিত ঘট পট ইত্যাদি বস্তু উপস্থিত থাকলেও তাহাদের অস্তিত্বের যেমন বোধ হচ্ছিল না ; অপিতু সর্প আদী রয়েছে এরূপ প্রতীতি হচ্ছিল সেইরূপই হলো এই অবিদ্যা মায়া ; ইহার কারণে আমরা নিজের বাস্তবিক স্বরূপ অর্থাৎ আমরা যে জীব ইহা ভুলিয়া গিয়া নিজেকে শরীর মনে করিয়া থাকি এবং শরীরের সুখ এবং দুঃখাদি ধর্ম নিজের বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ; এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে এই বহিরঙ্গ শক্তি বা মায়া ত্রিবিধ ; যথা : অবিদ্যা ; বিদ্যা এবং প্রধান ; ইহার মধ্যে অবিদ্যার দ্বারা জীব-গণে তাহার অধ্যাস (এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান

) সৃষ্ট হয়, তাহা মিথ্যাই। আর, বিদ্যার দ্বারা সেই অধ্যাসের ধ্বংস হইয়া থাকে ; এক্ষণে প্রধানের কার্য কী তাহা বর্ণন করিতেছি ; প্রধান থেকেই উপাধি সকল সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তাহারা সত্য তবে অনিত্য ; তো প্রধান দ্বারা সৃষ্টি আমাদের দেহ সমূহ যেহেতু সত্য তাই তাহাদের সুখ ; দুঃখ ; ক্ষুধা ইত্যাদি ধর্ম সকলও সত্য কিন্তু অবিদ্যার কারণে আমাদের অর্থাৎ জীবের মধ্যে সেই দেহের ধর্ম গুলির যে অধ্যাস হয় অর্থাৎ আমরা সেগুলিকে আমাদের (জীবের) ধর্ম বলে যে মেনে নি ইহা মিথ্যা ; যেমন কুসুম সত্য কিন্তু আকাশকুসুম মিথ্যা (অলীক) ; ইহার কোন অস্তিত্ব নেই ; তেমনি দেহের কারণ প্রধান বলে ইহা সত্য এবং ইহার ধর্ম গুলিও সত্য কিন্তু সত্য কুসুম যেরূপ আকাশের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হইলে মিথ্যা হইয়া যায় সেইরকমই এই দেহের ধর্ম গুলি জীবের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হইলে মিথ্যা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয় কারণ এগুলি জীবে অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত ; অনেকে এই মায়াকে অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা : জীব মায়া এবং গুন মায়া ; ইহার মধ্যে জীব মায়ার কার্য হলো আবরণ এবং বিক্ষেপ ; অর্থাৎ ইহা জীবের বাস্তবিক স্বরূপ অর্থাৎ সে যে জীব ইহা আবৃত করে এবং এর ফলে জীব নিজেকে দেহ মানে ইহা আবরণ এবং দেহের সাথে সম্বন্ধী এই জগৎকে নিজের মানিয়া বসা ইহাই বিক্ষেপ ; তবে যেহুতু এক্ষেত্রে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ মায়া শক্তি বিষয়ে জিজ্ঞেস করিয়াছেন তাই গুন মায়া বিষয়েই জানিতে চাহিয়াছেন ইহাই স্পষ্ট ; গুন মায়া বিষয়ে শ্রুতিতে পাই

" অজামেকং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ "

অর্থাৎ এই মায়া ত্রিগুনময়ী; অর্থাৎ ইহা সত্ব ; রজ এবং তম গুন যুক্ত ; ইহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে

"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং",

অর্থাৎ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানকে অর্থাৎ আত্ম জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে , ইহাই সত্ব গুণী মায়ার কার্য ; দেহাদিকে আমি অর্থ্যাৎ জীবাত্মা বলিয়া উপলব্ধিরূপ জ্ঞানকে রাজসিক এবং জাগতিক পদার্থের জ্ঞান বা তাহাতে আসক্তির ভাবকে তামসিক জ্ঞান নামে অভিহিত করা হয় ; অর্থাৎ এগুলি একটিও নির্গুণ নহে কেবল পরমাত্মার ভাবের অনুভবই নির্গুণ আর তাহা ভগবানে ভক্তি ব্যতীত সম্ভব নহে ; এইভাবে ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি মায়ার ব্যাখ্যা করা হইলো ; এক্ষণে যোগমায়ার বর্ণন করিতেছি ; ভগবানের অন্তরঙ্গ পরাশক্তিই হলো যোগমায়া ইহারও লক্ষণ এই একটি শ্লোকেই শ্রী ভগবান বলিয়াছেন " যথা আভাসঃ যথা তম " অর্থাৎ প্রদীপ যেমন গৃহে অবস্থিত ঘট পট ইত্যাদিকে প্রকাশিত করে এবং অন্ধকারে সেগুলি সেখানে অবস্থিত থাকিলেও সেগুলির প্রতীতি হয় না সেরকমই এই যোগমায়া দ্বারাই মাতা যশোদা শ্রী কৃষ্ণের মুখে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন করেন আবার পর মুহূর্তেই তাহা আর দৃশ্যমান থাকে না ; ব্রহ্মা সখাদের হরণকালে শ্রী কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখেন আবার পর মুহূর্তেই মাধুর্য্য দেখেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে যোগমায়া প্রথমে ভগবানের নিত্য ঐশ্বর্য প্রকাশ করিল এবং নিত্য মাধুর্য্য আবৃত করিল আবার পর মুহূর্তেই নিত্য মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া নিত্য ঐশ্বর্য আবৃত করিল ; অর্থ্যাৎ এই যোগমায়া ভগবানের নিত্য ঐশ্বর্য ; মাধুর্য্য ; লীলা ; ধাম ইত্যাদি আবৃতও করে আবার প্রকাশিতও করিয়া থাকে ; এক্ষণে মায়া এবং যোগামায়ার কার্যের ভেদ বর্ণন করিতেছি ; মায়া তিন প্রকার ; তাহার মধ্যে অবিদ্যা মায়ার কার্য মিথ্যা পূর্বেই বলিয়াছি ; এবং বিদ্যা মায়া সেই অবিদ্যার কার্যকে ধ্বংস করে ; আর বাকি প্রধানের কার্য সত্য হইলেও অনিত্য ; কিন্তু যোগমায়ার কার্য নিত্য ; ইহাই উভয়ের প্রার্থক্য ; এছাড়া আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে মায়ার কার্য বুদ্ধির দ্বারা গম্য কিন্তু যোগমায়ার কার্য বুদ্ধির অগম্য ; সেই জন্যেই এই ব্যাখ্যান গম্যাগম্য নিবন্ধ নামে পরিচিত | এক্ষণে শ্রী ভগবান কিরূপে মায়া এবং যোগমায়া দ্বারা বিবিধ ক্রীড়া করেন তাহা বর্ণন করিব ; প্রথমত বুদ্ধির দ্বারা গম্য মায়া শক্তির যে কার্য সমুহ তাহা বর্ণন করিতেছি ; শ্রীমদ্ভাগবতে পাই ---

" বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে মায়ামাত্রমিদং রাজন নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি "

হে রাজন! জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি ; বুদ্ধিরই অবস্থাত্রয়রূপে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যগাত্ম ব্রহ্ম-বস্তুতে বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞরূপ নানাভাব মায়াবিলাসমাত্র জানিবে ; অর্থাৎ বুদ্ধির তিনটি অবস্থা জাগরণ ; স্বপ্ন এবং সুষুপ্তী ; এবং যেহেতু বুদ্ধি মায়ীক উপাধি সেই জন্যে তাহার দ্বারা গম্য এই বিশ্ব ; তৈজস এবং প্রাজ্ঞ ; মায়ার বিলাস মাত্রই ; এক্ষণে এই তিনটির মধ্যে স্বপ্নাবস্থার বর্ণন করিতেছি ; শ্রুতিতে পাই ---

" ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যর্থ রথান রথযোগান পথঃ সৃজতে। ন তত্রানন্দা যুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশন্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ অবস্ত্যো ভবন্ত্যর্থ বেশস্তান্ পুষ্করিণ্যঃ প্রবস্ত্যঃ সৃজতে স

হি কর্ত্তা "

স্বপ্নদশায় রথ নাই, অশ্বাদি বাহন নাই, রথ চলিবার পথও নাই, অথচ রথ, অশ্বাদি, বাহন ও পথ তখন তিনি সৃষ্টি করেন। তখন স্বরূপসুখ নাই, বৈষয়িক সুখ নাই, উত্তম শব্দাদিবিষয়-ভোগজনিত সুখও নাই, কিন্তু তিনি তখন ঐ আনন্দ, বৈষয়িক সুখ বা তদনুভূতির আনন্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তখন গৃহ বা ক্ষুদ্র সরোবর নাই, পুষ্করিণী নাই, নদী নাই, অথচ গৃহ বা ক্ষুদ্র সরোবর, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করিতেছেন। তিনিই এই সমুদায়ের কর্তা ; এখানে সংশয় হইতে পারে যে এই স্বপ্নের এইসব সমুদায়ের কর্তা কে ? জীব অথবা ব্রহ্ম ? তো সেক্ষেত্রে ইহার সমাধান কঠ শ্রুতির মধ্যে করা হইয়াছে ---

" য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণ: "

অর্থাৎ যে পুরুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুপ্ত জীবগণে কাম্যমান অর্থাৎ স্বাপ্নিক-পদার্থ-সমূহ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং জাগ্রত থাকেন, প্রাজ্ঞগণ তাহাকেই শোকরহিত ব্রহ্ম এবং অনশ্বর বলিয়া কীর্তন করেন ; সুতরাং স্বপ্নের সৃষ্টিকর্তা শ্রী ভগবানই ; জীব নহে ; শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই

" বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ। তা যেটনবানুভূয়ন্তে সোহধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ এভিস্ত্রিবর্ণৈঃ পর্য্যস্তৈবুদ্ধিভেদৈঃ ক্রিয়োত্তবৈঃ স্বরূপমাত্মনো বুধ্যেদ্গন্ধৈবায়ুমিবান্বয়া "

বুদ্ধির ত্রিবিধ বৃত্তি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ; সেই তিনটি বৃত্তিকেই যিনি অনুভব করেন, তিনিই নিয়ন্তা, পরমপুরুষ পরমাত্মা ; পুষ্পাদির গন্ধদ্বারা যেমন বায়ুর জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন ঐরূপ ত্রিবিধ বৃত্তিবিশিষ্টা বুদ্ধিদ্বারা ভগবদাশ্রয়ে আত্মার স্বরূপ বুঝিয়া লইবে ; অর্থাৎ গন্ধ যেমন পুষ্পের ধর্ম ; বায়ুর নহে কিন্তু বায়ুর সাথে তাহা সম্বন্ধ যুক্ত হইলে বায়ুকে সুগন্ধি মনে হয় এবং তাহার দ্বারা বায়ুর অস্তিত্বও জানা যায় তেমনি নির্গুণ জীবাত্মার সহিত বুদ্ধি যুক্ত হইয়া তাহাতেই এই তিনটি অবস্থা (জাগ্রত ; স্বপ্ন এবং সুষুপ্তী) প্রতীত হয় কিন্তু বাস্তবে ইহা বুদ্ধিরই বৃত্তি ; জীবাত্মার নহে; আর যাঁহার দ্বারা অন্বিত হইয়া বুদ্ধি প্রবর্তিত হয়, তিনিই পরমাত্মা ; সুতরাং পরমাত্মাই বুদ্ধির প্রকাশক হওয়ার কারণে তিনিই স্বপ্নের কর্তা; জীব নহে ; এক্ষণে সংশয় হইতেছে স্বপ্ন কি সত্য নাকি মিথ্যা ? যদি বলেন রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ইহাও ভ্রম অর্থাৎ যেমন যতক্ষণ রজ্জুর জ্ঞান হয় নি ততক্ষন অবধি সর্পের অস্তিত্ব থাকে তাহার পর জ্ঞান হলে আর থাকে না সেইরূপ ব্যক্তি যতক্ষণ নিদ্রায় থাকে ততক্ষণ স্বপ্নের অস্তিত্ব থাকে তাহার পর জাগ্রত হইলে আর থাকে না তাই স্বপ্নকে মিথ্যাই বলিব ; অর্থাৎ ইহা জীবের ভ্রমই; তো সেক্ষেত্রে না তাহা বলিতে পারেন না কেন না স্বপ্ন এর কর্তা ঈশ্বর সত্য তাই ইহাও সত্যই ; ঈশ্বরের সংকল্প দ্বারা ইহা প্রকট এবং অপ্রকট হইয়া থাকে; অপ্রকট হওয়ার মানে এই নয় যে সেই সময় ইহার আর অস্তিত্ব থাকে না তাই স্বপ্ন সত্যই ; ইহা জীবের কল্পনা নয় ইহা ঈশ্বর সৃষ্ট তাই ইহাকে অবশ্যই সত্য মানিতে হবে (তত্ব চতুষ্টয় মধ্যে স্বপ্নের বিষয় শুধু বুঝানোর জন্যে উদাহরন হিসেবে উল্লিখিত হইয়াছে জীবের কল্পনার সাথে তাহা একেবারে একই নহে আর তাহাই এখানে নিরূপিত হইলো) ; এতদ প্রসঙ্গে ব্রহ্ম সূত্র দ্রষ্টব্য ---

" পরাভিধ্যানাড়ু তিরোহিতং ততো হাস্য বন্ধবি- পর্যয়ৌ "

স্বপ্ন সত্যিই সে বিষয়ে শ্রুতি প্রমানও রহিয়াছে

“ যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্ত- স্মিন্ স্বপ্ননিদর্শন ”

এই সামবেদীয় শ্রুতি অনুযায়ী স্বপ্নে স্ত্রী দর্শন করিলে কর্মের সমৃদ্ধি হয় অর্থাৎ স্বপ্ন শুভাশুভের সূচক ; এছাড়া বহু ঋষি স্বপ্নে মন্ত্র জ্ঞান পাইয়াছেন সেই জন্যে ইহা অবশ্যই সত্য ; এক্ষণে একটি সংশয় হইতেছে ; স্বপ্ন সত্য হলে স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থায় দৃশ্যমান এই যে বিশ্ব এই দুইয়ের মধ্যে প্রার্থক্য কী রইলো ? ইহার উত্তর নিম্নের ব্রহ্ম সূত্রে দ্রষ্টব্য

" মায়ামাত্রন্ত কাৎ স্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ "

অর্থাৎ স্বপ্নের করন অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরমেশ্বর এই স্বপ্নের সৃষ্টি করেন তাহা কেবল মায়া ; এই বিশ্বের যেরূপ মায়ার সহিত পঞ্চভুত সমুহ এবং ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি হয় সেইভাবে স্বপ্ন সৃষ্টি হয় না ; কেবল মায়া দ্বারাই ভগবান স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকেন; এছাড়া সকল জীবের কাছে এই বিশ্ব একই কিন্তু স্বপ্ন ব্যক্তি ভেদে পৃথক হইয়া থাকে ; সুতরাং

এইভাবে স্বপ্ন এবং বিশ্বের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান ; এক্ষণে সুষুপ্তী অবস্থার বর্ণন করিতেছি ; এই বিষয়ে শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে

" সতশ্চাগত্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে "

এই সামবেদীয় শ্রুতি অনুযায়ী সুষুপ্তী অবস্থার পর জাগরণ হইলে জীব সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া থাকে কিন্তু সে ইহা মনে করে না যে সে সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে ; সুতরাং ব্রহ্মই জীবের সুষুপ্তীস্থান এবং এক্ষেত্রে নারী ; পুরী ইত্যাদি দ্বারের ন্যায় কাজ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ এসমস্ত দিয়ে জীব ব্রহ্মে পৌঁছায় এবং তখন সুষুপ্তি হইয়া থাকে ; এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে ব্রহ্মই যদি জীবের সুষুপ্তীস্থান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তো সে ব্রহ্মের সংস্পর্শে মুক্ত হইয়া যাইবে ; তো সেক্ষেত্রে না ইহা হইবে না কেন না ইহা যদি হয় তবে শাস্ত্রে যে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকলে এরূপ সাধনা করিবে এরূপ যে বর্ণন করা হইয়াছে তাহা অহেতুক অর্থাৎ কোন কারন ছাড়াই বর্ণন করা হইয়াছে এরূপ বলিতে হয় ; তাই ইহা সঙ্গত নয় যে জীব মুক্ত হয় সুষুপ্তিতে ; এক্ষণে আরেকটি সংশয় যে সুষুপ্তির পর কি সেই জীবই উঠে যে সুষুপ্তিতে গিয়াছিল নাকি অন্য জীব উঠিয়া থাকে ? তো না ইহা হইবে না অর্থাৎ অন্য জীব উঠিবে না কেন না জীবের সুষুপ্তির পর সুষুপ্তির পূর্বে কৃত কার্যের স্মৃতি থাকে যাহা অন্য জীবের ক্ষেত্রে সম্ভব নহে এছাড়া কোন জীব প্রারব্ধ বশত এই দেহ পাইয়াছে ; সেই একই দেহ অন্য জীব কী করিয়া পাইবে তাই ইহা একবারেই অযৌক্তিক ; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ---

" স্ত ইহ ব্যাঘ্র বা সিংহো বা ঋকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ- যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি "

অর্থাৎ এই ছান্দগ্য শ্রুতি অনুযায়ী ব্যাঘ্র হউক, অথবা সিংহ, বৃক (নেকড়ে বাঘ), বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাশ, মশক যে কোনও দেহ সুষুপ্তির পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিল সুষুপ্তির পর সেই শরীরই তাহারা প্রাপ্ত হয়, এক্ষণে একটি সংশয় মূর্চ্ছা এবং সুষুপ্তী এই দুই অবস্থা কী এক ? তো না ইহা এক নহে কেন না ব্রহ্ম সূত্রে উক্ত হইয়াছে ---

" মুগ্ধেহর্দ্ধসং প্রাপ্তিঃ পরিশেষাৎ "

অর্থাৎ মূর্চ্ছাবস্থায় জীবের ব্রহ্মে অর্ধ প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং এই সময় দুঃখের সংযোগ বশত ইহা সুষুপ্তী হইতে ভিন্ন ; ইহা আয়ুর্বেদও উক্ত হইয়াছে; এইভাবে স্বপ্ন এবং সুষুপ্তী বর্ণন করিয়া এক্ষণে বিশ্বের বর্ণন করিতেছি ; চতুশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে কেবল শ্রীভগবান ছিলেন ; ইহার পর শ্রী ভগবানে বিভিন্ন শক্তি আবির্ভূত হইতে দেখা যায় ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই ---

" যথা নভস্যভ্রতমঃ প্রকাশা ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ । এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত ম রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ "

হে নৃপগণ, যেমন আকাশে কখনও মেঘ, কখনও অন্ধকার, কখনও বা আলোক পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্মে রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বরূপ শক্তিপ্রবাহ পর্যায়ক্রমে প্রকটিত ও অপ্রকটিত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ শ্রী ভগবানে এই মায়ীক শক্তি গুলি কেবল প্রকট এবং অপ্রকট হয় অর্থাৎ অব্যক্ত বা অপ্রকটিত অবস্থাতেও ইহাদের অস্তিত্ব ছিল ইহাই বুঝিতে হইবে ; পরবর্তীতে ইহারা কার্যঅবস্থায় প্রকটিত হইয়া থাকে ; যদি বলেন মায়ার সংস্পর্শে তো ভগবান বিকারী হইবেন তো না তাহা বলিতে পারেন না উপরোক্ত দৃষ্টান্ত অনুয়ায়ী আকাশ যেমন তাতে থাকা মেঘ ইত্যাদি থেকে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার থাকে সেরূপ শ্রী ভগবানও থাকেন ; মায়িক শক্তি দ্বারা তাতে বিকার হয় না ; শ্রী ভগবানে প্রকটিত মায়া শক্তির সত্ব আদী গুন তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ ইহা বাস্তবে ভগবানের স্বভাব নহে অর্থাৎ ইহা সহজাত নহে ; ইহা বিজাতীয় তিনি ইহা কেবল স্বীকার মাত্র করেন সৃষ্টি করিবার জন্যে ; অর্থাৎ যেমন করোলাকে চিনির মধ্যে বহুক্ষণ ডুবিয়ে রাখিয়া লেহন করিলে তাহা মিষ্টি প্রতীত হয় বটে কিন্তু তাহার ভিতরের তিক্ততা দূরীভূত হয় না তাহা কামড় দিলেই বুঝা যায় ; তেমনি শ্রী ভগবানকে মায়িক গুন এবং কার্য করিতে দেখা গেলেও তাহা তার বিজাতীয়ই অর্থাৎ সজাতীয় নহে ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রী ভাগবতে পাই ---

" সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গু নস্য গুণাস্ত্রয়ঃ । স্থিতিসর্গনিরোধে গৃহীত। মায়য়া বিভোঃ "

সেই বিভু পরমেশ্বর নির্গুণ, তাঁহার স্বতন্ত্রতাহেতু সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণকে মায়া তৎচালিত হইয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; আবার শ্রীভাগবতেই উল্লিখিত হইয়াছে ---

" স যদজয়া তুজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষ ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো মহসি মহীয়সেহষ্টগুলিতেই পরিমেয়ভগঃ "

এই জীব জীব মায়াবশতঃ অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করায় দেহেন্দ্রিয়াদিগুণজাত পদার্থে আত্মাভি- মানগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং তাহার আনন্দাদি গুণসমূহ আচ্ছাদিত হইয়া সংসারদশা ঘটিয়া থাকে, পরন্তু নিত্যৈশ্বর্য-সম্পন্ন আপনি সর্পের কঞ্চুক-ত্যাগের ন্যায় অবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারিরূপে অণিমাদি অষ্টবিধ বিভূতিযুক্ত পরম ঐশ্বর্য্যপদে বিরাজমান রহিয়াছেন ; সুতরাং ভগবান নিজের বিজাতীয় এই মায়াকে নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি আদী করিবার জন্যে স্বীকার এবং ত্যাগ করিয়া থাকেন ; ইহা তাহার সহজাত নহে ; সুতরাং শ্রী ভগবানে যে মায়িক কার্য গুন ইত্যাদি দেখা যায় তাহা ব্যবহারিক ; এক্ষণে সৃষ্টি প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই ---

" স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি "

সেই আদ্য-পুরুষাবতার ভগবান্ প্রতি কল্পারম্ভে আপনি আপনাতে আপনার দ্বারা আপনাকে সৃজন, পালন ও সংহার করেন ; এখানে প্রথম পুরুষের কথা বলা হইয়াছে এবং এই শ্লোক স্পষ্ট পরিমাণবাদের নিরূপণ করিতেছে ; ইহা বলিতেছে “আত্মা আত্মনি আত্মনা আত্মানং " অর্থাৎ কর্ত্তা, অধিকরণ (আধার), সাধন (করণ), কর্ম্ম—এই সকল তিনি নিজে স্বয়ংই, এই অর্থ (অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেতে নিজের দ্বারা নিজেকেই সৃজন, পালন ও সংহার করেন।) ; এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে শ্রী ভগবান তো মায়ার দ্বারা সৃজন করিয়া থাকেন তাহলে এক্ষেত্রে এরূপ উক্তির সাথে সঙ্গতি কী হইবে ? তো সমাধান হলো মায়াও শ্রী ভগবানেরই বহিরঙ্গ শক্তি হওয়ার কারণে তাহার সত্তাতেই সত্তাবান তাই মায়ার পৃথক অস্তিত্ব নেই তাই এরূপ কথিত হইয়াছে ; যে শ্রী ভগবানই সব কিছু করিয়া থাকেন ; সুতরাং মায়া শক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মা উপাদান কারণ এবং শুদ্ধ পরমাত্মা নিমিত্ত কারণ এই বিশ্বের ইহাই বুঝিতে হইবে ; এতদ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিতেছি ;

" পট্টবচ্ছ "

অর্থাৎ যেমন তাতি বিভিন্ন রঙের সুত দিয়ে কাপড় বোনে তেমনি ; শুদ্ধ পরমাত্মা (নিমিত্ত কারণ) ; মায়া শক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মা (উপাদান কারণ) দ্বারা জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন ; এক্ষেত্রে রঙের অস্তিত্ব যেরূপ সুতো ছাড়া নেই তেমনি মায়া শক্তিও নিজের সত্তার জন্যে পরমাত্মার উপরে নির্ভরশীল ইহাই জ্ঞাতব্য ; যদি বলেন দৃষ্টান্ত দোষ হইতেছে কেন না এক্ষেত্রে উভয় কারনই পরমাত্মা ; কিন্তু উদাহরনে নিমিত্ত কারণ তাতী তো সেক্ষেত্রে উদাহরন শুধু বুঝানোর জন্যেই ব্যবহৃত ; সেক্ষেত্রে মাকড়শা অর্থাৎ উর্ন্ননাভির উদহারন দ্রষ্টব্য সে একই সাথে জালের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ ; এক্ষণে এই বিশ্ব কিরূপ তাহা বর্ণন করিতেছি ---

" এতৎ পদং তজ্জগদাত্মনঃ পরং সরুদ্বিভাতং সবিতুর্যথা প্রভা । যথাহসবো জাগ্রতি সুপ্তশক্তয়ো দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞান-ভিদাভ্রমাত্যয়ঃ "

সূর্যরশ্মি যেমন সূর্য্য হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ এই বিশ্বও পরমাত্মার পরম পদ অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন; (বস্তুতঃ এই বিশ্ব ভগবান্ হইতে একটী পৃথক্ তত্ত্ব নয়, তাঁহারই মায়া-শক্তির পরিণাম) । ইন্দ্রিয়গণ যেমন জাগ্রদাবস্থায় নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, আবার নিদ্রিতাবস্থায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনই সৃষ্টিকালে এই বিশ্ব ভগবান্ হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইন্দ্রিয়াদি পঞ্চভূতাত্মক এই দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হইলে ঐরূপ ভেদ-ভ্রমও তিরোহিত হয় ; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে এই জগৎ ভগবৎ স্বরূপই ; অজ্ঞানি ব্যক্তিই ইহাকে শ্রী ভগবান থেকে পৃথক মনে করিয়া থাকে ; যেরূপ স্বর্ণ ব্যবসায়ী কানের দুল ; গলার হার ইত্যাদিকে স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত জানিয়া স্বর্ণ হিসেবেই গ্রহণ করেন কিন্তু ক্রেতাগণ স্বর্ণ নির্মিত
গহনা গুলিকে নাম-রূপ জ্ঞানে গ্রহন করে অর্থাৎ যাহার কানের দুল পছন্দ সে গলার হার গ্রহন করেন না যদিও উভয়েই স্বর্ণ কিন্তু ক্রেতার কাছে উভয় পৃথক কেন না সে নাম রূপ দেখিতেছে ; এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য এই জাগতিক নাম রূপ কিন্তু মিথ্যা নহে ইহা অনিত্য কেন না যদি মিথ্যা হতো তাহলে ঘটাদি দিয়ে জল আনয়ন ইত্যাদি ব্যবহার সম্ভবই হতো না সুতরাং এই জগৎ সত্য কিন্তু অনিত্য তাই নাম রূপময় এই জগৎকে নিত্য ভগবানের কার্য বলিয়াই গ্রহন করা উচিত ; ভগবান্ হতে পৃথক জ্ঞানে নহে ; এক্ষণে এই বিশ্বের কিরূপে সৃজন হয় তাহা বর্ণন করিতেছি ; শ্রী ভগবানের বহিরঙ্গ মায়া শক্তির দুইটি অংশ ; যথা : একটি নিমিত্ত অংশ ইহাই কাল এবং কর্ম ; ইহাকে জীব মায়াও বলা হইয়াছে বহু জায়গায় ; অপর অংশটি হলো উপাদান অংশ অর্থাৎ প্রকৃতি বা গুন মায়া এই প্রকৃতি

থেকেই জগৎ সৃজন হইয়া থাকে পুরুষের বিক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ পুরুষের বিক্ষনের কারণে ইহার গুণের সাম্য অবস্থা নষ্ট হইলে ইহা হইতে মহৎ তত্ব বেরিয়ে আসে এবং তাহা থেকে অহংকার বেরিয়ে আসিয়া থাকে ; এই অহংকার (ক) বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক ; (খ) রাজসিক এবং (গ) তামসিক ভেদে ; তিন প্রকার |

(ক) ইহার মধ্যে সাত্ত্বিক অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা সকল এবং মন উৎপন্ন হয়

(খ) রাজস অহংকার হইতে দশটি বাহ্য ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু; কর্ন ; নাসিকা ; জিহ্বা ও ত্বক) এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত ; পদ; পায়ু ; উপস্থ ও বাক) উৎপন্ন হয় |

(গ) তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্রা এবং পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে; শ্রুতিতে উল্লেখ রয়েছে

" তস্মাদ্বায়ে এতস্মাদ আত্মন আকাশ সম্ভূত "

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইলো ; আবার অন্য এক জাগায় শ্রুতিতে পাই

" তস্মাদহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যা ভূতানীতি "

অর্থাৎ অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রা এবং তাহার থেকে আকাশ আদী ভূত উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং এক্ষেত্রে সমাধান হলো ব্রহ্ম থেকে পূর্ব বর্ণিত প্রকৃতি আদী ক্রমে ক্রমে অহংকার জাত হইয়া তাহার মধ্যে তামোস অহংকার থেকে পূর্বে শব্দ তন্মাত্রা জাত হয় ইহার পর তাহার থেকে আকাশ জাত হয় ইহার পর আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শ তন্মাত্র তাহা হইতে বায়ু, বায়ু হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ তন্মাত্র তাহা হইতে তেজঃ অর্থাৎ অগ্নি , তেজঃ হইতে শব্দস্পর্শরূপরস তন্মাত্র তাহা হইতে জল, জল হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ তন্মাত্র, তাহা হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে; এক্ষণে নামরূপময় সমষ্টি ও ব্যাষ্টী জগতের সৃষ্টি বর্ণন করিব ; শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ---

" যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্মাণে ন শেকুর ব্রহ্মবিত্তম । তদা সংহত্য চান্যোহ্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।সদসৎমুপাদায় চোভয়ং সহজুহ দঃ "

অর্থাৎ হে ব্রহ্মবিত্তম নারদ, এই সকল ভূতেন্দ্রিয় প্রভৃতি তত্ত্ব পূর্ব্বে অমিলিত ছিল বলিয়া শরীর-নির্মাণে সমর্থ হয় নাই। তদনন্তর ভগবানের সংযোগকারিণী শক্তি ঐ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে যোজিত করিলে উহারা পরস্পর যুক্ত হইয়া মুখ্য ও গৌণ ভাব অঙ্গীকার করতঃ সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে ; ইহার যুক্ত কিরূপে হইলো তাহা বলিতেছি ; পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে সেই শ্রীহরি প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সেই পাচটি অর্ধাংশকে একদিকে পৃথক রাখিলেন, আর অপর পাচটি অর্ধাংশকে অন্য স্থানে রাখিলেন। পরে দ্বিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের পাঁচ খণ্ডকে পুনরায় প্রত্যেককে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, অতঃপর চতুর্ধা বিভক্ত সেই পাচটি অর্থের এক একটি অংশ লইয়া মুখ্য অর্ধাংশে (মুখ্য অর্থে) যোগ করিয়া সেই দেব (শ্রীহরি) পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ দেখিলেন ; এই পঞ্চিকৃত হইয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন হইয়াছে | (এই পঞ্চিকরন প্রক্রিয়া শ্রুতির মধ্যে ত্রিবৃৎকরন রূপে বর্ণিত হইয়াছে) ; শ্রুতিতে উল্লেখ রয়েছে

" যৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ দ্রব্যং তদাপো যদুষ্ণং তত্তেজ "

অর্থাৎ জীবের শরীর সমূহে মাংস আদী পৃথিবীর কার্য ; রক্ত আদী জলের কার্য ; অস্থি আদী অগ্নির কার্য ; এরূপই জ্ঞাতব্য ; এই ভাবে বিশ্বের সৃষ্টি বর্ণিত হইলো ; এক্ষণে বিশ্বের প্রলয় বর্ণন করিতেছি; ইহা দুই প্রকার ; নৈমিত্তিক প্রলয় এবং প্রাকৃত প্রলয় ; এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি অনুযায়ী নৈমিত্তিক প্রলয় বর্ণন করিতেছি

" তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা । ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বক্ শেতেহনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ "

পূর্ব্বোক্ত কল্পরূপ ব্রাহ্মদিবাকালের (ব্রহ্মার এক দিন) অবসানে তাবৎপরিমিতকাল ব্রহ্মার রাত্রিরূপে উক্ত হইয়াছে, উহাই প্রলয়কাল, তৎকালে স্বর্গাদি লোকত্রয় প্রলয়যোগ্য হইয়া থাকে ; তৎকালে অনন্তাসনস্থিত বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ

বিশ্বকে আত্মমধ্যে সংহার পূর্বক অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। তখন ব্রহ্মাও তাঁহার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়া থাকেন। ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয়রূপে কথিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত প্রলয় হইলো

" দ্বিপরার্দ্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পতে প্রলয়ায় বৈ এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে। অণ্ডকোষস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে "

পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত আয়ুষ্কাল অতীত হইলে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতি প্রলয়যোগ্য হইয়া থাকে ; হে রাজন! এই কাল প্রাকৃতিক প্রলয় নামে অভিহিত। এই সময়ে কালকর্তৃক বিঘাতক কারণ উপস্থাপিত হইলে ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এতদ প্রসঙ্গে আরো পাই শ্রীমদ্ভাগবতে ; অনন্তর তেজঃ জলের রসগুণ হরণ করিলে নীরস জল প্রলয়যোগ্য হইয়া থাকে। অতঃপর বায়ু তেজের রূপ-গুণ হরণ করিলে রূপরহিত তেজঃ বায়ুমধ্যে প্রলীন হয়। তখন আকাশ বায়ুর স্পর্শগুণ হরণ করিলে স্পর্শহীন বায়ু আকাশে লয় প্রাপ্ত হয় । অনন্তর তামস অহঙ্কার আকাশের শব্দগুণ হরণ করিলে নিঃশব্দ আকাশ তামস অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকে। এইরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণকে এবং রাজস অহঙ্কার ইন্দ্রিয়গণকে গ্রাস করিলে মহত্তত্ত্ব নিজ নিজ বৃত্তি সহিত পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অহঙ্কারকে গ্রাস করিয়া থাকে অতঃপর সত্ত্বাদিগুণত্রয় মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করিলে অব্যাকৃত প্রকৃতি গুণত্রয়কে গ্রাস করিয়া থাকে। উহা স্বয়ং অনাদি, অনন্ত, সূক্ষ্ম, সর্ব্বদা, তুল্যরূপবিশিষ্ট, অব্যয় এবং জগৎ-কারণস্বরূপ। অহোরাত্রাদি কালাংশদ্বারা তাহার পরিণামাদি বিকার উৎপন্ন হয় না ; এই প্রকৃতি সেই শ্রী ভগবানের মায়া শক্তিরই উপাদান অংশ ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং এইভাবেই বিশ্বের প্রলয় হইয়া থাকে ; পূর্বে শ্রী ভগবান কিরূপে বিজাতীয় মায়িক গুন সমুহ স্বীকার করিয়া সৃষ্টি আদী করিয়া থাকেন তাহা বর্ণন করা হইয়াছে এক্ষণে শ্রী ভগবানের স্বরূপানুবন্ধি অর্থাৎ সজাতিয় গুন সমুহ বা বিশেষ আলোচিত হইতেছে ; বিশেষ বলিতে কি বুঝায় তাহা আগে জানা আবশ্যক ; ভেদের অভাবে অর্থাৎ অভেদের মধ্যেও যাহা ভেদের প্রতিনিধি তাহাই বিশেষ ; যেমন অতীত কাল বা পূর্ব কাল এক্ষেত্রে কালই অবচ্ছেদ্য এবং কালই অবচ্ছেদক ; অর্থাৎ এক অবিচ্ছিন্ন কালেই বিচ্ছিন্নতার এই যে প্রতিনিধিত্ব ইহাই বিশেষ হিসেবে জ্ঞাতব্য ; সুতরাং এইভাবেই শ্রী ভগবানই গুন এবং গুণী অর্থাৎ বিশেষ্য এবং বিশেষন রূপে অবস্থান করিতেছেন ; অদ্বৈতবাদীগন বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্ম বাস্তবে কেবল নির্বিশেষ এবং বিশেষ বা গুন সবই মায়িক ; ইহা সঠিক সিদ্ধান্ত নহে কেন না শ্রী ভগবানের এসকল গুন মায়িক হইতে পারে না কেন না তিনি নিজেই গুণ-গুণী রূপে অবস্থান করিতেছেন এবং ইহা কিভাবে হয় তাহা পূর্বেই উদাহরন দ্বারা বুঝানো হইয়াছে ; শ্রুতিতে পাওয়া যায়

" সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম "

এখানে অদ্বৈতবাদী গণ এই শব্দ গুলির পর্য্যায়বাচক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই ব্যাখ্যা যুক্তি সঙ্গত নহে কেন না " সত্য " ; " জ্ঞান " ; " অনন্ত " ইত্যাদি শব্দ পর্য্যায়বাচি বা সমার্থক নহে অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের জন্যে তরু ; বিটপ; গাছ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা যায় কেন না এসকল শব্দ পর্য্যায়বাচি বা সমার্থক কিন্তু সত্য ; জ্ঞান ইত্যাদি শব্দ সমার্থক নহে তাই এসকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দ যখন শ্রুতি ব্রহ্মের জন্যে প্রয়োগ করিতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে ইহা বিশেষ হিসেবেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; বিশেষের কাজই হলো একই বস্তুকে গুন-গুণী রূপে প্রকাশিত করা এবং অপর্য্যায়তা সম্পাদন করা ; সুতরাং জ্ঞানাদি এসকল শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞান বিশিষ্ট উভয় ভাবেই জ্ঞাতব্য ; এবং এইভাবেই সত্যত্ব এবং জ্ঞানত্ব ইত্যাদি ব্রহ্মধর্মের মধ্যে পর্য্যায়তা না আসায় কোন দোষ আসে না নতুবা পর্য্যায়বাচি ব্যাখ্যা করিলে এগুলি সমার্থক না হওয়ায় দোষ আসিয়া পরে ; আর তাহার সাথে ব্রহ্মই ধর্ম এবং ধর্মী হওয়ায় এগুলিতে অত্যন্ত পৃথকতাও অর্থাৎ দ্বৈততাও আসে না ; অনেকে এই বিশেষকে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে ; কেন না ইহা আসলে রজ্জু এরূপ জ্ঞান হইবার পর সর্প ভ্রমের বাধ হইয়া থাকে অর্থাৎ ভ্রম আর থাকে না কিন্তু আমরা যখন বর্তমান কাল বলি তখন বর্তমান কালো কালই এরূপ জ্ঞান হইবার পরও ইহা হে বর্তমান কাল এই জ্ঞানের বাঁধ হয় না ; তাই ইহা সঙ্গত নহে ; কেউ কেউ আবার বলিয়া থাকেন যে " এই বালকটি সিংহ " এক্ষেত্রে যেমন বালকটি বাস্তবে সিংহ নয় ইহাতে কেবল সিংহের পরাক্রম আদী গুন বালকে আরোপিত সেরূপ বিশেষ হলো আরোপ ; ইহাও বলিতে পারো না কেন না ইহা দুইটি ভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রেই সম্ভব ; আমরা যখন বলি " সত্তা আছে " অর্থাৎ সত্তার সত্তা রয়েছে এক্ষেত্রে সত্তা সত্তা হইতে ভিন্ন নহে ; যেমন বালক সিংহ হইতে ভিন্ন সেরূপ ব্যাবহার এখানে নেই ; এছাড়া সত্তার ধর্ম " আছে " তে আরোপ ইহাও কখনো হয় না ; কেউ কেউ আবার বলেন যে সত্তার সত্তা রয়েছে অর্থাৎ সত্তা নিজের সত্তার জন্যে অপর কোন সত্তার উপর নির্ভরশীল ; আবার সেই সত্তা নিজের সত্তার জন্যে অন্য কোন এক সত্তার উপর নির্ভরশীল হইবে তো সেক্ষেত্রে এইভাবে অনাবস্থা দোষ আসিয়া পরে ; তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না বিশেষ নিজেই নিজের নির্বাহক হইয়া থাকে অর্থাৎ কারো উপর নির্ভরশীল নহে ইহা বস্তু

ভিন্ন ধর্মীগ্রাহক ন্যায়ে সিদ্ধ হয় | কেউ কেউ পুনরায় বলেন যে " সত্তা আছে " এক্ষেত্রে " সত্তা " এবং " আছে " উভয়বত ব্যবহার হইতেছে তো এক্ষেত্রে ইহাকে সত্তার স্বভাব বলিব ; বিশেষ স্বীকার করি না তো এক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি নেই কেন না তোমরা যাহাকে স্বভাব বলিতেছ আমরা তাহাকেই বিশেষ বলিতেছি ; তাই ইহা বলিয়া তোমরা বিশেষকেই স্বীকৃতি দিতেছ; সুতরাং ভেদহীন শ্রী ভগবানে ভেদের প্রতিনিধি বিশেষ অবশ্যই স্বীকার্য ; শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে

" যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ "

তার সর্বজ্ঞতাদি গুন রহিয়াছে ; অর্থাৎ শ্রী ভগাবানে বিশেষ রয়েছে কিন্তু ইহাকে অদ্বৈতবাদীগণ আবার অনুবাদ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু ইহা অনুবাদ নহে তাহাই এক্ষণে ব্যাখ্যা করিতেছি ; মীমাংসা দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রুতির পাঁচ প্রকার ভেদের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি হলো অর্থবাদ যাহা স্তুতিপর অথবা নিন্দাপর হইয়া থাকে এবং এভাবেই বিধি এবং নিষেধের অনুগত হয় ; ইহা আবার তিন প্রকার; গুনবাদ; ভূতার্থবাদ এবং অনুবাদ ; ইহার মধ্যে এই অনুবাদ হলো সেই শ্রুতি বাক্য সমূহ যাহাকে শ্রুতির সাথে সাথে পুনরায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও অবগত হওয়া যায় ; যেমন : “ আগ্নহিমশ্যভেষজম ” অর্থাৎ হিমের ঔষধ অগ্নি ; এই বাক্যের বিষয়টা প্রত্যক্ষদ্বারাও অবগত হওয়া যাইতেছে ; কেন না অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলে শীত দুর হয় | তো ইহা থেকেই বুঝা যায় ব্রহ্মের ধর্ম বাচক শ্রুতি অনুবাদ নহে কেন না তাহা প্রত্যক্ষ প্রমানের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না; কেবল শ্রুতিই তাহার বাচক ; সুতরাং পূর্বোক্ত শ্লোকে যে ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে তাহার দ্বারাই ব্রহ্মের বিশেষ সিদ্ধ হইলো ; কেউ কেউ আবার ব্রহ্মের গুন মাত্রকেই বিজাতীয় অর্থাৎ মায়িক বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলে তো সে প্রসঙ্গে শ্রুতিতে পাই

" এবং ধর্মান পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি "

পর্ব্বতে পতিত বৃষ্টির জল দুর্গে অর্থাৎ নিম্নস্থানে গমন করে,সেইরূপ ব্রহ্মধর্ম্ম সমূহকে, যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেখে, সে জীবও নিম্নে গমন করে অর্থাৎ অধোগামী হয়। এখানে “ব্রহ্মধর্ম্মান” অর্থাৎ ব্রহ্মের ধর্ম্ম সমূহ কেন না বহুবচন রহিয়াছে এবং এই প্রকার ভেদ ব্যবহারসূচক উক্তি করিয়া তার ভেদ নিষেধ করা হইল অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে তাহা ব্রহ্মের স্বরুপানুবন্ধী সুতরাং মায়ীক নহে | ব্রহ্ম সূত্রেও উক্ত হইয়াছে

" প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ "

যেরূপ সূর্য নিজে প্রকাশ স্বরূপ আবার সেই প্রকাশের আশ্রয়ও অর্থাৎ ধর্ম-ধর্মী ভাব বা বিশেষ এই রকমই ব্রহ্মেও ধর্ম-ধর্মী ভাব জ্ঞাতব্য | এক্ষণে শ্রী ভগবানের গুনাবলী নিরূপণ করিতেছি ; শ্রীমদ্ভাগবতে পাই

" সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্ । শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ । স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দ বমেব চ প্রাগভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ । গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তিমানোঽনহঙ্ক তিঃ এতে চান্যে চ ভগবন, নিত্যা যন্ত্র মহাগুণাঃ । প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভিন বিয়ন্তি সম কহিচিৎ তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্। শোচামি রহিতং লোকং পামনা কলিনেক্ষিতম্ "

যথার্থভাষণ, শুদ্ধত্ব, পরদুঃখে কাতরতা, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তসংযম, বদান্যতা, স্বতঃতৃপ্তি, সরলতা, মনের নৈশ্চল্য, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা, স্বধর্ম্ম, শত্রুমিত্রাদিতে সমবুদ্ধি, পরের অপরাধ সহন, লাভাদিতে ঔদাসীন্য, শাস্ত্রবিচার। পঞ্চবিজ্ঞান, বিতৃষ্ণা, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, কর্ত্তব্যার্থ-অনুসন্ধান, অপরাধীনতা, ক্রিয়ানিপুণতা, কান্তি, ধৈর্য ; কোমলতা । প্রতিভাতিশয়, বিনয়, সুস্বভাব, মনের পটুতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, কর্মেন্দ্রিয়ের পটুতা, ভোগাস্পদত্ব, গাম্ভীর্য্য, অচঞ্চলতা, শ্রদ্ধা, যশ, পূজ্যত্ব, গর্ব্বাভাব । হে ভগবন, মহত্ত্বাভিলাষী সাধুদিগের বাঞ্ছিত, এই সকল এবং অন্যান্য মহৎ গুণ সকল যাঁহাতে নিত্য অক্ষয় হইয়া বর্ত্তমান । সেই সর্ব্বগুণাশ্রয় শ্রীনিবাস হরি সম্প্রতি লোক সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, পাপাত্মা কলির দৃষ্টিদ্বারা অভিভূত লোক সকলের জন্যই আমি শোক করিতেছি ; এখানে শ্রী ভগবানের স্বরুপানুবন্ধী নিত্য অপ্রাকৃত গুন সকল বর্ণিত হইয়াছে ; শ্রী ভগবানের অপ্রাকৃত গুন সকল বিষয়ে বিচার করিয়া ; এক্ষণে শ্রী ভগবানের মায়া হইতে ভিন্ন পরাশক্তি অর্থাৎ যোগমায়ার বর্ণন করিতেছি ; যোগমায়া বিষয়েও অনেকে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলেন

" নেহ নানাস্তী কিঞ্চন "

অর্থাৎ নানা বস্তু কিছু নেই কেবল ব্রহ্মই আছেন ইহার দ্বারা যোগমায়ারও নিষেধ করা হলো অর্থাৎ তাহাও ব্রহ্মে অধ্যস্ত; কিন্তু ইহা সঠিক নহে কেন না উপরোক্ত শ্রুতি কেবল ব্রহ্মের বিজাতীয় বস্তুরই নিষেধ করিতেছে ; তাহার সজাতীয় যে যোগমায়া তাহার নিষেধ করে নাই ; এইরূপ অর্থ না করিলে 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন " না বলিয়া 'কিঞ্চিদপি নাস্তি' এইরূপ শ্রুতি বলিতেন ; ইহাই অভিপ্রায় ; স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে

" অপরন্তক্ষরং যা সা প্রকৃতি জড়- রূপিণী। শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুসংশ্রয় "

অপর আর একটা অক্ষর আছে যাহা জড়-রূপা প্রকৃতি। আর চেতনরূপা যে প্রকৃতি তিনি বিষ্ণুসংশ্রয়া এবং পরা তিনিই শ্রী ; এখানে যোগমায়া শ্রী পরাশক্তি হিসেবে বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাহাকে বিজাতীয় জড়ো মায়া হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে এবং শ্রী বিষ্ণুসংশ্রয়া রূপে কীর্তিত হইয়াছেন ; এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই যোগমায়া রূপী শ্রী কী জীবতত্ব ? তো সেক্ষেত্রে ব্রহ্ম সূত্রে উক্ত হইয়াছে

" কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ "

এই সূত্র মধ্যস্থ " আয় " পদের দ্বারা ব্যাপ্তি অর্থাৎ বিভূত্ব এবং " তন " পদের দ্বারা ভক্তকে মোক্ষানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন ইহা উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং যিনি বিভু এবং মোক্ষানন্দ প্রদানে সক্ষম তিনি জীব নহেন ; এছাড়া " তত্র " অর্থাৎ প্রাকৃত সম্পর্ক রোহিত পরমধামে পরমেশ্বরের কামাদি বিস্তার করিয়া থাকেন ইহাও উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে দুইটি প্রশ্নোদয় হইতে পারে ; যথা প্রথম প্রশ্ন হইতে পারে ইনি নিত্য কিংবা অনিত্য ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতে পারে যে শ্রী যদি বিভু হয় সেক্ষেত্রে হরি পরিছিন্ন হইয়া পরিবেন এবং যদি উভয়কে বিভু স্বীকার করা হয় তবে দুই ঈশ্বর প্রসঙ্গ আসিয়া পরিবে তো সেক্ষেত্রে সমাধান কি ? তো শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ পাই

" নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম "

এই স্থানে শ্রীকে নিত্য বলা হইয়াছে সুতরাং তিনি নিত্য এবং " অনপায়িনী " শব্দে হরি এবং শ্রীর অভিন্নতা সিদ্ধ হইলো অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টান্তদার্ষ্টন্তিক ভাব নিষেধ হইতেছে ; সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত বিশেষের বিচারে যেরূপ ধর্ম-ধর্মী ভাব ছিল সেরূপ এক্ষেত্রে শক্তি-শক্তিমান ভাব যথাক্রমে শ্রী এবং হরিতে বুঝিতে হইবে (" পরাশ্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী " ; ইত্যাদি শ্রুতি অনুযায়ী ইহা অগ্নির যেরূপ স্বাভাবিক দাহিকা শক্তি রয়েছে সেরূপ ব্রহ্মের পরাশক্তি) এবং এভাবেই শ্রী বিভু হইয়াও হরি হইতে অভিন্ন হওয়ার কারণে দ্বিতীয় ঈশ্বর প্রসঙ্গ আসিবে না ; এইভাবেই শ্রী ; হরির অচিন্ত্য শক্তি হইবার কারণে তাহার সহিত অভিন্ন বলিয়া নিত্য এবং বিভু হয়েন এবং জীব হিসেবে বিবেচিত হয়েন না ; এক্ষণে আরেকটি প্রশ্ন যে শ্রী যদি হরির সহিত অভিন্ন হয়েন তাহলে শ্রীর হরিভক্তি করিবার প্রয়োজন কী ? তো সেক্ষেত্রে উত্তর হইলো যে হরি যেহুতু শ্রী রূপী শক্তির শক্তিমান অর্থাৎ আশ্রয় এবং তাহার সাথে তাহাতে নিখিল গুন থাকিবার কারণে আদরবশত ইনি হরির ভক্তি করিয়া থাকেন ; ইহার প্রমাণ শ্রুতিতে রহিয়াছে

" শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চপত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণিরূপম্ অশ্বিনৌ ব্যাত্তমিষ্ণন্নিষাণামুম্মইষাণ সর্ব্বলোকং ময়ীযাণ "

ব্রহ্ম সূত্রেও পাই ,

" আদরালোপঃ "

এক্ষণে আরো একটি প্রশ্ন হইতেছে পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই শ্রী ; হরির কামাদি বিস্তার করিয়া থাকে ; পূর্নকাম শ্রী হরিতে কি প্রকারে কাম আসিতে পারে ? তো ইহার উত্তর অথর্বশিরা উপনিষদে দেওয়া হইয়াছে

“যো হ বৈ তু কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি ”

অর্থাৎ দেব, মনুষ্যাদি ভোগ্য বস্তুর ভোগাকাঙ্ক্ষী যে প্রাণিসমূহ কাম-নিপীড়িত হইয়া রূপরসাদি ভোগ্যবিষয় ভোগ করিতে চাহে, তাহার নাম কামী, আর যিনি কামতুল্য, স্বরূপভূত শ্রী-বিষয়ক প্রেমাধীন হইয়া শ্রীগত রূপস্পর্শাদি কামনা করেন, সেই শ্রীহরি অকামী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-কামী হইতে স্বতন্ত্র, অথর্ব্বশিরা উপনিষদে সেই প্রকার কামের

কথা বলা আছে। যদি বল, কামনার অভাবে কামী হয় কিরূপে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অকামেন' এই পদে নঞের অর্থ সাদৃশ্য, অর্থাৎ কামতুল্য— প্রেমবশতঃ ; অর্থাৎ যেহুতু শ্রী এবং তাহার বিলাস ইত্যাদি হরি হইতে ভিন্ন নহে তারই আত্মভূত এবং সজাতীয় তাই ইহার রূপ স্পর্শ ইত্যাদি কামনায় হরি অকামীই থাকেন ; আর এইভাবেই হরি পূর্নকাম হইয়াও তাহার কামাদি বিস্তার সম্ভব হইয়া থাকে ; আপত্তি হইতেছে শ্রী দেবীর সাথে রমমান হরিতে তাহলে আনন্দাতিশয় কিরূপে হয় ? তো সেক্ষেত্রে যেরূপ নব যুবক নিজ রূপ এবং শরীর দেখিয়া খুশি হইয়া থাকে ; সেই রকমই নিজের আত্মভূত শ্রী দেবীকে দেখিয়া হরির আনন্দাতিশয় হইয়া থাকে ; এক্ষণে এই শ্রী দেবীর শ্রুতি হইতে বর্ণন করিতেছি ;

" গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে ... দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ "

শ্রুতি অনুযায়ী গোকুলে হরির দুই পার্শ্বে বিদ্যমান শ্রীমতী রাধিকা এবং চন্দ্রাবলী; ইহারা সেই পরাশক্তি শ্রীই ; আরো পাই শ্রুতিতে

" যশ্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তি ”

অর্থাৎ লক্ষ্মী ; দুর্গা ইত্যাদি অন্যান্য দেবীগণ এই শ্রীমতী রাধিকার স্বাংশ ; আরো উল্লেখ্য বিষ্ণু পুরাণে

“ হলাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ববসংস্থিতৌ । হলাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ”

অর্থাৎ হে ভগবন্! সর্ব্বসংস্থিতি স্বরূপ তোমাতে আহলাদিনী ; সন্ধিনী (সত্তা) সম্বিৎ (জ্ঞান) রূপিণী একটী অব্যভিচারিণী শক্তি আছে। প্রাকৃত গুণরহিত তোমাতে হলাদকরী তাপকারী এবং মিশ্রারূপা মায়াশক্তি নাই। উক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যে এক পরাশক্তিকেই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ এ্যাত্মিকা বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ তিনটির মধ্যে যখন একটি মুখ্য হয় এবং বাকি দুটি গৌণ হইয়া প্রকাশিত হয় তখন এই পরাশক্তিকে মুখ্য ভাবে প্রকাশিত সেই শক্তির নামেই অভিহিত করা হইয়া থাকে ; এতদ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে স্বয়ম পরম সদ্রুপ হরি যে শক্তির দ্বারা নিজে সত্তাবান হন এবং অন্যেরও সত্তা রক্ষা করেন তাহা সন্ধিনি ; যাহার দ্বারা জ্ঞান রূপ হরি নিজে সর্বজ্ঞ হন এবং অন্যকেও সর্বজ্ঞ করিয়া থাকেন তাহায় সম্বিত এবং আনন্দ রূপ হরি যে শক্তির দ্বারা নিজে আনন্দিত হয়েন এবং অন্যকেও আনন্দ দিয়া থাকেন তাহা আলহাদিনি শক্তি ; যেহেতু আমাদের বুদ্ধি মায়িক তাই তাহার দ্বারা কেবল মায়ার কার্যই গম্য ; যোগমায়া বা তাহার কার্য অগম্য ; এইভাবে সংক্ষেপে যোগমায়া বা অন্তরঙ্গ পরাশক্তি বিষয়ে আলোচনা করিলাম এই শক্তি নিত্য তাই ইহার কার্যও নিত্য হইবে এক্ষণে ইহার কার্য সমুহ বিষয়ে আলোচনা করিব ; প্রথমত শ্রী ভগবানের পরম ধাম বিষয়ে আলোচনা করতেছি ; শ্রুতিতে পাই

" যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ যস্যৈষ মহিমা ভুবি সংবভূব দিব্যে ব্রহ্ম পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ "

এখানে ব্রহ্মপুরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ; কেউ কেউ বলেন এই – সংব্যোম-শব্দবাচ্য 'ব্রহ্মপুর' বলিতে ব্রহ্মের মহিমাই যেহেতু সামর্থ্য-ঐশ্বর্য্য এই পর্য্যায়ভুক্ত মহিমন্-শব্দ, আবার কেউ কেউ বলেন ব্রহ্মপুর-শব্দে বিচিত্র প্রাসাদ (রাজ অট্টালিকা), গোপুর ; প্রাকার (প্রাচীর) প্রভৃতি স্বরূপ-বিশিষ্ট মায়িক বা ভৌতিক পুরবিশেষ ; এক্ষেত্রে সমাধান ব্রহ্ম সূত্রে করা হইয়াছে

" অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ "

স্বাত্মনঃ—স্বভক্তের, অন্তরা— সংব্যোমাত্মক পুরমধ্যে, ভূতগ্রামবৎ —ব্রহ্মাত্মক হইলেও পৃথিব্যাদি নির্ম্মিত বস্তুসমূহের মত সমস্ত পদার্থ তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; সুতরাং ইহাকে মহিমা বলা যায় না আর ইহা পঞ্চভৌতিক নহে কেন না শ্রুতিতে দিব্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; আর তাই এই সূত্রেও " ভূতগ্রামবৎ " বলা হইয়াছে অর্থাৎ পৃথিবী আদী ভুত নির্মিত গ্রামাদির ন্যায় ; " বৎ " শব্দে ইহাই অভিপ্রায় ; সুতরাং ব্রহ্মাত্মক পুর হিসেবেই জ্ঞাতব্য ; যদি বলো ইহাতে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতৃভেদোক্তির অসঙ্গতি হয়, তো না তাহা বলিতে পারো না কারণ অন্য উপদেশের মত ইহারও সঙ্গতি আছে। তাহা কি? 'আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যেমন আনন্দ ও ব্রহ্মের অভেদসত্ত্বেও বিশেষ ধর্ম্মহিসাবে ভেদোক্তি যুক্তিযুক্ত হয়, সেইরূপ এইস্থলেও জানিবে ; শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবৎ ধাম বিষয়ে উক্ত হইয়াছে

" প্রবর্ত্ততে যন্ত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যন্ত্র মায়া কিমুতাপরে হরে- রনুব্রতা যন্ত্র সুরাসুরাচ্চিতাঃ "

সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদি ত' দূরের কথা, সেস্থানে লৌকিক সুখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎ পার্ষদগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন ; সুতরাং মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সকল অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী পার করে সেই অপ্রাকৃত ভগবৎ ধাম অবস্থিত; এই ভগবৎ ধাম সন্ধীনি নাম্নী পরাশক্তির কার্য হিসেবেই জ্ঞাতব্য ; আরো উল্লেখ্য

" অধ্যহঁণীয়াসনমাস্থিতং পরং রতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ। যুতং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাঞ্চবৈঃ স্বএব ধামন রমমাণমীশ্বরম্ "

সেই পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট, তিনি চারি , ষোড়শ ও পঞ্চশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত (ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটি অন্তরঙ্গ শক্তি, চণ্ড, প্রচণ্ড, ভদ্র, সুভদ্র প্রভৃতি ষোলটি বহিরঙ্গ শক্তি এবং কূর্ম্ম, অনন্ত ও গরুড় প্রভৃতি পাঁচটি সমীপস্থিত শক্তি—এই পঁচিশটি শক্তিদ্বারা যিনি বেষ্টিত থাকেন) এবং স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যাদি-শক্তিযুক্ত। যোগিগণ কখনও কখনও ভগবৎপ্রসাদলেশ হইতেই সেই সকল অনিমাদি শক্তির আভাসমাত্র লাভ করেন। তিনি নিজস্বরূপভূত ধামেই নিত্য রমমাণ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ; এখানে নিত্য রমোমান বলিবার মাধ্যমে ধামের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলো ; এক্ষণে শ্রীভগবানের রূপ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতেছি ; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ "

অর্থাৎ সেই শ্রী কৃষ্ণের বিগ্রহ মায়ীক নহে ইহা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; কিন্তু এক্ষনে একটি সংশয় যে তিনি কী বিগ্রহধারি বা বিগ্রহবিশিষ্ট ? কেন না শ্রুতিতে বহুব্রিহী সমাসের বোধ হইতেছে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যাহার ; তো না এই সংশয় করিও না কেন ব্রহ্ম সূত্রে পাই

" অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ "

যে " অরূপবৎ " অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ ; " এব " শব্দ পূর্বোক্ত যুক্তি খণ্ডনের জন্যে প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ কি ? " তৎপ্রধানত্বাৎ " যেহেতু রূপই প্রধান তাহাই তাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ ; সুতরাং এখানে কর্মধারায় জানিবে অর্থাৎ যাহা রূপ তাহাই তিনি ; এতদ প্রসঙ্গে স্মৃতি প্রমাণ

“ দেহদেহিভিদ চৈব নেশ্বরে বিদ্যুতে ক্বচিৎ ”

ইত্যাদি কুর্ম পুরান বাক্য অনুযায়ী ; জীবের যেমন দেহ-দেহীর ভেদ আছে সেরূপ শ্রীভগবানের দেহ-দেহী রূপী ভেদ নাই অর্থাৎ তিনি নিজেই দেহ এবং নিজেই দেহী; অর্থাৎ স্বগত ভেদ বিহীন ; সুতরাং তিনি বিগ্রহধারী নহেন ; তিনিই বিগ্রহ ; আর ইহা মায়িক নহে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; সংশয় হইতেছে— শ্রীভগবানের স্বরূপ—জ্ঞান-আনন্দময়, ইহা চিন্তন করিলেই তাহার দ্বারা তদবিরুদ্ধ জড়দুঃখময়ী প্রকৃতি নিবৃত্ত হইবে, তবে আবার জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের বিগ্রহত্বের কি প্রয়োজন ? তো সেক্ষেত্রে ব্রহ্ম সূত্রে পাই

" প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থম "

অর্থাৎ যখন আমরা বলি যে " বিরহী প্রেয়সী নিজ প্রিয়তমের স্মরণ করিতেছে " তো সেক্ষেত্রে প্রিয়তমের স্মরণ বলিতে প্রিয়তমের রুপের ধ্যান করাই বুঝানো হইয়া থাকে ; তো সেই জন্যে ধ্যানের উপযোগিতা নিবন্ধন হিসেবে অবশ্যই বিগ্রহ স্বীকার্য ; নতুবা উৎকৃষ্ট ভাবে ধ্যান সম্ভব হয় না ; শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন

“ সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাস্বর। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম ”

প্রস্ফুটিত পুণ্ডরীকের মত তাঁহার চক্ষুঃ, মেঘের মত নীলকান্তি, বিদ্যুতের ন্যায় পীত বস্ত্র, দুই হস্ত, তিনি মৌনমুদ্রাসম্পন্ন, বনমালী, ঈশ্বর ; এইরূপ নিত্য বিগ্রহ স্বরূপ শ্যামসুন্দরের ধ্যান করিবে ; যদি রূপের নিত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং

বলেন যে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে

" যয়াহরড বো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ । কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীণিতুঃ সমম্ "

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে যেমন দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়া হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও লোকদৃষ্টিতে তাঁর যাদবশরীরের মাধ্যমে ভূভার হরণ করলেন, অবশেষে সেই যাদবশরীরও পরিত্যাগ করিলেন ; অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিগ্রহ অনিত্য এরূপ জ্ঞান হইতেছে ; তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না এরূপ ব্যাখ্যা করিলে বিরোধ হইয়া পরে একাদশ স্কন্ধের " লোকাভিরাম " ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গে ; তাই ইহার ব্যাখ্যা পরিত্যাগ বলিতে দান অর্থে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থিত নিজ পার্ষদদের দান অর্থেই বুঝিতে হইবে; ইহার পরবর্তী শ্লোক সমূহও এতদ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য (যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাৎ যথা নটঃ) এখানে শ্লেষোক্তিতে— 'জহ্যাৎ', ইহা হা ধাতুর (হা+লট্ তি=জহাতি) ত্যাগ অর্থ বলিয়া এবং ত্যাগ বলিতে দানার্থ-হেতু, সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যায় যুক্তিসঙ্গত; বৈকুণ্ঠ স্থিত নিজ ভক্তদের বিগ্রহ দান করিয়াছেন ; আর আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য সেটি হলো এখানে বলা হইয়াছে শ্রী ভগবান ধারণ করেন এবং পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ ধারণ করেন বলিতে চিরকাল ধরিয়া অর্থাৎ নিত্য ধারণ করিয়াই আছেন ; যদি ধারণ করিয়া পরিত্যাগ করেন এরূপ বলা হতো তবে একদিন ধারণ করলেন কিছু সময় পর পরিত্যাগ করলেন এরূপ ব্যাখ্যা সঠিক হতো ; ধারণ করেন বলা হইয়াছে সুতরাং পরিত্যাগের পরও ধারণ করেই আছেন ইহাই বুঝিতে হইবে তাই উপরোক্ত ব্যাখ্যায় যুক্তিসঙ্গত ; এছাড়া " নট " বা ঐন্দ্রজালিকের উদাহরন দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় ; যেরূপ ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজালের ক্রীড়ায় নিজের দেহ সকলের সামনে দহন করে কিন্তু বাস্তবে তাহা অগ্নিতে জ্বলে না সুরক্ষিতই থাকে সুতরাং তাহার দেহের দহন মিথ্যাই সেরূপ শ্রীভগবান অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে দেহ ত্যাগাদি করিয়াছেন এইরূপ প্রতিত হন ; তবে বাস্তবে ইহা মিথ্যাই ; অর্থাৎ তিনি স্বশরীর নিজ ধাম গমন করিয়াছেন ; গীতাতেও উক্ত হইয়াছে

" অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ "

এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে ইহার সাথেও বিরোধ হইয়া পরে; আর শ্রীমদ্ভাগবতে পরবর্তী শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে

" যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতবা শ্রবণীয়সৎকথঃ । তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসা- মভদ্রহেতুঃ কলির বস্তুত "

যাঁহার পবিত্র যশোগীতি শ্রবণ করা বিধেয়, সেই ভগবান্ মুকুন্দদেব যেদিন এই পৃথিবীকে স্বশরীরে পরিত্যাগ করিলেন সেই দিনেই অবিবেকী জনসমূহের অমঙ্গলকারণ কলি প্রবেশ করিল ; এখানে স্বশরীর পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন ইহা পাওয়া যাইতেছে ; সুতরাং শ্রী ভগবানের রূপ অপ্রাকৃত নিত্য ইহাই জ্ঞাতব্য | এক্ষণে শ্রীভগবানের লীলা সমুহ বিচার করা হইবে ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মা শ্রী ভগবানকে যে তৃতীয় প্রশ্নটি করিয়াছেন ; তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে " ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প " ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ; অর্থাৎ মায়ার অধিকৃত স্থানসমূহে এবং যোগমায়ার অধিকৃত স্থানসকলে কি প্রকারে তোমার ক্রীড়া (লীলা) হয় ? ইহার উত্তর স্কন্দ পুরাণে পাই ; যথা ;

" বাস্তবী তৎস্বসংবেদ্যা জীবানাং ব্যবহারিকী। আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাদাগা ক্বচিৎ "

স্কন্দ পুরাণের এই বচন অনুযায়ী মায়া দ্বারা এক প্রকার লীলা হয় তাহা ব্যবহারিক লীলা ; এবং যোগমায়া দ্বারা যে লীলা হইয়া থাকে তাহা প্রাকৃত লীলা ;প্রাকৃত লীলা স্বসংবেদ্য—তা কেবল শ্রীভগবান ও তাঁর রসিক ভক্তজনই জানতে সক্ষম হয়ে থাকেন। জীবের সম্মুখে যে লীলাভিনয় হয়ে থাকে তা ব্যবহারিক লীলা। প্রাকৃত লীলা ছাড়া ব্যবহারিক লীলা হওয়া সম্ভব নয় ; কিন্তু ব্যবহারিক লীলার প্রাকৃত লীলা রাজ্যে কখনো প্রবেশ হওয়া সম্ভব নয় ; ব্যবহারিক লীলা আমাদের গম্য কেন না ইহা মায়ার সত্ব ; রজ এবং তম গুন দিয়ে ভগবান সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যে করেন তাহাই ; কিন্তু প্রাকৃত লীলা আমাদের অগম্য ; তাহা যোগমায়ার কার্য এবং স্কন্দ পুরাণে আরো পাই

" অত্রৈব ব্রজভূমিঃ সা যত্র তত্ত্বং সুগোপিতম্। ভাসতে প্রেমপূর্ণানাং কদাচিদপি সর্বতঃ "

এই সেই ব্রজভূমি যেখানে শ্রীভগবানের প্রাকৃত রহস্যলীলা নিত্য নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে। যা কখনো কখনো রতিযুক্ত রসিক ভক্তগণ চতুর্দিকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন ; সুতরাং এই দিব্য রহস্যলীলা নিত্য ; কিন্তু এক্ষনে সংশয় হইতেছে যে লীলাও এক প্রকার কর্মই; এবং কর্ম যথাক্রমে পূর্ব কর্ম এবং উত্তর কর্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত ; তো সেক্ষেত্রে কোন পূর্ব কর্ম যখন সমাপ্তি হয় তখনই উত্তর কর্ম আরম্ভ হয় ; তো পূর্ব কর্ম সমাপ্তি হলো তো তাহা অনিত্য

হইয়া পরিল ; তো সেক্ষেত্রে সংশয় যে লীলা শ্রীভগবানের পরিকর দ্বারাই হয় তো এক পরিকরের সাথে লীলা হইলো অর্থাৎ সেই পরিকর কোন কর্ম করিল তাহার পর যদি বলো যে সেই পরিকরই এই পূর্ব কর্মের পর উত্তর কর্ম করিবে তবে পূর্ব কর্ম অর্থাৎ লীলা অনিত্য হইয়া পরে; আর যদি বলো যে পূর্ব কর্ম নিত্য তবে উত্তর কর্মতে নতুন পরিকর যোগ হইয়া পরে তো সেক্ষেত্রে নতুন কর্মের আরম্ভ হইলো তো আরম্ভ হওয়া মানে পুনরায় অনিত্য ; তো লীলা যে নিত্য তাহা কোন ভাবেই প্রমাণিত হইতেছে না ; ইহা যদি বলো তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না ; শ্রী হরি এবং তাহার সকল পরিকর এবং কর্ম স্বরূপানুবন্ধি ; তাহলে উপরোক্ত অসঙ্গতির সমাধান কি ? তাহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছি ; যেমন যখন বলা হয় " এই ব্যক্তি দুইবার রান্না করিয়াছে " তো এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন বস্তু রান্না করিয়াছে এমন নহে সেই ব্যক্তিটি একই রান্না দুইবার করিয়াছে অর্থাৎ একই কর্ম দুইবার করিল; সেইরূপই লীলার ক্ষেত্রে পরিকর সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করে এরূপ নহে ; তাহারা একই কর্ম বারম্বার করিয়া থাকে এইভাবে তাহা নিত্য হইয়া থাকে ; আর এই ব্যাখ্যা না মানিলে শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে কেন না শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

“ একো দেবো নিত্যলীলানুরক্ত: ”

সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যায় যুক্তিসঙ্গত; এক্ষণে যদি বলো যে সংশয় হইতেছে যে কর্মের আরম্ভ এবং সমাপ্তি দেখা যায় ; তো সেক্ষেত্রে জগতে অবতারকালে শ্রীভগবানের যে লীলা হয় তাহা তো প্রকাশের দ্বারা আরম্ভ এবং তিরোভাবের দ্বারা সমাপন হয় তো সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিত্যলীলাকে নিত্য মানিলেও অবতার কালের এই লীলাকে অনিত্যই বলিতে হয় ; ইহা যদি বলো তো না ইহাও বলিতে পারো না কেন না অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে লীলার প্রকাশ হইয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা প্রকাশ হইয়া তিরোভাব হওয়ার পর মুহূর্তেই সেই লীলা আবার পুনরায় অপর কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়া থাকে ; এই ভাবে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হতে ১২৫ বছরের একই লীলা নিত্য চলিতেই থাকে ; তাই ইহাও নিত্য হিসেবেই জ্ঞাতব্য |শ্রুতির মধ্যে পুনরায় উক্ত হইয়াছে

“ নিত্যাবতারো ভগবান্ নিতামুক্তির্জগৎপতিঃ নিত্যরূপে। নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ মন্ত্রপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাত্মন্তবিবর্জিতম্ স্বপ্রভু সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাবায়ম্ । "

এইভাবে যোগমায়া যে নিত্য স্বরুপানুবন্ধি এবং তাহার কার্যও নিত্য তাহা সিদ্ধ করা হইলো ; আর এখানেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করিয়া চতুশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং শ্রী ব্রহ্মার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে এই নিবন্ধের সমাপন করা হইতেছে |

সাধ্যসাধন নিবন্ধ

এই নিবন্ধে চতুশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইবে ; তাহার মধ্যে এক্ষণে তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি; শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানকে চারটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে চতুর্থ প্রশ্নটি হইলো ---

" ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হাতন্দ্রিতঃ । নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ "

হে ভগবন্ , আলস্য পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ভবদীয় উপদিষ্ট বিষয় নিশ্চয়ই পালন করিব । আপনার তত্ত্বজ্ঞানোপদেশরূপ অনুগ্রহ লাভ করিলে আমি প্রজা সৃষ্টি করিয়াও অহঙ্কারাদিদ্বারা বদ্ধ হইব না ; অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা ইহা বলিবার দ্বারা জিজ্ঞেস করিতেছেন যে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধির জন্যে শ্রীভগবানের দ্বারা উপদিষ্ঠ তাহার কর্তব্য কী ? এক্ষেত্রে প্রশ্নে একটি বিষয় লক্ষণীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে কর্তব্য কী ? এই একটি প্রশ্নের মধ্যে দুইটি প্রশ্নের ব্যপদেস পাওয়া যাইতেছে ; সেইগুলি হলো ; প্রথমটি অভীষ্ট কী ? দ্বিতীয়টি সেই অভিষ্ট সিদ্ধির জন্যে কর্তব্য কী ? ; তো সেক্ষেত্রে শ্রীভগবান পূর্বে অভীষ্ট কী তাহাই বলিতেছেন চতুশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকের দ্বারা ; কিন্তু ইহা বলিবার পূর্বে শ্রীব্রহ্মাকে চতুশ্লোকী ভাগবতের সূচনায় উক্ত দুইটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকের দ্বারা তিনি যে বিষয়ে উপদেশ করিতে চলেছেন তাহার গোপনীয়তার বিষয়ে বলিতেছেন ---

" জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্ সরহস্যং "

এক্ষেত্রে উক্ত শ্লোকে " জ্ঞান " বলিতে শুধু স্বরূপ জ্ঞান শ্রীভগবান দিচ্ছেন না ; তিনি বলিলেন " যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং " অর্থাৎ অপরক্ষ অনুভব সমন্বিত যে জ্ঞান তাহাও দিতেছেন আর তাহার পর " পরমগুহ্যং " শব্দের দ্বারা বলিলেন যে অত্যন্ত গোপনীয় যে ; অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষাও অধিক গোপন যাহা সেই যে প্রেমতত্ব তাহারই এখানে ব্যপদেশ ; আর পরবর্তীতে " রহস্যং " অর্থাৎ যাহা এক রহস্য ; এই শব্দের দ্বারা অভিষ্ট বা সাধ্য প্রেমতত্বের বিষয়েই বলিতেছেন ইহাই স্পষ্ট ; এই ভাবে " রহস্য " শব্দে সাধ্য বা অভীষ্ট প্রেমতত্বের ব্যপদেশ দিয়ে ; চতুশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন

" যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেনু । প্রবিষ্টান প্রবিষ্টানি তথা তেযু ন তেহম্ "

যে প্রকার ক্ষিত্যপতেজ প্রভৃতি মহাভূতসকল দেবতির্য্যগাদি উচ্চনীচ ভূতসমুহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমিও ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথকভগবৎস্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই ; অতঃপর এই শ্লোকে সেই প্রেমেরই রহস্যত্ব বুঝাইতেছেন – যেমন, মহাভূতসমূহ প্রাণিগণমধ্যে অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বহিঃস্থিত হইয়াও তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান, তদ্রূপ আমি লোকাতীত বৈকুণ্ঠে অবস্থিত থাকিবার কারণে অপ্রবিষ্ট থাকিয়াও সেই সব প্রেমীভক্তজনের অন্তরে প্রবিষ্ট অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া বিরাজমান অথবা তাহাদের বহিঃইন্দ্রিয়বৃত্তি সুমুহেও স্ফূর্তিমান ; যদি বলেন ভগবান তো সর্বত্র বিদ্যমান তথা সর্বব্যাপী তো সেক্ষেত্রে প্রবেশ-অপ্রবেশ কিরূপে সম্ভব ? তো এখানে প্রেমীভক্তের অন্তরে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমেই প্রবিষ্ট হইতেছেন ইহাই বুঝিতে হইবে ; অন্যত্র অপ্রকাশিত থাকিবার কারণে সেখানে বিদ্যমান থাকিলেও অপ্রবিষ্ট ; এস্থলে প্রবেশ ও অপ্রবেশ মহাভূতসমূহের অংশভেদে হয়, কিন্তু উহা সেই ভগবানের যে প্রকাশভেদে হইয়া থাকে, সেই ভেদও কেবলমাত্র প্রবেশ ও অপ্রবেশ-সাম্যেই উদাহৃত। এইরূপে সেই ভক্তগণের তাদৃশ আত্মবশকারিণী অর্থাৎ জীবের সজাতিয় যে শ্রীহরি তাহাকে বশ করিতে সক্ষম 'প্রেমভক্তি' নামক রহস্য সূচিত হইয়াছে ; আর ইহা গীতাতেও উক্ত হইয়াছে

" যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ "

যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন, এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি ; এখানে ভক্তি বলিতে প্রেমভক্তিই বুঝিতে হইবে; যদি বলেন যে শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে

" নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ । মূঢ়ো হয়ং নাভিজানাতি "

অর্থাৎ ; আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলের সমক্ষে প্রকট নহি, এই জন্যে মুঢ় অর্থাৎ জ্ঞান বা বিদ্যাহীন ব্যক্তি শ্রীভগবানকে জানিতে পারে না এবং দেখিতে পারে না তো সেক্ষেত্রে এখানে বিদ্যা বা জ্ঞানই রহস্য শব্দে উক্ত হইয়াছে ইহাই বলিতে হয় ; কেন না তাহা বিনা কোন ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীভগবানের স্ফূর্তি হয় না ; আর শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে

" যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্ ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যক্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্ "

হে রাজন! যেকালে জীব পূর্ব্বোক্তক্রমে এই জ্ঞানশাস্ত্রদ্বারা মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপানুভবে অবস্থান করেন, সেইকালই আত্যন্তিক প্রলয় নামে কথিত হইয়া থাকে ; এখানেও " বিবেক " শব্দে জ্ঞানের দ্বারা বিচার বুঝাচ্ছে ; তো সেক্ষেত্রে জ্ঞানের দ্বারাই আত্যন্তিক প্রলয় তথা মুক্তি এবং ভগবৎ স্ফূর্তি ও সাক্ষাৎকার বা অনুভব হইয়া থাকে তো রহস্য শব্দে সেক্ষেত্রে " বিদ্যাই " বুঝাইতেছেন ইহাই বলিতে হয় ; এছাড়া ব্রহ্ম সূত্রেও মুক্তির কারণ বিবেচনায় উক্ত হইয়াছে

" বিদ্যেব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ "

বিদ্যাই মুক্তির কারণ ; " এব " শব্দের দ্বারা বলিতেছেন বিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা মুক্তি হয় না ; তো এসকল প্রমাণের দ্বারা " রহস্য " বলিতে বিদ্যাই ইহা যদি বলো তো হা এক্ষেত্রে আমাদের কোন আপত্তি নেই কেন না বেদান্তে যাহাকে বিদ্যা বলা হইয়াছে তাহা বাস্তবে কী তাহা তোমরা বুঝো নাই ; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ "

এখানে বলা হইতেছে ; বেদান্ত (উপনিষদ্) শাস্ত্রের বিজ্ঞানদ্বারা তার অর্থভূত পরমাত্মাকে পূর্ণ নিশ্চয়পূর্বক অবগত হয়েছেন ; বিজ্ঞান বলিতে অপরক্ষ অনুভব বুঝায় ; শব্দ জ্ঞান নহে; তো এক্ষেত্রে যাহাদের পরব্রহ্মের অনুভব হয়েছে তো প্রশ্ন হইতেছে অনুভব কীরূপে হইলো তো পূর্ব শ্লোকে বলিয়াছেন

" নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো

অর্থাৎ ভক্তিরূপী বল যাহার কাছে নাই তাহার কাছে এই পরমাত্মা লভ্য নহেন ; সুতরাং প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানের যে অনুভব তাহাই বিদ্যা রূপে বেদান্তে কথিত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে (ভক্তি রেবৈনম দর্ষয়তি ; ইত্যাদি শ্রুতি অনুযায়ীও); যেমন ভাবে মিমাংশক শব্দটি কর্মবিদ এবং ব্রহ্মবিদ উভয়ের জন্যেই প্রযুক্ত হয় সেরূপ বিদ্যা শব্দ জ্ঞান এবং ভক্তি উভয় অর্থেই প্রযুক্ত ; সেই জন্যে এক্ষেত্রে বিদ্যা বলিতে ভক্তিই; এতদ প্রসঙ্গে শ্রীগীতাই পাই

" রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম "

শ্রীভগবানও নিজের ভাব অর্থাৎ প্রেমভক্তিকে বিদ্যা বলিয়াছেন ; আর অত্যন্ত গোপন এবং সর্বশ্রেষ্ট বিদ্যা বলিয়াছেন এই শ্লোকে ; আর এখানে বিদ্যা বলিতে ভক্তিই তাহা নবম অধ্যায়ের পরবর্তী বচন গুলি হইতে অবগত হওয়া যায়

" মন্মনাভমদ্ভক্ত "

অর্থাৎ আমার ভক্ত হইয়া যাও ; এছাড়া শ্রীভাগবতের মধ্যেও উক্ত হইয়াছে

" হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা "

অর্থাৎ যাহা শ্রী হরিকে প্রসন্ন করে তাহাই বিদ্যা ; এবং তিনি যে শুধু ভক্তি দ্বারাই প্রসন্ন হয়েন তাহা পূর্বেই শ্রুতি দ্বারা বলা হয়েছে সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে বিদ্যা শব্দে প্রেম বা পরাভক্তিকেই বুঝানো হইয়াছে ; আর একটি গোপন বিষয় ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে সেটি হলো যে এই প্রেম বা বিদ্যা বলিতে সেই হ্লাদিনি এবং সম্বিত শক্তির সমবেত সাররুপা পরাবস্থায় কেন না এই হ্লাদিনি শক্তিই বাস্তবে শ্রীহরিকে আনন্দিত করিয়া থাকেন বা তাহাকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে

" প্রভু কহে,—“কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার ?” রায় কহে,— “কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর "

সুতরাং বিদ্যা বলিতে প্রেমই এবং তাহাই রহস্য ; এক্ষণে তোমরা যদি বলো যে পূর্বে শ্রীভাগবতের আত্যন্তিক প্রলয় তথা মুক্তি বিষয়ক শ্লোকে যে বিবেক অর্থাৎ জ্ঞান যুক্ত বিচারের কথা উক্ত হইয়াছে তাহার সঙ্গতি কী ? তো সে প্রসঙ্গে বলিতেছি যে ভাগবতের মধ্যেই পূর্বের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে

" যথা ঘনোহকপ্রভবোহকদর্শিতো হ্যাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ। এবং ত্বহংব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে চক্ষুঃস্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা । যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তনুস্মরেৎ "

মেঘ যেরূপ সূর্য্যরশ্মিসমূহের পরিণাম বিশেষ হইতে উৎপন্ন এবং সূর্য্যকর্তৃকই প্রকাশিত হইয়া সূর্য্যেরই অংশভূত চক্ষুর সূর্য্যদর্শনে প্রতিবন্ধক হয়, সেই রূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে উৎপন্ন এবং তৎকর্তৃক প্রকাশিত অহঙ্কার ব্রহ্মাংশভূত জীবের ব্রহ্মস্বরূপদর্শনে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে , যেকালে সূর্য্যসঞ্জাত মেঘ বায়ু-সঞ্চালনে বিচ্ছিন্ন হয় তখনই চক্ষুঃ স্বরূপভূত সূর্য্যদর্শন করিতে পারে, সেইরূপ যে-কালে আত্মার উপাধি অহঙ্কার বিচার দ্বারা বিনষ্ট হয় তখন জীবও স্বরূপভূত ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হন ; এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য সেটি হলো জীব কেবল নিজের চোখ বন্ধ থাকিলে তাহাই খুলিতে পারে কিন্তু জীব নিজ শক্তি বা বিচার দ্বারা মেঘকে দূরীভূত করিতে পারে না ; মেঘতো সূর্যের তাপ দ্বারা বাষ্পীভূত জলকণার ঘনিভবন দ্বারা সৃজন হয় এবং পরে আরো ঘনীভূত হইয়া তাহার পর ভারী হয়ে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই দূরীভূত হয় ; সুতরাং মেঘকে দূরীভূত সূর্যই করে ; ঠিক তেমনি জীব নিজ বিচার দ্বারা মুক্ত হয় না বা ব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ; কেবল ব্রহ্মের অনুগ্রহের মাধ্যমেই সে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকে এবং তাহার আত্যন্তিক প্রলয়ও হইয়া থাকে ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রুতি প্রমাণ

" যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ "

অর্থাৎ তিনি যাহাকে যোগ্য বলিয়া বরণ করেন তাহার উপরেই অনুগ্রহ করিয়া তার সম্মুখে নিজ তনু অর্থাৎ দিব্য দেহ বা বিগ্রহ প্রকট করিয়া থাকেন ; এতদ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এখানে শ্রীভগবানের তনু অর্থাৎ দিব্য সাকার বিগ্রহ দর্শন হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ; অর্থাৎ নিরাকার স্বরূপের অনুভব হয় নাই ; কেউ কেউ যে বলেন কেবল অনুভব মাত্র হয় তাহাও ইহার দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে ; আরো শ্রুতি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে

" ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে
সর্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে "

পরাবর অর্থাৎ নিত্যমুক্তগণ যাহার সেবক, সেই পার্ষদবিশিষ্ট শ্রীভগবানকে দর্শন করিলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া যায় এবং সকল প্রকার সংশয় নিবৃত্তি হয়, সঞ্চিত কর্ম্মসমুদয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডকোপনিষদে বাহ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যাইতাছে ; ইহার দ্বারা কেবল নিরাকার নির্বিশেষের অনুভব ইহা নীরাকৃত হইলো ; সুতরাং কেবল জ্ঞান দ্বারা বিচারে মুক্তিও হয় না আর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারও হয় না ; জ্ঞানমিশ্র ভক্তি করিলে তাহা হইতে পারে ; যদিও শুদ্ধ ভক্তগণ কেবল শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম কামনা করিবেন ; তবু সিদ্ধান্ত বলিবার জন্যে এই বিষয় উক্ত হইলো ; সুতরাং বিদ্যা বা প্রেমই সেই রহস্য ইহাই স্পষ্ট ; এবং ইহাই সাধ্য ; এই বিদ্যাই কর্ম নিরপেক্ষ ভাবে জীবকে মুক্তি প্রদান করে এবং ভগবৎ প্রাপ্তিও করাইয়া থাকে ; যদি বলেন যে শ্রুতিতে পাই

" কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি ... "

অর্থাৎ বেদাদী শাস্ত্র এবং নিজ বর্নবিহিত সকল কর্ম করিবে এই আদেশ শ্রুতি করিতেছে তো সেক্ষেত্রে কর্ম নিরপেক্ষ ভাবে বিদ্যা মুক্তি প্রদান কিরূপে করিবে ? ; তো ইহার উত্তর হইলো যে তুল্য শ্রুতিও রহিয়াছে

" কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ "

যাহাই করুন, তাহা দ্বারা কর্মত্যাগী হইলেও ব্রহ্মবিদ সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণের তুল্যই হইবেন ; অর্থাৎ বিদ্যান বা বিদ্যা প্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নেই কর্ম নিরপেক্ষ ভাবেই বিদ্যা তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে ; এবং বিদ্যা প্রাপ্তির দ্বারাই সে কর্ম অনুষ্ঠানকারীর তুল্য হইয়া যায় ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রুতি

" ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া "

অর্থাৎ কর্মের মুক্তির অসাধনতা হেতু তাহার ত্যাগই বুঝাইতেছে ; সুতরাং বিদ্যা কর্ম নিরপেক্ষ ভাবেই মুক্তি প্রদানে সক্ষম ; এক্ষণে এই বিদ্যার অধিকারিত্ব বিচার করিতেছি ; বিদ্যার অধিকারী তিন প্রকার হইয়া থাকে ; যথা : সনিষ্ঠ ; পরিনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ বা একান্তী; এক্ষণে সনিষ্ঠ অধিকারী বিষয়ে বিচার করিতেছি ; শ্রুতিতে পাই

" আচার্য্যবান পুরুষ বেদ "

অর্থাৎ আচার্য্য বা গুরুর মাধ্যম যে ভগবৎ কৃপা হইয়া থাকে তাহার দ্বারাই ব্যক্তি বিদ্যা প্রাপ্ত হয় ; আবার ইহাও শ্রুতিতে বলা হইয়াছে

" তমেতং বেদানুবচনেন "

এবং আরো বলা হইয়াছে

" তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ "

অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞ; এবং শম দমাতি সাধন চতুষ্টয় উভয়ই বিদ্যা প্রাপ্তির জন্যে করণীয় ইহাও শ্রুতি বলিতেছে তো পূর্বোক্ত শ্রুতি অনুযায়ী যদি গুরু এবং ভগবৎ কৃপাতেই বিদ্যা প্রাপ্তি হয় তাহলে এসকল করিবার প্রয়োজন কী ? তো তাহার উত্তরে ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন

" সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববৎ "

অর্থাৎ এসমস্ত যাগ-যজ্ঞ এবং শম-দমাতি সাধন চতুষ্টয় অশ্বের ন্যায় ; অশ্ব যেরূপ গন্তব্যে পৌঁছানোর পর পরিত্যাগ করিতে হয় সেরূপ এগুলির দ্বারা বিদ্যা লাভ হইলে তাহার পর আর এগুলি করিবারও কোন প্রয়োজন নেই ; তবে বিদ্যা প্রাপ্তি তো ভগবৎ কৃপার দ্বারাই হয় এগুলি কেবল তাহার অঙ্গ স্বরূপ ; সুতরাং বিদ্যার অধিকারীর যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি শ্রীহরিকে সমর্পণ করিয়া করা উচিত এবং শম-দমাদিও তাহেকেই প্রসন্ন করিবার জন্যে পালন করা উচিত ইহাই বোধগম্য হইতেছে ; এক্ষণে যদি বলো যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম করিলে তো স্বর্গ ভোগ করিতে হইবে তো সেক্ষেত্রে স্বর্গের কামনা রয়েছে সনিষ্ঠ অধিকারীর তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না সে কামনা নিয়ে কর্ম করিতেছে না ; সে শ্রীহরিকে সমর্পনের উদ্দেশ্যেই কর্ম করিতেছে ; আর বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েও তাহার স্বর্গ প্রাপ্তি কেবল তাহার নিষ্ঠা পরীক্ষার করিবার জন্যে মাত্র ; তাহার স্বর্গে আসক্তি হয় না ; তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় জ্ঞাতব্য সেটি হইলো সনিষ্ঠ অধিকারীর ক্ষেত্রে বিদ্যা কেবল সঞ্চিত কর্মই দগ্ধ করে ; তাহাদের প্রারদ্ধ এবং ক্রিয়ামান কর্ম দগ্ধ হয় না ; এপ্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণ

" ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে "

সুতরাং তাহাদের কৃত কর্ম বা ক্রিয়মান কর্ম ক্ষয় হয় না এবং বিদ্যা প্রাপ্তির পর ইহাই স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ ফল উৎপন্ন করিয়া দেই ; তবে তাহাদের স্বর্গ লাভের আকাঙ্খা নেই এক্ষেত্রে স্বর্গ লাভ গ্রাম ভ্রমণের ন্যায় অর্থাৎ গ্রাম ভ্রমণকারীর উদ্দেশ্য হলো গ্রাম দর্শন করা কিন্তু তবুও ভ্রমণ কালে তাহার পায়ে তৃনের স্পর্শ সুখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে সে না চাইলেও

; সেইরূপ বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাথে সর্গ প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে ; এক্ষণে পরিনিষ্ঠ অধিকারী বিষয়ে বিচার করিতেছি ; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

“ আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ”

" আত্মরতি " অর্থাৎ শ্রী হরিপ্রবন হইয়াও " ক্রিয়াবান " অর্থাৎ নিজ ধর্মচি্ত কর্ম অনুষ্ঠানকারী ; তো এক্ষেত্রে সংশয় হইতেছে যে একই সময়ে শ্রী হরির প্রীতির নিমিত্তে শ্রবনাদি ভাগবত ধর্ম এবং তাহার সাথে যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম কী প্রকারে হইবে ? কেন না শ্রুতি উভয়ের নির্দেশ দিচ্ছে এক্ষণে ভাগবত ধর্ম পরিত্যাগেও দোষ এবং কর্ম পরিত্যাগেও দোষ তো সেক্ষেত্রে সমাধান কি ? তো শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে

“ তমেবৈকং জানথ ”

অর্থাৎ কেবল তাহারই ধ্যান করিবে অর্থাৎ শুধু ভাগবত ধর্ম পালন করিলেই হইবে ; তো তাহলে পূর্বোক্ত শ্রুতিতে " ক্রিয়াবান " পদের সঙ্গতি কী ? তো তাহা ভাগবত ধর্ম পালন করিতে করিতে অবসর সময়ে লোক সংগ্রহ এবং শিক্ষার জন্যে নিজ বর্নচিৎ কর্ম করার নির্দেশ মাত্র ; সর্বদা করিতে হইবে এরূপ বাধ্যতামূলক নহে ; কিন্তু পূর্বে যে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ এবং শমদমাদী অবশ্য কর্তব্য এবং বিদ্যার অঙ্গ স্বরূপ তো তাহা না করিলে তো দোষ হইবে ; ইহা যদি বলো তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে

“ সর্বং পাপনানং তরতি নৈনং পাপনা তরতি সর্ব্বং পাপনানং তপতি নৈনং পাপনা তপতি ”

ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হেতু জাত প্রত্যবায় অতিক্রম করেন, ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ অগ্নি দ্বারা তিনি সমস্ত পাপকে ভষ্মীভূত করেন, — নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠানের কারণে জাত পাপ তাঁহাকে দুঃখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে না ; সুতরাং পরিনিষ্ঠ অধিকারী কেবল অবসর সময়ে লোক সংগ্রহের জন্যে কর্ম করে বাকি সময় ভাগবত ধর্মই পালন করে ; এছাড়া পরিনিষ্ঠ অধিকারী ভগবানের কোন এক স্বরূপেরই ভক্তি করে ; সনিষ্ঠের ন্যায় ভগবানের সকল স্বরূপের প্রতি নিষ্ঠা রাখে না , পরিনিষ্ঠ অধিকারীর ক্ষেত্রে বিদ্যা সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ করে এবং ক্রিয়মান কর্মের সহিত সংশ্লেষ নিবৃত্তি করে ; এক্ষণে নিরপেক্ষ অধিকারী বিষয়ে বিচার করিতেছি ; শ্রুতিতে প্রশ্ন করা হইয়াছে

" অথ বাচকুব্যুবাচ । ব্রাহ্মণা ভগবতান্ত হন্তাহমেনং যাজ্ঞবল্ক দ্বৌ প্রশ্নে প্রক্ষ্যামি "

এক্ষেত্রে শ্রুতিতে গার্গীর এই উক্তি দ্বারা সেও যে বিদ্যান অর্থাৎ বিদ্যা প্রাপ্ত ইহা বোধ হইতেছে ; কিন্তু এক্ষেত্রে সংশয় হইতেছে যে গার্গীতো আশ্রম বিহীন তবু সে কিভাবে বিদ্যা প্রাপ্ত হইলো ? তো এই সংশয় সমাধানের জন্যে ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্ম সূত্র লিখিয়াছেন

" অন্তরা চাপি তু তদ্‌দৃষ্টেঃ "

অর্থাৎ পূর্ব জন্মের সংস্কারবশত ; আশ্রম বিহীন হইয়াও এবং ধর্ম কর্ম অনুষ্ঠান না করিয়াও গার্গীর বিদ্যা প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রমাণ রয়েছে

“ পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্ । পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ”

অর্থাৎ ; সাধুগণের মুখ হইতে যাঁহারা পরমেশ্বর শ্রীভগবানের কথামৃত পান করিয়া শ্রবণপুটে ধরিয়া রাখেন, তাহারা বিষয় সম্পর্কে বিদূষিত অন্তরকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের শ্রীচরণপদ্মসমীপে গমন করেন ; এইভাবে নিরাশ্রমী হয়েও একজন ব্যক্তি সাধু সঙ্গে পূর্ব জন্মের সংস্কারের উদয় হইবার দ্বারা বিদ্যার অধিকারী হয় আর ইহাদেরই একান্তী বা নিরপেক্ষ অধিকারী বলে ; ইহারাও শ্রী ভগবানের কোন এক স্বরূপেরই ভক্তি করেন ; এক্ষণে যদি বলেন যে ইহাদের সনিষ্ঠ বা পরিনিষ্ঠের ন্যায় আশ্রম ধর্ম এবং কর্ম নেই তাহলে কি করে এদের বিদ্যা প্রাপ্তি হইতে পারে কেন না এদের তো বিদ্যা প্রাপ্তির অঙ্গ স্বরূপ শমদমাদী সাধনার অভাব রয়েছে ; তো সেক্ষেত্রে শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে

" মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ । কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে "

এসকল নিরাশ্রম নিরপেক্ষ অধিকারীর বিষয়ে শ্রী ভগবান বলিয়াছেন যাহারা - আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, যাহাদের প্রাণ আমাতে সমর্পিত, যাহারা পরস্পর আমার প্রসঙ্গ বুঝাইয়া থাকেন এবং নিত্য আমার বর্ণন করিয়া তুষ্ট হন ও তাহাতেই রমণ করেন, সেই নিত্য যোগযুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনকারী ব্যক্তিদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ; তো আশ্রম ধর্মের অভাব হইলেও নিরপেক্ষ অধিকারী শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা বশত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাই অভিপ্রায় ; ব্রহ্ম সূত্রেও এই বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে

" বিশেষানুগ্রহশ্চ "

এছাড়া ভীষ্ম ; রৈক্ক প্রমুখ নিরাশ্রম ব্যক্তি যে বিদ্যার অধিকারী ছিলেন তাহার প্রমানও শাস্ত্রে রয়েছে ; এক্ষণে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হইতেছে ; তো সে প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন

" সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি "

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মসম হইয়া সমস্তই দর্শন করেন ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যার প্রভাবে স্বর্গাদিরও লাভ তথা দর্শন শ্রুত হওয়ায় সেই বিদ্যাবলে স্বর্গভোগ হইলে তাহাদিগের ব্রহ্মৈক রতি ভঙ্গ হইতে পারে ; ইহা যদি বলো তো না তাহা বলিতে পারো না কেন না শ্রুতি বলিয়াছেন

" তস্মাদেবাত্মনো যদ্যৎকাময়তে তত্ত্বৎ সৃজতে "

সেই ব্রহ্মবিদ যাহা যাহা কামনা করেন, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা সৃষ্টি করে ; তো সেক্ষেত্রে ব্রহ্মবিৎ যদি স্বর্গাদির কামনা না করে তবে কিছুই সৃজন হইবে না ; কিন্তু সনিষ্ঠ অধিকারীর ক্ষেত্রে যেহুতু বিদ্যা দ্বারা কেবল সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ হয় ; ক্রিয়মান দগ্ধ হয় নাই সেই জন্যে তাহাদের ফলস্বরূপ পরলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ রয়েছে কিন্তু নিরপেক্ষ অধিকারীর ক্ষেত্রে ইহা নাই ; এপ্রসঙ্গে প্রমান হলো তাহাদের স্মৃতি রয়েছে যে এই স্বর্গ নস্বর তাই তাহারা তাহার কামনা করেন না ; শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে

" ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ন যোগসিদ্ধীর পুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ "

যে ব্যক্তি আমার উপর মন সমর্পণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি আমাকে ভিন্ন অন্য কিছুই চাহে না; এমন কি, ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রত্ব, সর্ব্বভূমীশ্বরত্ব, পাতালাধিপত্য, অণিমাদি-যোগসিদ্ধি, অথবা ভগবৎসেবা-রহিত মুক্তিও চাহে না। যোগসিদ্ধি (অণিমা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব) অণিমাদিবিভূতি, অপুনর্ভবংভগবৎ-সেবাশূন্য মুক্তিপদ, ইহাই ব্যাখ্যেয়। মধ্যপিতাত্মা— আমার উপর একনিষ্ঠচিত্ত ভক্ত। মদবিনা অর্থাৎ সে আমাকেই চাহে অন্য কিছু চাহে না ; সুতরাং একনিষ্ঠ বা একান্তি বা নিরপেক্ষ অধিকারীর কোন পরলৌকিক ভোগ নেই সনিষ্ঠ অধিকারীর মত তো তাই তাহারা সনিষ্ঠ অধিকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ট ইহাই স্পষ্ট; অন্যদিকে পরিনিষ্ঠ অধিকারীর যেহুতু কৃত কর্মের সহিত সংশ্লেষ বিদ্যার দ্বারা নিবৃত্ত হয় তাই তাহাদেরও পরলৌকিক ভোগ নেই তাই তাহারও সনিষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ট ; কিন্তু পরিনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ অধিকারীর মধ্যে নিরপেক্ষ অধিকারীকেই শ্রেষ্ট বলিতে হয় কেন না পরিনিষ্ঠদের পরলৌকিক ভোগ না থাকিলেও ঐহিক ভোগ রয়েছে কিন্তু নিরপেক্ষদের সেই ঐহিক ভোগো নেই তাই তাহারা সর্বশ্রেষ্ট ; এতদ প্রসঙ্গে শ্রুতি প্রমাণ

" ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রেত্যাদি সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি "

অর্থাৎ এই ভগবানের সেবাই ভক্তি, সেই সেবা ইহলোকে বা পরলোকে যে কোন স্থানে, ইহাও সচ্চিদানন্দরসময় ভক্তিযোগে থাকে ; সুতরাং যেকোন স্থানে এবং সময়ে নিরপেক্ষ অধিকারীর ভোগ্য হলো ভক্তিই; তাহারা আর অন্য কিছু নহে এই ভগবৎ প্রেমানন্দই খাদ্যের মত আস্বাদন বা ভোগ করিয়া থাকেন ; তাই তাহাদের অন্য যেকোন ভোগের অভাববশত তাহারাই সর্বশ্রেষ্ট অধিকারী ইহাই স্পষ্ট ; শ্রীমদ্ভাগবতেও এতদ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে

" একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ । অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ "

এক্ষণে একটি প্রশ্ন নিরপেক্ষ অধিকারীগণ তো কোন কিছুর অপেক্ষা করেন না অর্থাৎ তাহারা ভগবানের কাছ থেকে কোন কিছুই কামনা করেন না তো সেক্ষেত্রে তাহাদের নিজস্ব জীবন নির্বাহ কীরূপে হয় ? ভগবানের কাছ থেকে তাহারা তো কিছু চাহিবেন না তো সেক্ষেত্রে তাহাদের নিজস্ব প্রয়াসেই হইবে ইহাই বলিতে হয় ; ইহা যদি বলো তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মাণ বিভাতি "

অর্থাৎ সর্বেশ্বর শ্রী হরি ভর্তা অর্থাৎ নিজ ভক্তের পালক হইয়াও তাহাদের সেব্য রূপে প্রকাশিত হয়েন ; এই শ্রুতি মধ্যে শ্রী হরিকে পালক বলা হয়েছে ইহার কারণ হলো তিনি সর্ব সমর্থ অন্যদিকে জীব অল্প সমর্থ তো যেরূপ লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় যে দুর্বল প্রজা নিজ রাজার শরণাগত হলে রাজা সমর্থ হওয়ার কারণে তাহাদের পালন করেন ; তেমনি অল্প সমর্থ জীব কিরূপে সর্ব সমর্থ ভগবানের সেবা করবে বাস্তবে সর্ব সমর্থ ভগবানই নিজ ভক্ত জীবেদের পালন করিয়া থাকেন কিন্তু যেহুতু নিরপেক্ষ ভক্তগণ শুধু শ্রী হরির সেবায় কামনা করেন তাই তিনি নিজে পালক হয়েও তাহাদের দ্বারা পালিত বা সেবিত হইয়া থাকেন ; উদাহরন স্বরুপ বলা যায় গোবর্ধন পর্বত ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাতা পিতা সমেত সকল ব্রজবাসীদের রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু পরে আবার সেই মাতা পিতার দ্বারা নিজেও পালিত হইয়াছেন ; এপ্রসঙ্গে স্মৃতি প্রমাণ

“ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ”

একান্তনিষ্ঠ হইয়া যাহারা আমার সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, আমি সেই নিত্যাশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকার যোগ ও জীবিকার রক্ষা করিয়া থাকি ; এপ্রসঙ্গে যদি বলো যে নিরপেক্ষ ভক্তের সেবা ভিন্ন অন্য বিষয়ে কামনা রয়েছে বলেই শ্রী ভগবান তাহা রক্ষা করছেন তো না তাহা বলিতে পারো না কেন না শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে " ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মাণ " অর্থাৎ তাহারা শ্রী হরির সেবার দ্বারাই জীবন নির্বাহ করিতে চান অর্থাৎ জীবন নির্বাহও তাহারা করিতে চাইছেন কিন্তু তাহাও শ্রী হরির সেবা করিবারই নিমিত্তে ; তাই তাহারা নিরপেক্ষই কেন না অন্য কিছু কামনা করিলেও তাহা কামনা করার কারণ শ্রী হরিরই সেবার বৃদ্ধি ঘটানো ; তাই বাস্তবে সেবা ছাড়া তাহাদের আর অন্য কোন কিছুর কামনা নেই ; যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পরও আহার আদী সঠিক ভাবেই করিতেন অর্থাৎ সঠিক ভাবেই জীবন নির্বাহ করিতেন বিরহে কাতর হইয়া তাহা পরিত্যাগ করেন নাই ; কিন্তু এই জীবন নির্বাহ নিজেদের জন্যে নহে তাহারা নিজ দেহ শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পিত করিয়াছেন তো দেহকে সুস্থ সবল রাখা তাহাদের কর্তব্য নতুবা শ্যামসুন্দর যদি হঠাৎ কখনো আসিয়া দেখেন যে গোপীগনের আর সেই সৌন্দর্য নেই তাহারা রুগ্ন হইয়া পরিয়াছেন আর তাহাতে তিনি অপ্রসন্ন হন এই আশঙ্কাই তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার নিমিত্তেই আহার আদী ব্যাবহার সঠিক ভাবে করিতেছেন ; তো এইভাবে ভক্তের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে ; এইভাবে নিরাশ্রম ও নিরপেক্ষ অধিকারীর সাশ্রম অর্থাৎ সনিষ্ঠ এবং পরিনিষ্ঠ অধিকারী হইতে শ্রেষ্টত্ব নিরূপণ করিলাম ; এক্ষণে বিদ্যা প্রাপ্ত জীবের গতি বিষয়ে বিচার করিতেছি ; ষট প্রশ্নী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

“এবমেবাস্য্য পরিদ্রষ্টু রিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ”

ইহার অর্থ—অশ্য পরিদ্রষ্টু—এই ব্রহ্ম-দর্শনকারী পুরুষের, ইমা:—এই সকল নিজ অনুভববিষয়ীভূত, ষোড়শকলা:—অর্থাৎ সূক্ষ্মপঞ্চমহাভূতের (পঞ্চতন্মাত্রার) সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন), পুরুষায়ণা: পরমাত্মাতে আশ্রিত, পুরুষং প্রাপ্য— পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, অস্তং গচ্ছন্তি—তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে প্রাণাদি (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) কলার (বিকারের) পরমাত্মাতে লয় বলিয়া পরে আবার বলিলেন—সেইসব কলার লয়ের পর ঐ কলাগুলির নামও পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপে সেই পুরুষ অমৃত হইয়া থাকে । এইরূপে কলাগুলির নামরূপ লয় বলিয়াছেন, এইজন্য তাদাত্মাপত্তি হইতেছে। ভাবার্থ এই——ব্রহ্মবিৎ পুরুষ স্থূল শরীর (পাঞ্চভৌতিক দেহ) হইতে নির্গত হইলে তাহার সূক্ষ্ম শরীর (সপ্তদশ বিকারাত্মক লিঙ্গ শরীর) বিদ্যা দ্বারা দগ্ধ হইয়া দগ্ধ গোময় পিণ্ডের (গো বিষ্ঠা) মত ভস্মীভূত হইয়াও সেই জীবের অনুসরণ করে। অবশেষে ব্রহ্মাণ্ড হইতে নির্গত সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অষ্টম আবরণস্বরূপ প্রকৃতিতে বিকারভূত সেই সূক্ষ্ম শরীর বিলীন হয়। কিন্তু সে বিরজা নদীতে স্নাত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতিসম্পর্ক শূন্য হইয়া ভগবানের সঙ্কল্পে সিদ্ধ পার্ষদ শরীর প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বথা প্রকৃতির সম্বন্ধহীন সেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয় ; এক্ষণে সংক্ষেপে এসকল বিদ্যান জীবের গতি বিচার করিতেছি ; প্রশ্ন

হইতেছে যে বিদ্যান জীবের কিরূপে উৎক্রমন হয় ? তাহাদের উৎক্রমন কী অজ্ঞ জীবের মতোই হয় অথবা অন্য ভাবে ? তো সে প্রসঙ্গে শ্রুতিতে পাই

" শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃহতৈকা "

জীবের হৃদয়ে একশত একসংখ্যক নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, সেই সুষুম্নানাড়ীযোগে উৎক্রমণকারী জীব অমৃতত্ব লাভ করে, আর শতনাড়ী অন্য সকলের উৎক্রমণের পথ হয়, ইহারা সংসার গতিপ্রদ এই শ্রুতির সহিত একবাক্যতা হেতু 'তস্য হৈতস্য হৃদয়স্বাগ্রম্' সেই বিদ্যান ব্যক্তির মস্তক হইতে উৎক্রমণের পথ হয়, আর অজ্ঞের চক্ষু এবং অন্য শরীরাংশ হইতে নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে। ইত্যাদি শ্রুতিতেও বিজ্ঞের মস্তকদ্বার-যোগে নিষ্ক্রমণ, আর অবিজ্ঞ সংসারীর অন্যপ্রকার, সুতরাং বিদ্যান এবং অজ্ঞ উভয়ের উৎক্রমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই হইয়া থাকে ; এক্ষনে যদি সংশয় করো যে বিজ্ঞ জীব সুষুম্না নারী কী প্রকারে জানিবে তো না তাহা করিতে পারো না কেন না সে ভগবৎ কৃপায় তাহা জানিয়া থাকে ; এক্ষণে পুনরায় সংশয় হইতেছে উভয়ের গতি কী একই রূপ হয় ? তো সে প্রসঙ্গে শ্রুতিতে পাই

" যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি "

অর্থাৎ যে যেরূপ কার্য করে যে যেরূপ আচরণকারী তাহার সেইরূপ গতি হয় ; তো সেক্ষেত্রে গতি ভিন্নই হইবে ; অজ্ঞদের উদ্দেশ্যে শ্রুতি

“ শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পাঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় ”

এই ছান্দগ্য শ্রুতির পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে ; ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর ধূম্রযান বা পিতৃযানে গতি লাভ ঘটে। পুণ্যের অবসানে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় এক্ষণে এই ধুম্রমার্গ বা পিতৃযানের সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি ; ইহ জগতে মানব শ্রদ্ধার সহিত যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করেন, সেই শ্রদ্ধা স্বর্গরূপ অগ্নিতে আহুতিরূপে পতিত হইয়া দেবতার ন্যায় দেহরূপে পরিণত হয়। মানব মৃত্যুর পর সেই দেবদেহ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গবাসের পর সেই দেবদেহ মেঘরূপ অগ্নিতে আহতি প্রাপ্ত হইলে উহা বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া পৃথিবীরূপ তৃতীয় অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়। তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়া পুরুষরূপ চতুর্থ অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত হইলে উহা শুক্ররূপে পরিণত হইয়া রমণীরূপ পঞ্চম অগ্নিতে আহুতির ফলে গর্ভে পরিণত হয়। এইভাবে পুরুষের জন্ম লাভ হইয়া থাকে ; ইত্যাদি পিতৃযানের বিবরন শ্রুতির পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পাওয়া যায় ; এছাড়া শ্রুতি আরো পাই

" পুণ্যেন পূণ্য লোকম নয়তী পাপেন পাপম উভয়মেব মনুষ্য লোকম "

যাহাদের পূণ্য কর্ম রয়েছে তাহাদের এই পিতৃযান দ্বারা পূণ্য লোক প্রাপ্তি হয় ; যাহাদের পাপ কর্ম আছে তাহাদের নরকাদি লোক প্রাপ্তি হয়; এবং মিশ্র কর্মযুক্ত ব্যক্তিদের পৃথিবী লোক প্রাপ্তি ; তাহার পর পুনরায় শ্রুতিতে পাই

" তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো। হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপচ্চেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা... যোনিমাপথেরন শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং "

অর্থাৎ যাহাদের উৎকৃষ্ট আচরণ, তাহারা ব্রাহ্মণাদি যোনি প্রাপ্ত হয়, আর যাহাদের আচরণ নিন্দনীয়, তাহারা কুকুরাদি যোনি লাভ করে ; এইভাবে অজ্ঞদের গতি বর্ণন করিলাম এক্ষণে বিদ্যান-এর গতি বলিতেছি ; শ্রুতিতে পাই

" অথ যত্রৈতদস্বাচ্ছরীরাছৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে "

বিদ্যান পুরুষ যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন তখন রবিরশ্মির সাহায্যেই উর্দ্ধে গমন করেন ; এক্ষণে যদি সংশয় করো যে রবি রশ্মি তো কেবল দিবাকালেই থাকে রাত্রিকালে তো থাকে না তো সেক্ষেত্রে শুধু দিবাকালেই তাহার সাহায্যে উৎক্রমন সম্ভব ইহা যদি বলো তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না শ্রুতির মধ্যেই উক্ত হইয়াছে

" সংসৃষ্টা বা এতে রশ্ময়শ্চ নাড্যশ্চ নৈষাং বিভাগো। যাবদিদং শরীরমত এতৈঃ পশ্চাত্যেতৈরুৎক্রমতে এতৈঃ প্রবর্ত্ততে "

সূর্যের এই রশ্মিগুলি ও জীবদেহের শিরাগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়, যাবৎকাল পর্যন্ত এই শরীর থাকে, তাবৎকাল ইহাদের বিচ্ছেদ নাই, অতএব এই রশ্মিদ্বারা জীব দর্শন করে, ইহার দ্বারা দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয় এবং ইহারই শক্তিতে কর্মে চেষ্টিত থাকে ; ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো গ্রীষ্মকালে দিন তো বটেই রাতেও দেহে উত্তাপ বা জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে ; শীতে হয় না কেন না পরিবেশ ঠাণ্ডা তবে এই প্রত্যক্ষ এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণের দ্বারা শিরার সাথে রশ্মির সম্বন্ধ সদাই থাকে ইহাই সিদ্ধ হয় এবং এই কারণে তাহার দ্বারা বিদ্যানের দিনে অথবা রাত্রে যেকোন সময়ে দেহ ত্যাগ হোক না কেন তাহার রশ্মির অনুসরণ সম্ভব ; শ্রুতিতে আরো পাই

" তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাৎ তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চিষম "

সেই ব্রহ্মকে যাঁহারা এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যাবোধে উপাসনা করেন, তাঁহারা উভয়েই মৃত্যুর পর অর্চ্চিঃ পথ প্রাপ্ত হন ; সুতরাং বিদ্যান মৃত্যুর পর অর্চ্চিঃমার্গ অথবা দেবযান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এইভাবে স্পষ্টতই অজ্ঞ এবং বিজ্ঞের গতিভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে ; শ্রী গীতাতেও ইহা উক্ত হইয়াছে

" শুক্ল কৃষ্ণ গতি হ্যেতে "

অর্থাৎ দুই প্রকারের গতি হইয়া থাকে শুক্ল গতি ইহাকেই শ্রুতিতে দেবযান বা অর্চ্চিঃমার্গ বলা হয়েছে ; এবং কৃষ্ণ গতি ইহাকেই শ্রুতিতে ধূম্রমার্গ বা পিতৃযান বলা হইয়াছে ; এই ভাবে বিজ্ঞ এবং অজ্ঞ ভেদে দুই প্রকার গতি হইয়া থাকে; এক্ষণে পুনরায় একটি সংশয় যে শুক্লগতি তো কেবল সূর্যের উত্তরায়নে হইয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে দক্ষিনায়নে মৃত বিজ্ঞ ব্যক্তির এই গতি হইবে না ইহাই বলিতে হয় ; ইহা যদি বলো তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে

" দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্খতাং প্রশস্তানি বিপরীতত্ত্ব গহিতম" ইত্যাদিকন্তু ভবত্যজ্ঞবিষয়ম্। বিজ্ঞঃ খলু যত্র কাপি তাজন্ বপুরুপৈতি "

দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণকাল — এইগুলি মুমূর্ষুসাধক দিগের পক্ষে প্রশংসনীয়, আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এগুলি নিন্দিত, এই উক্তি ব্রহ্মবিদ ভিন্ন অন্যকে অধিকার করিয়া জানিবে ; সুতরাং বিদ্যানের অর্চ্চিঃমার্গ অবশ্যম্ভাবী ; এক্ষণে যদি বলো ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদি উত্তরায়নের অপেক্ষা করিয়াছেন তো তাহা নিজ পিতার দেওয়া বরদানের সত্যতা জ্ঞাপন এবং তাহার সম্মানার্থে জানিবে ; এবং সদাচার দৃষ্টিতে ইহাও প্রশংসনীয় ; এক্ষণে অর্চ্চিঃমার্গের গতি কিভাবে সম্পন্ন হয় তাহাই বলিতেছি ; শ্রীবিষ্ণু পুরাণে কথিত হইয়াছে

" মুক্তোঽচ্চিদিন পূর্ব্বপক্ষষড় দণ্ড- মাসাদবাতাংশুমচন্দ্রে বিদ্যুৎ পাংপতীন্দ্রবিধিভিঃ সীমান্তসিদ্ধ াপ্লুতঃ। ঐবৈকুণ্ঠ-মুপেত্য নিত্যমজড়ং তস্মিন্ পরব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সমবাপ্য নন্দতি সম তেনৈব ধন্যঃ পুমানিতি "

মুক্ত পুরুষ অর্চিস্, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস, সংবৎসর, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র ও ধাতা (ব্রহ্মা) ইহাদের সাহায্যে বিরজা নদীতে উপনীত হইয়া তথায় অভিষেকের পর শাশ্বত চৈতন্যময় বৈকুণ্ঠে যাইয়া তথায় পরব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবার পরে সেই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহার সহিত আনন্দ আস্বাদ করিতে থাকেন ; এক্ষণে অর্চ্চিঃ বলিতে কী বুঝায় তাহাই বিচার করিতেছি ; যদি বলেন অর্চ্চিঃ হলো চিহ্ন অর্থাৎ যেমন লৌকিক দৃষ্টান্ততে বলা হয় এখান থেকে ঐদিকে গিয়ে ওখানে একটি নদী দেখিবে তাহা পার করিয়া একটি বাগান দেখিবে তাহার বাম পার্শ্বে তাহাদের গৃহ অবস্থিত ; এরূপ বাগান বা নদীর ন্যায় চিহ্ন অর্চ্চিঃ অথবা কোন ব্যক্তি ? আরো একটি প্রশ্ন অর্চ্চিঃগণ কোথা হতে বিদ্যানের নিকটে আসেন ? তো সে প্রসঙ্গে শ্রুতিতে পাই

“ চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুযোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ”

অর্থাৎ চন্দ্রমা হইতে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বিদ্যুৎলোকে যান, তখন সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মের নিকট পৌছাইয়া দেন ; অর্থাৎ এখানে অর্চ্চিঃদের " অমানব " বলা হইলো অর্থাৎ তাহারা কোন লৌকিক বা মায়িক ব্যক্তি নন ; আর তাহারা চেতন তাই কোন জড়ো চিহ্নও নন সুতরাং অমানব শব্দে অপ্রাকৃত দিব্য পুরুষোত্তম শ্রী হরির নিত্য পার্ষদ এরই ব্যপদেশ ; সুতরাং এই অর্চ্চিঃগন নিত্য দিব্যপার্ষদ এবং ইহারা বিদ্যুৎ লোক অবধি আসিয়া বিদ্যানকে পরব্রহ্ম-এর নিকট লইয়া যান ; যদি বলেন যে তাহলে চন্দ্র; বিদ্যুৎ ;বরুণ প্রমুখ দেবতারা যে বিদ্যানদের পরব্রহ্ম এর নিকটে

পৌঁছিয়া দেন এরূপও উল্লেখ আছে তাহার কী সঙ্গতি ? তো এসকল দেবতা কেবল অর্চ্চিঃগনের সহায়ক মাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে ; এক্ষণে পুনরায় একটি সংশয় শ্রুতিতে উক্ত ব্রহ্ম শব্দ কাহার বাচক ? ব্রহ্মা অর্থাৎ কার্য ব্রহ্মের নতুবা পরব্রহ্ম শ্রী হরির ? তো সেক্ষেত্রে এই ব্রহ্ম শব্দ মুখ্য অর্থে পরব্রহ্মেরই বাচক ইহাই বলিতে হয় কেন না তাহা না বলিলে " যথা ক্রতু " এই শ্রৌতপন্থা মূলক ন্যায়ের সহিত বিরোধ আসিয়া পরে ; কেন না সকল অধিকারীই পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হোক এই ভাবনা লইয়াই উপাসনা করিয়াছে সেক্ষেত্রে তাহার জায়গাতে যদি কার্য ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তবে যে যেরূপ সংকল্প লইয়া উপাসনা করে তাহাই প্রাপ্তি হয় এই উপরোক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবেই ; তো তাই পরব্রহ্ম প্রাপ্তিই হয় ইহাই স্পষ্ট ; এক্ষণে একটি সংশয় সকল অধিকারীরই কী অর্চ্চিমার্গের দ্বারাই পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় ? নাকি অন্য ভাবেও হয় ; তো সেপ্রসঙ্গে শ্রুতিতে পাই

" এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যোদযুক্তাঃ সংযজাত ন কামান। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব "

অর্থাৎ যাহারা নিত্য একনিষ্ঠ হইয়া বিষ্ণুর এই পরম পদের উপাসনা করেন, অন্য কোনও কামনা করেন না, তাহাদের ঐ আরাধ্য গোপালরূপী শ্রীভগবান্ আগ্রহ সহকারে স্বধাম দেখাইয়া দেন ; সুতরাং একান্তি বা নিরপেক্ষ অধিকারীর উপরে শ্রী হরির বিশেষ কৃপাবশত তাহাদের অর্চ্চি মার্গের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না তাহাদের তিনি অথবা তাহার পার্ষদ পৃথিবী অবধি আসিয়া পরমধামে লইয়া যাই; শ্রীগীতাতেও উক্ত হইয়াছে

“ যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ”

অর্থাৎ যাঁহারা কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-ভক্তিযোগসহকারে আমাকে ধ্যানকরতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে আমি অচিরে মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ; এছাড়া বরাহ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে

" নয়ামি পরমং স্থানমর্চিরাদিগতিং বিনা । গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ "

অর্চ্চি আদী গতি বিনাই শ্রী হরি নিজ ভক্তকে নিজ পরম ধামে লইয়া যান ; উদাহরন স্বরুপ শ্রীমদ্ভাগবতের গজেন্দ্র উপাখ্যান দ্রষ্টব্য ; সেখানে শ্রী হরি নিজেই আসিয়া স্বভক্তকে নিজ ধামে লইয়া গিয়াছেন; সুতরাং নিরপেক্ষ অধিকারীর সনিষ্ঠ অথবা পরিনিষ্ঠের ন্যায় গতি হয় না ; আর ইহার জন্যেই শ্রীভগবান গীতায় অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন

" তস্মাৎ সর্বেসু কালেসু যোগযুক্ত ভবার্যুন "

অর্থাৎ কৃষ্ণ গতি বা ধুম্র মার্গ তো জন্ম মৃত্যু ঘটায় তাহা তো ক্লেশযুক্ত বটেই কিন্তু অর্চ্চি পথেও বহু ক্লেশের পরে আমার প্রাপ্তি হয় তাই এই দুই পথের সত্য যাহারা জানে তাহারা এই দুই ছাড়িয়া " যোগ যুক্ত " অর্থাৎ সদা আমার ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন ; এখানে শ্রী ভগবান যে স্মরণ রূপী ভক্তিরই কথা বলেছেন যোগ শব্দের দ্বারা তাহা পূর্বের শ্লোকের মাধ্যমেই বুঝা যায় (তস্মাত সর্বেসু কালেসু মামনুস্মর) ; তো যোগ শব্দের আর অন্য কোন অর্থ গ্রহনযোগ্য নহে এক্ষেত্রে ; এইরূপ ভক্তি যোগ অনুষ্ঠানকারীরাই নিরপেক্ষ অধিকারী হিসেবে জ্ঞাতব্য ; এক্ষণে বিদ্যা প্রাপ্ত জীবের মুক্তি কী প্রকারে হয় এবং মুক্তি বলিতে কী বুঝায় তাহায় বিচার করিতেছি; যেহুতু মুক্তি একটি পুরুষার্থ তাই তাহা বলিতে নতুন কিছু প্রাপ্তিই বলিতে হয় ; সুতরাং মুক্তি বলিতে দেবতাদের যেরূপ দেবদেহ ইত্যাদি প্রাপ্তি হয় সেরূপ প্রাপ্তিই বলিব ; ইহা যদি বলো তো না তাহা বলিতে পারো না কেন না শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" এবমেবৈষ সম্প্রসাদে। স্বাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেনরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তম পুরুষ "

অর্থাৎ এই প্রকার এই জীবের প্রতি ঈশ্বরানুগ্রহ যে, সেই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়ায় নিজ স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকেন ; সুতরাং জীবের নিজ স্বাভাবিক স্বরূপ আবির্ভাবই ঘটে নতুন কিছু প্রাপ্তি নহে ; এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে যদি জীবের নিজ স্বরূপের আবির্ভাব হয় তাহলে তো তাহা তার স্বাভাবিক স্বরূপ আবির্ভাবই বলিতে হয় তো সেক্ষেত্রে ইহা তো পুরুষার্থ নহে ; কেন না নতুন কিছু হইলো না যাহা বাস্তবে ছিল তাহারই

আবির্ভাব হলো কিন্তু মুক্তি তো এক প্রকার পুরুষার্থ তাহলে সঙ্গতি কী ? তো সেক্ষেত্রে জীবের নিজ বাস্তবিক নির্গুণ যে স্বরূপ তাহা চিরকালই ছিল কিন্তু আবির্ভূত অবস্থায় ছিল না ; অনূদিত ছিল ; সেই স্বরূপের আবির্ভাব হইতেছে ইহার জন্যেই মুক্তি পুরুষার্থ কথিত হয় ; এক্ষণে পুনরায় সংশয় হইতেছে যে যদি নিজ স্বাভাবিক স্বরূপেরই আবির্ভাব হইলো তাহলে সাধনার কী প্রয়োজন ? তাহা তো পূর্ব হতেই ছিল ; তো সেক্ষেত্রে নিজ স্বরূপ হইতে মায়ার আবরণ নিবৃত্তির জন্যে সাধনা আবশ্যক ইহাই বলিব ; তো সেক্ষেত্রে মুক্তি বলিতে কী মহর্ষি পতঞ্জলির যোগ দর্শনের অনুরূপ মায়া তথা দুঃখ নিবৃত্তি এবং স্বরূপ স্থিতিই বুঝাইতেছে তো না সেরূপ নহে কেন না পূর্বোক্ত শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে পরজ্যতি স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির পরেই জীবের নিজ স্বরূপ আবির্ভাব হয় ; তো সেক্ষেত্রে দুঃখ নিবৃত্তি ; স্বরূপ স্থিতির পাশাপাশি জীবের অনন্ত সুখ স্বরূপ ভগবানের প্রাপ্তিও পরিলক্ষিত হইতেছে সুতরাং ইহা যোগ দর্শনের অনুরূপ নহে ; এপ্রসঙ্গে শ্রুতি

“ রসংহোবায়ং লব্ধানন্দীভবতি ”

এই শ্রুতি অনুযায়ী জীব সদা অনন্ত আনন্দ যুক্ত হইয়া যায় ; এক্ষণে পুনরায় একটি সংশয় যে পূর্বোক্ত শ্রুতিতে " জ্যোতি " শব্দে সূর্য জ্যোতি তথা সূর্যমন্ডল এর প্রতি ব্যপদেশ নয় তো ? সেক্ষেত্রে না ইহা নহে কেন না " স উত্তম পুরুষ " শব্দ রয়েছে যাহার দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রী হরি বোধ্য; এছাড়া শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে

" নারায়ন পরজ্যোতি আত্মা নারায়ন পরা "

সুতরাং ইহা অবশ্যই পরব্রহ্ম পরমাত্মাই; এক্ষণে মুক্তির প্রকার ভেদ বর্ণিত হইতেছে ; মুক্তি পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে; তাহার মধ্যে প্রথমটি হলো কৈবল্য বা সাযুজ্য মুক্তি ; এক্ষেত্রে মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত ভাবে তৎসহযোগে থাকে ; শ্রুতি এই প্রসঙ্গে বলেন

" যথা নদ্য স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাবিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ "

যেমন নদীগুলি প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া তিরোধান প্রাপ্ত হয়, তাহারা নামরূপ ত্যাগ করে, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পর হইতে পরতর অর্থাৎ কারণেরও কারণ পুরুষোত্তম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন, এক্ষণে যদি বলো যে এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী স্বরুপত ঐক্য হয় এরূপ জ্ঞাত হইতেছে অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম স্বরুপত এক হইয়া যায় অর্থাৎ জীব তত্ত্বের আর অস্তিত্বই থাকে না ইহা যদি বলো তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না নদীর সমুদ্রে মিলিত হইবার দৃষ্টান্ত দ্বারা নদীর অস্তিত্বের লোপ হইতেছে এরূপ বোধ হয় নাই ; এপ্রসঙ্গে স্কন্দ পুরাণে পাই

" উদকে তুদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে। এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্মং পরমাত্মনা । প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণাৎ "

জলে জল নিক্ষিপ্ত হইলে ; নিক্ষিপ্ত জল এবং যাহাতে নিক্ষেপ করা হলো সেই জল স্বরূপত এক হইয়া যায় না উপরন্তু উভয়ে মিশ্রিত হয় এবং জলের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; একই প্রকারে মুক্ত জীবও পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় মাত্র, কিন্তু সেই পরমাত্ম স্বরূপ হয় না, কারণ তাঁহাতে স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণ আছে, জীবে তাহা নাই ; এক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত জলের অস্তিত্ব রয়েছে বলেই বৃদ্ধি সম্ভব হলো নতুবা বৃদ্ধিই হতো না ; সুতরাং নদীর সমুদ্রে মিলিত হইবার দ্বারা নদীর সাথে সমুদ্রের স্বরূপত ঐক্য বা নদীর অস্তিত্বের লোপ এসকল প্রমাণিত হয় না ; সুতরাং জীব পরমাত্মার সহযোগে অবিভক্ত ভাবে সাযুজ্য মুক্তিতে থাকে ; কিন্তু স্বরূপত জীব তত্ব এবং বিষ্ণু তত্ব পৃথক ; এপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণু পুরাণে পাই

" পরমাত্মাত্মনোযোগঃ পরমার্থ ইতীর্য্যতে। মিথ্যেতদন্যত্রবাং হি নৈত্যদ্রব্যতা যত "

পরমাত্মা ও জীবাত্মার যোগকে অর্থাৎ একীভাবকে পরমার্থ বলা হয়, ইহা মিথ্যা কথা; যেহেতু একদ্রব্য অপর দ্রব্যের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় না ; সুতরাং অবিভক্ত ভাবে তৎসহজোগে অবস্থানই সাযুজ্য বা কৈবল্য মুক্তি ; ইহাই তাদাত্ম সম্বন্ধ নামেও বিখ্যাত | বাকি সালোক্য ; সামিপ্য ইত্যাদি যে চার প্রকার মুক্তি রয়েছে সেগুলি বিশেষ সহযোগ হিসেবেই

জ্ঞাতব্য ; তবে নিরপেক্ষ ভক্তগণ কোন প্রকার মুক্তির কামনা করেন না ইহাই প্রসিদ্ধ ; এখানে কেবল সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করার জন্যেই ইহা উক্ত হয়েছে ; এক্ষণে মুক্ত ব্যক্তির অবস্থা বিচার করিতেছি ; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহ্যঃ কৃস্নো রসঘন এবং বা আরে অয়মাত্মানত্ত রোহ বাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব "

যেমন একটি নিবিড় সৈন্ধব লবণ-খণ্ডের অভ্যন্তরে লবণরস ভিন্ন অন্য রস কিছুই নাই, বহির্ভাগেও অন্য কিছু রস নাই, সমগ্রটাই লবণরসে নিবিড়, এইরূপই অরে মৈত্রেয় ! এই আত্মা জানিবে, ইহা অন্তরে এবং বাহিরে জ্ঞানভিন্ন বিজাতীয় ধর্মশূন্য, কেবল জ্ঞানময় ও স্বপ্রকাশ হইয়াই বিরাজমান। এই বাক্য দ্বারা আত্মার শুদ্ধ চৈতন্যময়ত্ব নিশ্চয় করা আছে ; আবার শ্রুতির মধ্যে ইহাও উক্ত হইয়াছে

" স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠত্তি। তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে "

সেই মুক্তপুরুষ যদি পিতৃলোক কামনা করেন তবে ইহার সংকল্পমাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হন, তিনি সেই পিতৃলোকপরিবৃত হইয়া আনন্দ উপভোগ করেন ; অর্থাৎ পূর্ব শ্রুতিতে মুক্ত জীবকে কেবল নির্গুণ জ্ঞান বা চৈতন্য স্বরূপ বলা হইলো ; আবার এই শ্রুতিতে সত্য সংকল্প আদী গুন সম্পন্ন বলা হইতেছে ; তো সেক্ষেত্রে উভয়ের সঙ্গতি কী? তো পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী লবন খন্ডের মধ্যে কেবল লবণ রস থাকিলেও যেরূপ তাহার দৃষ্টিগোচরত্ব; কাঠিন্য ইত্যাদি ধর্ম বিদ্যমান সেইরূপ এই মুক্ত পুরুষ কেবল চৈতন্য স্বরূপ হইয়াও সত্য সংকল্পাদি গুনাষ্টক সম্পন্ন হইয়া থাকে | এক্ষণে মুক্ত পুরুষের বিগ্রহত্ব বিচার করিতেছি ; শ্রুতির মধ্যে উক্ত হইয়াছে

" ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ "

শরীরসমন্বিত হইলে তাহার প্রিয় ও অপ্রিয়ের অর্থাৎ সুখ-দুঃখের বিনাশ হয় না, কিন্তু অশরীরী হইলে তাহাকে সুখ-দুঃখ স্পর্শ করেনা অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ তাহাতে থাকে না ; সুতরাং মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে না ইহাই বলিতে হয়; ইহা যদি বলো তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না শ্রুতির মধ্যেই আবার উক্ত হইয়াছে

" স একথা ভবতি দ্বিধা ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা । সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ "

অর্থাৎ সেই মুক্তপুরুষ এক প্রকার হন, আবার দুই প্রকার, তিন প্রকার এবং পাচ প্রকার, সাত প্রকার নয় প্রকার হন, আবার এগার প্রকার সম্পন্ন স্মৃত হন, আবার শত, দশ, এক, বিংশতি সহস্রমূর্তিধারী হইয়া থাকেন ; তো সেক্ষেত্রে মুক্ত পুরুষের বিগ্রহ হয় ইহাই বলিতে হয় ; তাহলে পূর্বোক্ত শ্রুতিতে যে পাওয়া যাইতেছে শরীর হয় নাই তাহার কী সঙ্গতি হইবে ? তো তাহা উক্ত হইবার কারণ হলো মুক্ত পুরুষের অদৃষ্ট বা পাপপূণ্য কর্মের ফল দ্বারা জাত শরীর বা পঞ্চভৌতিক দেহ নাই ; সেই জন্যে শ্রুতি এরূপ বলিয়াছেন ; এছাড়া ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্ম সূত্রেও ইহার সমাধান করিয়াছেন

" দ্বাদশাহবহুভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ "

যেহেতু শ্রুতিতে উভয় প্রকার বচন রয়েছে তাই তিনি (বেদব্যাস) মুক্ত পুরুষ সবিগ্রহ এবং অবিগ্রহ উভয় প্রকারই হইতে পারে ইহাই স্বীকার করেন ; এক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছা অনুসারে সংকল্প দ্বারাই মুক্ত পুরুষ সবিগ্রহ এবং অবিগ্রহ হইতে পারেন ইহাই স্পষ্ট| এই ভাবে বিদ্যা প্রাপ্ত মুক্ত জীব ব্রহ্মলোকে চিরকাল অবস্থান করে সেপ্রসঙ্গে শ্রুতি

“ব্রহ্মলোকমতিসংপাতে ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে।”

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত জীবের আর জন্ম মৃত্যু হয় না ; আরো উক্ত হইয়াছে শ্রুতিতে

“সোহশ্নুতে সর্ব্বান কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”

সে পরমাত্মার সহিত সমস্ত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে ; সুতরাং ভোগের দৃষ্টিতে তার পরমাত্মার সহিত সাম্য রয়েছে ; স্বরূপ সাম্য নহে ইহাও জ্ঞাতব্য ; এইভাবে বিদ্যা প্রাপ্ত মুক্ত জীবের অবস্থা নিরূপিত হইলো ; আর এখানেই চতুশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা সমাপন করিলাম ; এক্ষণে চতুশ্লোকী ভাগবতের অন্তিম শ্লোকের ব্যাখ্যা

আরম্ভ করিতেছি ; শ্রীব্রহ্মা কৃত অন্তিম প্রশ্নটি ছিল যে অভিষ্ট সিদ্ধির জন্যে কর্তব্য কী ? ইহার মধ্যে অভীষ্ট বা সাধ্য বা প্রয়োজন যে প্রেম আর তাহাকেই বেদান্তে বিদ্যা বলা হয় তাহা পূর্বেই নিরূপিত হইয়াছে; এক্ষণে এই সাধ্য প্রেম কিরূপে প্রাপ্ত হইবে অথবা তাহা প্রাপ্ত করিতে চাইলে কী কর্তব্য তাহার ব্যপদেশ শ্রীভগবান চতুশ্লোকী ভাগবতের সূচনায় উক্ত প্রথম শ্লোকের মাধ্যমেই দিয়াছেন তাহাই বলিতেছি

" সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া "

সেই রহস্যের অঙ্গ আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ; অর্থাৎ রহস্য বলিতে প্রেম তাহা পূর্বেই নিরূপিত হইয়াছে ; এক্ষণে রহস্যের অঙ্গ অর্থাৎ প্রেম বা পরাভক্তির যে অঙ্গ অর্থাৎ সাধন ভক্তি তাহাই বলিতেছেন ; ইহার পর চতুশ্লোকী ভাগবতের চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা তাহাই স্পষ্ট করিয়াছেন

" এতাবদের জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ । অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা "

আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপতত্ত্ব অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তিক্রমে অথবা বিধিনিষেধ - দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্বক যে বস্তু সর্বত্র ও সর্বদা নিত্য, তদ্ বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিবেন ; এইরূপ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত নিজ-প্রাপ্তির সাধন বলিতেছেন—এতাবৎ' ইতি, (যিনি পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তিনি যেন ইহাই জানিতে ইচ্ছা করেন—যে বস্তু সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই থাকিতে পারে অর্থাৎ কোন সময়েই কোন প্রকারে যাহার অভাব হয় না)। ' এতাবৎ' — ইহাই, এই বিষয়ে - বহু শাস্ত্রানুসন্ধানেরও কোন অপেক্ষা করিতে হইবে না—এই ভাব ; সেই বস্তু কী ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যাহা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি শ্রেয়ঃসাধনসমূহের মধ্যে অন্বয় (যাহার সত্তায় অপরের সত্তা অর্থাৎ কর্ম ; জ্ঞান ; যোগ ইত্যাদি সাধন গুলি যাহার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হইলে সিদ্ধ হয়) এবং ব্যতিরেক (যাহার অসত্তায় অপরের অসত্তা অর্থাৎ এই বস্তুর অভাবে বাকি সাধন গুলি সিদ্ধ হয় না) ভাবে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ স্থির থাকে, তাহাই সেই বস্তু ; সুতরাং ইহার দ্বারা সাধন ভক্তিরই ব্যপদেশ ; কেন না শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে

" কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ "

ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ স্বধর্ম পালন অর্থাৎ কর্ম মার্গের অনুষ্ঠানকারি ব্যক্তি যদি ভজনহীন হয় তবে তাহার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না ; আরো পাই

" শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এর শিষ্যতে নান্যদ্‌্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ "

হে প্রভো, যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গললাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন তাহাদের অন্তঃসার শূন্য স্থূল তুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না ; সুতরাং ভক্তি শূন্য জ্ঞানও সিদ্ধ হয় না ; আরো উক্ত হইয়াছে

" পুরেহ ভূমন বহুবোঽপি যোগিন- স্তদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া। বিবুধ্য ভক্ত্যেব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ "

হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ, হে অচ্যুত, পুরাকালে ইহলোকে বহুযোগীপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন । কিন্তু তাহারা যোগ মার্গে ফল লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন । তৎফলে তাহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপা ভক্তি দেবীর প্রভাবে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনার সামীপ্য রূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং যোগমার্গও ভক্তি ব্যতীত হইলে সিদ্ধ হয় না ; সুতরাং সকল শ্রেয় সাধনের সহিত ভক্তি যুক্ত হইলে তবেই তাহা সিদ্ধ হয় এইভাবে ভক্তির অন্বয় ভাব বর্ণিত হইলো ; এক্ষণে ব্যতিরেক ভাব বলিতেছি

" তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো মে গতিমন্ত্রীং প্রযুক্তে অথো বিভূতিং মম মায়াবিনস্তামৈশ্বর্যমষ্টাঙ্গমনু প্রবৃত্তম্ শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেইশ্রুবতে তু লোকে "

আমার সেই সকল রমণীয় পাদপদ্মাদি অবয়ব, উদার হাস্যবিলাস, মনোহর দৃষ্টিপাত এবং সুমধুর বাণী সম্বলিত সেই রূপমাধুরী তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ অপহরণ করে। তাঁদের মুক্তির ইচ্ছা না থাকলেও আমার প্রতি এই ভক্তিই তাঁদের পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়ে থাকে। অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় যদিও সেই ভক্তগণ আমার কৃপাপ্রদত্ত সত্যলোকাদি ভোগসম্পত্তি, ভক্তির ফলে স্বয়ং প্রাপ্ত অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি অথবা বৈকুণ্ঠলোকের ভাগবতী ঐশ্বর্যও কামনা করেন না, তবুও বৈকুণ্ঠধামে গমন করে সেই সব বিভুতি তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ কর্ম মার্গের লক্ষ্য স্বর্গাদি লোকসমূহ; যোগমার্গের লক্ষ্য অষ্টসিদ্ধি এবং স্বরূপস্থিতি ইত্যাদি এবং জ্ঞানের মার্গের লক্ষ্য কৈবল্য এবং ব্রহ্মানন্দ ভক্ত অন্য কোন সাধন ব্যতিরেকেই কেবল ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্ত করিতে পারে ; এইরূপে ব্যতিরেক ভাবে ভক্তির স্থিতি দেখানো হইলো ; এইভাবেই অন্বয় এবং ব্যতিরেক ভাবে সকল শাস্ত্রেই ভক্তি নিত্য বিদ্যমান ; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে

" বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহুনি ব্রহ্মবাদিনঃ । তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা "

শ্রীউদ্ধব বলিলেন, – হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বিবিধি শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বৈকল্পিকভাবে সমস্তগুলিই প্রধান অথবা তন্মধ্যে একটিই প্রধান, তাহা অনুগ্রহপূর্বক বর্ণন করুন ; শ্রী উদ্ধব এক্ষণে জিজ্ঞেস করিতেছেন যে ব্রহ্মবাদী ঋষি সকলের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গল সাধনের উপদেশ গুলির মধ্যে সবগুলোই সঠিক এবং উৎকৃষ্ট প্রতীত হয় তো সেক্ষেত্রে বাস্তবে সকল শাস্ত্রে শ্রেয় রূপে কী বর্ণিত হইয়াছে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলুন ; তো উত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন

" কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ "

শ্রীভগবান্ বলিলেন, – যে বেদবাক্যে - মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কাল প্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম ; বেদবাক্য দ্বারা মদীয় স্বরূপভূত অর্থাৎ ভাগবত ধর্মই বুঝিতে হইবে সুতরাং ভগবৎ ভক্তিই বর্ণিত হয়েছে বেদাদী সকল শাস্ত্রে ; আর ইহাই শ্রী কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছেন ; তাহা শ্রীব্রহ্মার উক্তিতেও পাই

" ন হাতোহন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্ম যতো ভবেৎ "

সংসারচক্রে পতিত জীবের পক্ষে যে সাধনার দ্বারা ভগবান বাসুদেবে অনন্য প্রেমময়ী ভক্তিলাভ হতে পারে, তার থেকে কল্যাণকারী পথ আর কিছুই নেই; একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদের তত্ত্ব বিচার করে নিজের বিচারবুদ্ধি দ্বারা পর্যালোচনা করে যার দ্বারা সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনন্য ভক্তি হয়, ব্রহ্মা সেই মঙ্গলময় পথই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে নিশ্চয় করেছেন ; সুতরাং সকল বেদাদী শাস্ত্রে শ্রেয় সাধন হিসেবে এই ভক্তিই অন্বয় এবং ব্যতিরেক ভাবে বিদ্যমান ; ইহাকেই শ্রীমহাপ্রভু অভিধেয় বলিয়াছেন ; এক্ষণে সাধন ভক্তি বা ভাগবত ধর্ম পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির কী কর্তব্য তাহাই বলিতেছি ; শ্রী ভগবান গীতাতে নিজেই বলিয়াছেন

" যো মামেবমসংমুঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত "

হে ভারত! যিনি নানামতবাদ দ্বারা মোহ প্রাপ্ত না হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব-রূপে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন ; এই শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন যে পূর্বে তত্বজ্ঞান আবশ্যক অর্থাৎ পূর্বে তাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পুরুষোত্তম রূপে জানো নতুবা শুদ্ধ ভক্তি হইবে না ; তাহাকে পুরুষোত্তম রূপে জানিলে এবং এই সিদ্ধান্তের উপরে বিশ্বাস দৃঢ় হইলে অন্য কোন মতবাদের দ্বারা ব্যক্তি আর মোহগ্রস্ত হন না এবং তখনই সর্বোতভাবে অর্থাৎ শান্ত ; দাস্য ; সখ্য ; বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য ইত্যাদি ভাব অঙ্গীকার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি করিয়া থাকেন ; নতুবা তত্বজ্ঞান না থাকিলে ব্যক্তি উপসনাতো করে কিন্তু তাহা শুদ্ধ নহে; শ্রীগীতায় পাই

" জ্ঞানযজ্ঞেন চাপানো যজন্তো মামুপাসতে। একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ "

অন্য কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন করিতে করিতে, কেহ অভেদভাবে, কেহ পৃথকভাবে, কেহ নানাদেবতারূপে, কেহবা সর্ব্বাত্মকভাবে আমাকে উপাসনা করেন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে তিন প্রকারের উপাসনার কথা

বলিয়াছেন ; 'অহংগ্রহোপাসক', 'প্রতীকোপাসক' এবং 'বিশ্বরূপোপাসক' ; ইহার মধ্যে অহংগ্রহোপাসকগণ অভেদভাবে অর্থাৎ " আমিই গোপাল " অথবা " আমিই ব্রহ্ম " এরূপ ধারণা পূর্বক জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি করিয়া থাকেন ; প্রতীকোপাসকগণ সূর্য পরমেশ্বর বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহ নহে ; ইন্দ্র পরমেশ্বর বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহ নহে ; এইভাবে সকল দেবতা প্রভৃতিকে শ্রীবিষ্ণুর বিভূতি জ্ঞানে ইত্যাকার ভেদদ্বারা উপসনা করিয়া থাকেন ; অবশেষে বিশ্বরূপোপাসকগণ সমস্তই বিষ্ণু এরূপ জ্ঞানে যাবতীয় বিভূতির উপাসনা করিয়া থাকেন ; তবে এসকল শুদ্ধ উপাসনা বা ভক্তি নহে ; পূর্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই পুরুষোত্তম জানিয়া সর্বোতভাবে তাহার ভক্তিই শুদ্ধ ভক্তি ; গীতাই আরো পাই

" মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ "

পার্থ। মহাত্মারা কিন্তু, দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকেই ভূতগণের আদি ও অবিনশ্বর জানিয়া ভজন করিয়া থাকেন ; এখানে আমাকে বলিতে অর্জুনের সম্মুখে যেই শ্রীকৃষ্ণ দাড়িয়ে রয়েছেন তাহাকেই " অব্যয় " অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এবং নিত্য জানিয়া উপাসনা মহাত্মারা করিয়া থাকেন তাই তাহাই কর্তব্য ; এরূপ নিশ্চয় পূর্বক উপাসনা না করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্ভব নহে কেন না শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে " যথা ক্রতু " এই ন্যায় অনুসারে যে যেই রূপ নিশ্চয় পূর্বক উপাসনা করে সে সেইরূপই প্রাপ্ত হয় ; তো সেক্ষেত্রে যাহারা দ্বিভুজ বেনুধারী মাধুর্য মূর্তি শ্যামসুন্দরকে প্রাপ্ত করতে চান তাহাদের তদনুরূপই উপাসনায় কর্তব্য ; অর্থাৎ তাহার এই শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে নিত্য এবং সচ্চিদানন্দ এবং তাহার রূপ তাহার সহিত অভিন্ন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপাসনা করিতে হইবে ; নতুবা ঐশ্বর্য মূর্তির বা ঐশ্বর্য মাধুর্য্য মিশ্রিত মূর্তির বা ভগবানেরই বিষ্ণু আদী অন্যান্য রুপের উপাসনা করলে অথবা পূর্বোক্ত অহমগ্রহাদি যে তিন প্রকার ভাব সেই ভাবে উপাসনা করিলে চলিবে না কারণ তখন তাহারই প্রাপ্তি হইবে ; ব্রহ্ম সূত্রেও ইহার উল্লেখ রয়েছে

" ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ "

এক্ষণে উপাসনা কিরূপ হওয়া উচিত তাহাই বলিতেছেন

" সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে "

তাঁহারা সতত আমার কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্ন করিতে করিতে ও ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতে করিতে, নিত্যযুক্ত ভাবে আমাকে ভজন করেন ; অর্থাৎ নিত্য শ্রবন কীর্তন আদী ভক্তি যত্ন পূর্বক করা উচিত ; আরো পাই

" ময্যেব মন আধস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় নিবসিষ্যসি মধ্যেৰ অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ "

আমার শ্যামসুন্দর আকারেই মনঃ স্থির করিয়া স্মরণ কর, আমাতেই বুদ্ধিবৃত্তি নিযুক্ত কর, তাহা হইলে এই দেহান্তে আমার নিকটেই অবস্থান করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ; ইত্যাদি গীতার বচন অনুসারে কীর্তন ; শ্রবণ এবং স্মরণ ও শ্যামসুন্দর মূর্তির ধ্যান আবশ্যক ; এক্ষণে যদি বলেন যে শ্রুতিতে পাই

" আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য... "

অর্থাৎ আত্মারই উপাসনা করিবার নির্দেশ শ্রুতি দিয়াছেন ; আর ব্রহ্ম সূত্রেও উক্ত হইয়াছে

" আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ "

তো সেক্ষেত্রে নিজ আত্মার উপাসনার কথায় উক্ত হইয়াছে তো এক্ষেত্রে আত্মা শব্দে কাহার নির্দেশ ? তো সেক্ষেত্রে শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে

" মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তো অবাক্যানাদরঃ "

" এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে "

মনময় পুরুষই আমার হৃদয় মধ্যে অন্তর্যামী আত্মা ; এখানে " মনোময়ঃ " বা " এষঃ " পদটি প্রথমা বিভক্তি যুক্ত অর্থাৎ কর্তৃ এবং " মে " পদটি ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত অর্থাৎ ইহা সম্বন্ধ পদ ; ইহার দ্বারাই উভয়ের মধ্যে ভেদ স্পষ্ট ; অর্থাৎ আমার আত্মা বলিতে আমার শব্দে জীবাত্মার এবং সেই জীবাত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাই এখানে বোধ্য ; কেন না যাহা আমার তাহা আমি অর্থাৎ জীব নহে আর এই ভেদই ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে ; সুতরাং আত্মারই উপাসনা করিবে এক্ষেত্রে আত্মা শব্দে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই বাচক আর ইনি পূর্বোক্ত শ্রুতি অনুযায়ী সত্য সংকল্পাদি গুন যুক্ত ; ইহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছি যেরূপ ব্রাহ্মণের ধ্যান করিতে বলা হলে ধ্যান করাকালীন নিজে থেকেই ব্রাহ্মণের সাথে তাহার উপবীতের ধ্যান হইয়া যায় সেইরূপ আত্মার ধ্যান করিতে বললে আত্মার সকল স্বরুপানুবন্ধি বিষয় অর্থাৎ গুন রূপ ইত্যাদির ধ্যানও হইয়া যায় ; শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়

" কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ "

সমস্ত আত্মারও আত্মা শ্রী কৃষ্ণই; তাই তাহারই ধ্যান করিতে হইবে ; যদি বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের রুপের ধ্যানতো আমাদেরই কল্পনা মাত্র অর্থাৎ তাহার রূপ আমারই তো কল্পনা করিতেছি ; তো না ইহা বলিতে পারো না কেন না শ্রুতি যেরূপ বলিয়াছেন নিজ আত্মারই উপাসনা করিবে সেইরূপই শ্রুতিই সেই শ্রী কৃষ্ণ রুপের ধ্যানের নির্দেশও দিয়াছেন

" কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েতং রসয়ে-তং যজেতং ভজেদিতি ওঁ তৎ সদিতি "

তো যদি রুপের ধ্যানকে আমাদের নিজের কল্পনা বলো তাহলে নিজের আত্মার উপাসনা বা ধ্যানকেও কল্পনায় বলিতে হয় ; পাশাপাশি আমি যে আত্মা ইহাও কল্পনায় ; তো সেক্ষেত্রে শ্রুতিই মিথ্যা এবং কল্পনা হইয়া পরে; তাহা কখনোই মান্য করা যায় না সুতরাং এই রূপ আমাদের কল্পনা নহে কেন না শব্দ প্রমাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের এই রুপের বিষয়ে জানা যাইতেছে এবং তাই তাহারই ধ্যান কর্তব্য ; শ্রুতির মধ্যে উক্ত হইয়াছে

" কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওম তৎ সৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নম "

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি, যিনি ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকব্যাপী সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম ; এক্ষেত্রে শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকী নন্দন বলিয়া তাহার বালক রুপের কথায় বুঝানো হইয়াছে; তো সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বালক ; কুমার ; পৌগন্ড; কিশোর প্রমুখ স্বরূপের উল্লেখ শাস্ত্রে রয়েছে তো সেক্ষেত্রে কোনটির ধ্যান কর্তব্য ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো বিবিধ রুপের কারণে ন্যূনাধিক্য-ভাব আসিয়া পরে তো সেক্ষেত্রে একরসত্ব রইল না তাহার সঙ্গতি কী ? এক্ষণে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি ; যাহার যেই রূপে রুচি তিনি সেই স্বরূপেরই ধ্যান করিবেন পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে যে রূপের ভক্তি করে তাহার সেই রুপেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় ; দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর উক্ত শ্রুতিতেই রয়েছে ; উক্ত শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে ত্রিলোকব্যাপী বলা হইয়াছে তো তিনি সর্বদাই অচিন্ত্য শক্তিবশত সর্বব্যাপী থাকিবার কারণে তাহার একরসত্ব বজায় থাকে বিবিধ স্বরূপে আবির্ভূত হইলেও ; ইহার উল্লেখ ব্রহ্ম সূত্রেও রয়েছে

" ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ "

ইহার দ্বারা আরেকটি বিষয় জ্ঞাতব্য শ্রীকৃষ্ণের যে রূপেরই (বালক ; কিশোর ইত্যাদি) ধ্যান করো না কেন তাহার সাথে তাহার বিভূত্ব এবং তিনি যে ভূমা অর্থাৎ অনন্ত সুখ স্বরূপ এই দুই ধর্ম অবশ্যই ধ্যান করা কর্তব্য (য বৈ ভুমা ; এই শ্রুতি অনুযায়ী) ; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ বিগ্রহ ধ্যান করিতে হইবে তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন

“ সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্ । দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম ”

প্রস্ফুটিত পুণ্ডরীকের মত তাঁহার চক্ষুঃ, মেঘের মত নীলকান্তি, বিদ্যুতের হার ; পীত বস্ত্র, দুই হস্ত, তিনি মৌনমুদ্রাসম্পন্ন, বনমালী, ঈশ্বর ; এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য ধ্যান করিবে ; এক্ষণে একটি সংশয় যে পূর্বোক্ত শ্রুতি অনুযায়ী কেবল অঙ্গী শ্রী কৃষ্ণের বিগ্রহের গুনসমুহের ধ্যান করিলেই হবে অথবা অঙ্গ গুলির পৃথক পৃথক গুনসমুহ ধ্যান করিতে হইবে ? যদি বলেন যেহুতু অঙ্গীর বিগ্রহের গুন সমুহ ধ্যানেই শ্রীকৃষ্ণ লাভ হয় তো সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে অঙ্গের গুন সমুহ ধ্যানের তো কোন প্রয়োজন নেই ; তো না ইহা বলিতে পারেন না কেন না শ্রুতিই নির্দেশ করিয়াছেন

" কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী "

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নয়নে করুণা বা কৃপাদৃষ্টি ধ্যান করিতে হইবে; ব্রহ্ম সূত্রেও বলা হইয়াছে

" অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ "

অর্থাৎ যে অঙ্গের যে গুন রয়েছে বা যে অঙ্গ যে গুণের আশ্রয় তথায় সেই গুন ধ্যান করা কর্তব্য ; যেমন চক্ষুতে কৃপা দৃষ্টি ; মুখে মৃদু হাস্য ইত্যাদি ; যদি বলেন যে সর্ব ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবানে এসকল সামান্য গুন ধ্যান তাহার মহিমার পক্ষে হানিকর ; তো না ইহা বলিতে পারেন না কেন না যেরূপ ভগবান শঙ্কর নৃত্যে দক্ষতা ইত্যাদি গুন যুক্ত হইলেও তাহা তার মহিমার পক্ষে হানিকারক হয় না সেইরূপই এগুলি শ্রীকৃষ্ণের মহিমার হানিকরক নহে ; অপীতু যদি কেউ এসকল ধ্যান না করে তবে তার সাধনায় অপূর্ণতা রূপী আপত্তি হয় কেন না তাহার এসকল মাধুর্য্যপূর্ন গুণের ভোগাভাব হইয়া পরে এগুলি ধ্যানের অভাবে | এক্ষণে সংশয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" সর্বৎ পানি পাদং তৎ "

অর্থাৎ শ্রীহরির সকল অঙ্গেই সকল গুন রয়েছে তো সেক্ষেত্রে সব অঙ্গেই কী সব গুন ধ্যেয়? তো না সকল অঙ্গে সকল গুন ধ্যেয় নহে ; কেন না কোন একটি গুণের যে অঙ্গ আশ্রয় ; সেই একই গুণের অপর কোন অঙ্গ আশ্রয় এইরূপ শ্রুত হইতেছে না ; সুতরাং আশ্রয় অনুসারেই গুন গুলি ধ্যেয় ; ' সর্ব্বতঃ পাণিপাদং' ইত্যাদি বাক্যে বলা হইতেছে, তাঁহার সকল অঙ্গেই হস্ত পাদ ইত্যাদি ; ইহার অর্থ—তাহার সর্ব্বত্র সকল অঙ্গের শক্তি আছে, অর্থাৎ সকল অঙ্গ দিয়ে তিনি সকল অঙ্গের কার্য করতে সমর্থ ; ইহাই বুঝাইতেছে, কিন্তু পৃথক গুন আশ্রয় শ্রুত হইতেছে না| এক্ষণে ধ্যান কিরূপে করা উচিত তাহা বলিতেছি ; ব্রহ্ম সূত্রে উক্ত হইয়াছে

" যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ "

যে দিক, দেশ ও কালে চিত্তের একাগ্রতা হইবে, তথায় শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে, এ-বিষয়ে কোনও দিক প্রভৃতির নিয়ম নাই ; সুতরাং যেইভাবে শ্রী হরিতে চিত্ত স্থির হয় সেইভাবেই ধ্যান করা উচিত | এই ভাবে ধ্যান অর্থাৎ স্মরণ ; শ্রবন এবং কীর্তনাদী সাধন ভক্তি নিস্বার্থ ; অনন্য এবং নিরন্তর ভাবে করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় ; যদি বলো চিত্ত শুদ্ধ হলো তাহাতে কী হইবে ? তো চিত্ত সম্পূর্ন শুদ্ধ হইলে শরণাগতকে ভগবান নিজেই অথবা গুরুর মাধ্যমে কৃপা করিয়া প্রেম ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাহার দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; এক্ষেত্রে একটি বিষয় জ্ঞাতব্য যে সাধন ভক্তির দ্বারা প্রেম লভ্য নহে ; তাহা ভগবৎ কৃপাতেই কেউ লাভ করিতে পারে ; সাধন ভক্তি কেবল চিত্ত শুদ্ধ করে মাত্র আর তাহা হইলেই ভগবান কৃপা করেন | তো চিত্ত বা অন্তকরণকে শুদ্ধ করাই সাধকের প্রধান কর্তব্য ; এক্ষণে অন্তকরণ বিষয়ে একটু বিচার করিতেছি ; শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে

" মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্ । চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া "

এক অন্তঃকরণই আবার ভিন্ন বৃত্তি বা লক্ষণ অনুসারে 'মন', 'বুদ্ধি', 'অহঙ্কার' ও চিত্ত এই চারিপ্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হয় ; অর্থাৎ আমদের ইচ্ছা বা মনন ইত্যাদির কারণে এই অন্তকরণ মন কথিত হয় ; নিশ্চয়ের কারণে বুদ্ধি কথিত হয়; আমরা স্বতন্ত্র ভাবে আছি এরূপ বোধের কারণে অহংকার কথিত হয় ; আর চিন্তন ক্রিয়ার কারণে চিত্ত কথিত হয় ; এক্ষণে অন্তকরণ শুদ্ধ করিবার পদ্ধতি বলিতেছি ; ইহার মধ্যে ইচ্ছা এবং মনন বৃত্তি অর্থাৎ মনকে নিয়ন্ত্রন করিতে হইবে ; ন্যায় দর্শনে উক্ত হইয়াছে

" জ্ঞান জন্যা ভবেৎ ইচ্ছা ইচ্ছা জন্যা ভবেৎ কৃতি কৃতি জন্যা ভবেৎ চেষ্টা চেষ্টা জন্যা ক্রীয়চ্চতে "

অর্থাৎ যেকোন কিছু করিবার জন্যে পূর্বে তাহা কেন করিব এই জ্ঞানটা থাকা আবশ্যক ; যদি যুক্তিযুক্ত কোন কারণ না থাকে তাহলে ব্যক্তি কোন কাজই ঠিক ভাবে করিতে পারে না কেন না কারণ ছাড়া তাহার প্রয়োজন বোধই জাগরিত হয় না তো একই ভাবে আমরা মন নিয়ন্ত্রন কেন করিব সেই জ্ঞানটা তো থাকা জরুরি ; তো তাই তাহাই বলিতেছি ; প্রথমে অন্তকরণ তথা মনকে নিজের থেকে পৃথক হিসেবে জানিতে হইবে ; আমরা বলিয়া থাকি " আমার বাড়ি " অর্থাৎ আমি আলাদা আর বাড়ি আলাদা ; বাড়িটা আমার সম্পত্তি সেইরূপই আমরা বলি " আমার মন "

অর্থাৎ আমি আলাদা আমার মন আলাদা ; আমি তো বাস্তবে জীবাত্মা ; শুদ্ধ এবং নির্গুণ ; আর যাহা আমার তাহা আমি নয় তাই আমার মন আর আমি পৃথক ; এতদ প্রসঙ্গে গীতার মধ্যে উক্ত হইয়াছে

" প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে "

মন যেহেতু মায়ার কার্য তাই গীতার এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে প্রকৃতির গুন সমুহ অর্থাৎ সত্ব ; রজ এবং তম এই যে তিনটি গুন ইহারই ক্রমে ক্রমে বিবিধ ইচ্ছার আবির্ভাব মনের মধ্যে ঘটায় ; তো এসকল সত্ব ; রজ এবং তমময় ইত্যাদি যে ইচ্ছা গুলি সেগুলির আবির্ভাব তো মনের মধ্যে ঘটে কিন্তু আমি তো মন হইতে পৃথক তো তাই প্রয়োজন ব্যতীত এসকল ইচ্ছাকে বর্জন করা উচিত ; কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কী হয় তাহা উদাহরন দ্বারা বলিতেছি ; যেরূপ কোন ব্যক্তি একটি ট্রেনে বসিয়া আছে এবং সে যেই ট্রেনে বসিয়া আছে তাহা স্থির এবং তাহার পাশে আরেকটি ট্রেন রয়েছে তাহা গতিশীল তো জানলা দিয়ে দেখিবার সময়ে পার্শ্ববর্তী ট্রেনের গতি দেখিয়া ব্যক্তির প্রতীত হয় যে সে যেই ট্রেনে বসে রয়েছে তাহাই গতিশীল ; কিন্তু বাস্তবে সে যে ট্রেনে রয়েছে তাহা তো স্থির ; একই ভাবে এই সকল সত্ব ; রজ এবং তম গুনময় ইচ্ছা গুলি ক্রমে ক্রমে আমাদের মনে আসিতে থাকে ; কখনো
ইচ্ছা হয় যায় একটু ভক্তি করি বা যায় একটু তত্বজ্ঞান অর্জন করি ইহা সত্ব গুন ; কখনো ইচ্ছা হয় যায় একটু পড়ি জীবনে চাকরি পেতে হবে ; টাকা পয়সা উপার্জন করতে হবে ইহা রজ গুন আবার কখনো ইচ্ছা হয় থাক এসব একটু ঘুমোই পরে এসব ভাবা যাবে এই অলসতা ইহা তম গুন ; এসকল ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে আসতে থাকে আর এই গতিশীল ইচ্ছা গুলিকে দেখে আমরা নিজেকেই তাহা ভেবে এসব করিতে থাকি ; কিন্তু যেমন ওখানে ট্রেন স্থির ছিল সেরকম আমরাও স্থির অর্থাৎ আমরা তো সব সময় আছি সদা দেখছি মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এই ইচ্ছা গুলিকে আসিতে আর ইচ্ছা গুলিতো গতিশীল সব ইচ্ছা সব সময় বিদ্যমান থাকে না কিন্তু আমরা তো সদাই আছি তো তাই আমার ইহা হইতে পৃথক কেন না আমরা নিত্য আর ইহারা পরিবর্তনশীল অতএব নিজেকে জীবাত্মা এবং মন হইতে পৃথক জানিয়া প্রয়োজন ব্যতীত যে মনের বিবিধ ইচ্ছা গুলি সেগুলি নিয়ন্ত্রন করা আবশ্যক ; এই যে যেমন আহার ; নিদ্রা ; গৃহ ; বস্ত্র এবং নিজেকে রক্ষা ইত্যাদি আমদের প্রাথমিক প্রয়োজন এগুলি পূরণ করা উচিত আর এগুলির জন্যে যাহা প্রয়োজনীয় তাহাও করা উচিত তবে এগুলি ব্যতীত অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা গুলি নিরোধ করাই কর্তব্য ; প্রধানত পাঁচ প্রকারের ইচ্ছা হইতে পারে ; কিছু দেখার ইচ্ছা ; কিছু শুনার ইচ্ছা ; কিছু খাওয়ার ইচ্ছা ; কিছুর ঘ্রাণ নেওয়ার ইচ্ছা এবং কিছু স্পর্শ করার ইচ্ছা এগুলি মনে আসলেই প্রথম বিচার করা উচিত ইহা প্রয়োজন কী প্রয়োজন নহে যদি অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হয় তৎক্ষণাৎ বর্জন করা উচিত ; আবার পূর্বোক্ত প্রাথমিক প্রয়োজন গুলির মধ্যেও সচেতন থাকা উচিত ; তাহা উদাহরন দ্বারা বলিতেছি ; যেমন যখন ইচ্ছা খাওয়া ; যত ইচ্ছা খাওয়া ; যা ইচ্ছা খাওয়া এরূপ উচিত নহে নাহলে ইহাও প্রয়োজন থেকে বিলাস হইয়া পরে ; কী প্রয়োজন এবং কী বিলাস সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা উচিত ; যেমন ডাল ভাত তরকারি খেলেই প্রয়োজন মিটে যায় শরীরও পুষ্ঠ হয় ; সে জায়গায় বিবিধ ব্যঞ্জন বিরিয়ানি পোলাও বা অন্য কোন মূখরোচক খাওয়ার বর্জন করাই কর্তব্য ; কেন না ইহা বিলাস প্রয়োজন নহে ; অন্যদিকে যখন ইচ্ছা তখনই খাওয়া ইহাও উচিত নহে শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত গৃহস্থ বা সংসারী ব্যক্তির দিনে তিন থেকে চার বার নির্ধারিত সময়ে পরিমিত এবং সাত্ত্বিক আহার যথেষ্ট ; আর সাত্ত্বিক আহরও ভালো লাগছে বলে যত ইচ্ছা ততও করা উচিত নহে পরিমিত পরিমাণে করা আবশ্যক ; একই বিষয় বাকি ঘুম ; বস্ত্র ; গৃহ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখা উচিত ; যাতে প্রয়োজন থেকে তাহা বিলাস না হইয়া যায় ; ইহার পর নিজেকে আহার ; নিদ্রা ; ভয় বা আত্ম রক্ষা এবং মৈথুনেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ নহে কেন না শরীরের যেরূপ এসকল প্রয়োজন তেমন আত্মার প্রয়োজন ভগবৎ ভক্তি তাই তাহাও কর্তব্য ; নতুবা শুধু এগুলোই করিলে পশুপাখি এবং আমাদের মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না কারণ তাহারও এসকল বিষয় করিয়া থাকে আর আমরাও খালি এগুলোই করিতেছি ; যদি বলো যে আমরা তো পড়াশুনো চাকরীও করি তাহা তো পশুপাখি করে না তো ইহা অতি হাস্যকর কথা কেন না পড়াশুনো চাকরি এসব তুমি কি জন্যে করো ? ; তুমি বলবে অর্থ উপার্জনের জন্যে আর অর্থ উপার্জন কী জন্যে করিতে চাইছো ? তো তাহার উত্তর হলো এসব আহার ; নিদ্রা ; ভয় এবং মৈথুন করার জন্যেই তো ; তো ঘুরে সেই পশুপাখি আর আমাদের মধ্যে কোন তফাৎ রইলো না ; তো তাই ভগবৎ ভক্তি আবশ্যক ; শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে

" নায়ং দেহো দেহভাজাং নুলোকে কষ্টান্ কামানহ তে বিড়ভুজাং যে । তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুধ্যে মাদূব্রহ্মসৌখ্যত্ত্বনন্তম্ "

শ্রীঋষভদেব কহিলেন, হে পুত্রগণ, ইহ জগতে দেহধারি-প্রাণিগণের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করিয়া দুঃখপ্রদ বিষয়ভোগ করা উচিত নহে। ঐ প্রকার বিষয়ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর-শূকরাদির মধ্যেও আছে। ভগবৎ-সেবাপর অপ্রাকৃত

তপস্যা করাই উচিত, যেহেতু তদ্দারা অন্তঃকরণ নির্মূল হয়, তাহা নির্ম্মল হইলে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, তাহা অপার অর্থাৎ বিষয়ভোগাদির ন্যায় সসীম নহে , সুতরাং ইহা বুঝা উচিৎ যে আমরা বিবিধ মুখরোচক আহার করে বা কোন চলচিত্র ইত্যাদি দেখে যে সুখ পাই সেই সুখ কুকুর শূকর প্রমুখ প্রাণীরা বিষ্ঠা ভোজন করিয়া পেয়ে থাকে ; অথবা আমরা মখমল মোলায়েম বিছানায় ঘুমিয়ে যে সুখ পাই সেই সুখ ভিখারী কঠোর রাস্তায় ঘুমিয়েই পাই ; তাই এসব সুখের পিছনে দৌড়ে কোন লাভ নেই অপিতূ নিজের মানব জন্মের গুরুত্ব বুঝা উচিত ; ' শাস্ত্রে বলা হয়েছে " জ্ঞানম হি তেষাম অধিকোবিশেষাত " অর্থাৎ পশুপাখির মধ্যে জ্ঞান নেই মানুষের মধ্যে তাহা বিশেষ ভাবে বর্তমান তাই তাহাকে কাজে লাগিয়ে জীবনের লক্ষ্য বিচার পূর্বক জেনে সেই লক্ষকে প্রাপ্ত করবার চেষ্টা করা উচিত ; এসব প্রেয় সীমিত বিষয়ের আনন্দ ছেড়ে শ্রেয় অনন্ত প্রেমানন্দ লাভের জন্যে ভক্তিই তাই একমাত্র কর্তব্য ; আর ভক্তিতো মন থেকেই করিতে হইবে তাই তাহা নিয়ন্ত্রণ করাই কর্তব্য ; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" মনেব মনুষ্যানাম কারণম বন্ধ মোক্ষয়ো "

অর্থাৎ মনই মানুষের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ ; শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে

" চেতখলবস্য বন্ধায় মুক্তায়েচাত্মনোমতম "

সুতরাং এই মন জগৎ অর্থাৎ জাগতিক ব্যক্তি ও বস্তু ইত্যাদিতে স্থির থাকলে তাহা বন্ধনের কারণ হয় এবং ইহাই ভগবানের স্মরণে রত থাকলে তাহাই মুক্তির কারণ হইয়া যায় ; এপ্রসঙ্গে একটি প্রচলিত উদাহরন ; দুই ব্রহ্মচারী নদীর পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল হঠাৎ নদী থেকে এক নারীর আওয়াজ আসিল বাঁচাও বাঁচাও ; প্রথম ব্রহ্মচারী ছুটে গিয়ে তাকে বাঁচিয়ে নিজ পিঠে করে বহন করিয়া আনিলো এরপর তাহারা কিছুটা পথ চলিবার পর দ্বিতীয় ব্রহ্মচারী বলে উঠলো ছি ধ্বীকার তোমাকে তুমি ব্রহ্মচারী হয়ে নারীকে বহন করলে ; প্রথম ব্রহ্মচারী বললো আমিতো সেই নারীকে সেই নদীর তীরেই নামিয়ে এসেছি কিন্তু তুমিতো এখনো সেই নারীকেই বহন করে চলেছো ; তো এখানে বুঝিতে হইবে যে প্রথম ব্রহ্মচারী নারীটিকে সরাসরি বহন করিলেও নারীটি কোন ভাবেই (রাগ বা দ্বেষ যেকোন ভাবে) তাহার মনে আসেনি ; কিন্তু দ্বিতীয় ব্রহ্মচারী সরাসরি তাকে বহন না করলেও নারীটি তার মনে চলিয়া এসেছে তো সেক্ষেত্রে বাস্তবে প্রথম জনই ব্রহ্মচারী কেন না মনের কার্যই আসল ; এইভাবেই বাহ্যিক শারীরিক ক্রিয়ায় কিছুই হয় না মনকেই নিয়ন্ত্রিত করে ভগবানে স্থির করিতে হইবে ; আর তবেই কল্যাণ সম্ভব ; এসমস্ত কারণে মন নিয়ন্ত্রন কর্তব্য তো এক্ষনে আমাদের এই জ্ঞান হইলো যে কেন মন নিয়ন্ত্রন জরুরি ; কিন্তু জগতে দেখা যায় ব্যক্তি রান্না করিতে জানে অর্থাৎ জ্ঞান আছে তবু রান্না করে না অলস হইয়া থাকে ; অর্থাৎ তাহার ইচ্ছা নাই তো তাই মন নিয়ন্ত্রনের ইচ্ছাও থাকা আবশ্যক ; আবার দেখা যায় শীতের সকালে ব্যক্তি কার্যে যাওয়ার পূর্বে স্নান করিতে হইবে ইহা জানে অর্থাৎ জ্ঞান আছে ; কার্যে যেতে হবে স্নান করা জরুরি অর্থাৎ ইচ্ছাও আছে কিন্তু ঠান্ডার কারণে স্নান করার সাহস করিতে পারছে না অর্থাৎ তাহার সংকল্প নেই তো সেক্ষেত্রে সংকল্প থাকা জরুরি অর্থাৎ যে যা হইয়া যাক আমি এই কার্য করবই এই রূপ জেদ থাকিতে হইবে তাহলে মন নিয়ন্ত্রন সম্ভব ; আবার দেখা যায় ব্যক্তির জ্ঞান ; ইচ্ছা সংকল্প সব কিছু রয়েছে কিন্তু সে ভবাছে আজকে থাক কাল থেকে করবো তাহার পর আবার কালকে থাক পরশু থেকে করবো অর্থাৎ চেষ্টা নেই ; তো কার্য করিবার তৎক্ষণাৎ চেষ্টা করা উচিত এবং চেষ্টা করিতে থাকা উচিত তবেই কার্য সম্পন্ন হয় তো তাই মন নিয়ন্ত্রনের জন্যেও জ্ঞান ; ইচ্ছা ; সংকল্প এবং ক্রিয়া বা চেষ্টা থাকা জরুরি ; এক্ষণে মন নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি বলিতেছি ; প্রথমত মনের গতিবিধির উপরে নজর রাখা উচিত ; আমাদের মন মাছির মত ; মাছি যেমন কখনো মিষ্টির উপরে বসে আবার কখনো বা মিষ্টির দোকানের পাশের নোংরা ড্রেনে গিয়ে বসে তেমনি আমাদের মন এদিক ওদিক যেতেই থাকে কখনো ভগবৎ বিষয়ে লাগে ঠিকই কিন্তু পর মুহূর্তেই অন্য জায়গায় চলে যায় তাই এর গতিবিধির উপরে সদা নজর রাখা উচিত ; সচেতন ভাবে যেখানেই মন যাই সেখান থেকে তুলে এনে পুনরায় বারম্বার মনকে ভগবৎ বিষয়ে স্থির করা উচিত ; তোমরা বলবে ভগবৎ বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে স্থির করিলে চলিবে না ? তো না তাহা হইবে না কেন না মধুমেহ-এর রোগীকে ডাক্তার বললেন রসগোল্লা খাবেন না এখন ওহ যদি এটাই ভাবে যে শুধু রসগোল্লা খেতে নিষেধ করেছেন আমি লাড্ডু তো খেতেই পারি ; পরের বার লাড্ডু খেতে ডাক্তার নিষেধ করলো এখন যদি ওহ ভাবে আমি সন্দেশ তো খেতেই পারি তাহলে কাজের কাজ কিছুই হবে না কেন না ওকে সকল ধরনের মিষ্টি খাওয়াই বর্জন করিতে হইবে তবেই রোগ নিরাময় সম্ভব ; তেমনি জগতের এক বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে জগতেরই অন্য বিষয়ে স্থির করলে মন আরো অশান্ত হইয়া যাইবে কেন না ওই জগতে আসক্তির কারণেই তো আমাদের রোগ তাই ভগবানেই মন স্থির করিতে হইবে ; এই ভাবে জগৎ থেকে বার বার মনকে তুলে এনে ভগবৎ বিষয়ে স্থির করার অভ্যাস করিতে হইবে ; আমরা অনন্ত জন্ম ধরে কেবল জগতেই বিভিন্ন বিষয়ে মনকে লাগিয়েছি তাই এই পূর্ব সংস্কার এবং অভ্যাস থাকিবার কারণে সহজেই মন জগতে যেতে চাই কিন্তু বারবার ভগবানে

মনকে স্থির করিবার অভ্যাস করিলে তাহা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া যায় এবং নিয়ন্ত্রিত হয় ; ভগবান্ নিজেই গীতাই বলিয়াছেন

" অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে "

এই নিয়ন্ত্রন কারো একটু সহজে হয় আর কারো একটু বেশি সময় লাগে যেরূপ যে গাছের শিকড় যত গভীর অবধি থাকে তাকে উপরে ফেলতে ততো পরিশ্রম প্রয়োজন সেইরূপই সংস্কার অনুযায়ী যার মন জগতে যত আসক্ত তার ততই প্রয়াস এবং সময় লাগে তো এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ আবশ্যক; তবে মন নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত কেন না

" ন ছি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ "

অর্থাৎ জীব সব সময়ই কোন না কোন কর্ম করিয়া থাকে অর্থাৎ মন কখনো স্থির থাকে না তাই সতর্কতা দরকার এবং পাশাপশি মন একটু নিয়ন্ত্রণে এলো আর তাকে পুনরায় খুলা ছেড়ে দিলে পতন হইয়া যায় ; শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে

" ন কুর্য্যাৎ কহিচিৎ সখ্যং মনসি হানবস্থিতে। "

মনের সাথে সখ্যতা করিবে না অর্থাৎ ইহাকে খুলা ছাড়বে না কেন না

" নিত্যং দদাতি কামস্য ছিদ্রং তমনু যেহরয়ঃ। যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী "

অসতী ভার্য্যা যেমন জার অর্থাৎ উপপতিদিগকে সুযোগ দিয়া নিজ স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, মনের প্রতি বিশ্বস্ত যোগীর অসৎ মনও তদ্রূপ সর্ব্বদা কাম ও কামানুচর ক্রোধাদিকে অবসর প্রদান করিয়া যোগীদিগকে যোগভ্রষ্ট করায় ; তাই মনের সাথে সখ্যতা করিবে না তাহাকে সদা নিজ চাকরের মত অধীন করিয়া রাখিবে ; নিজে তাহার চাকর হইবে না ; এছাড়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" মনস্তু পরা বুদ্ধি "

অর্থাৎ মনের থেকে উর্দ্ধে বুদ্ধি ; সুতরাং মন বুদ্ধির অধীন অর্থাৎ বুদ্ধি যাহা নিশ্চয় করে মন তাহাই করে ; তো তাই বুদ্ধি দিয়ে সদা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কেন না মন সদা তাহার অধীনেই থাকে ; যেমন কোন সময় আমাদের খুব ক্রোধ এবং বিরক্তি উদিত হইতেছে কিন্তু হঠাৎ গৃহে অতিথি চলে আসিল তো তখন তো আমরা বুদ্ধির দ্বারা তাহার সামনে মনে উদিত ক্রোধকে সংবরণ করিয়া নী ; তো ইহাই প্রমাণ যে মন সদাই বুদ্ধির অধীন তো এক জন্মের অতিথি বা আত্মীয়ের সামনে বুদ্ধির দ্বারা তৎক্ষণাৎ মন নিয়ন্ত্রন করে নী কিন্তু আমাদের নিত্য অতিথি বা আত্মীয় যে ভগবান সে তো সদা আছে আমাদের সাথে তার জন্যে মন নিয়ন্ত্রন করি না ; এটা কখনোই উচিত নহে ; এইভাবে মন বিষয়ে বিচার করিয়া অহংকার বিষয়ে একটু বিচার করিতেছি ; অহংকারকে দুর করিতে হইলে প্রথমেই পরচর্চা এবং পরচিন্তন বন্ধ করা উচিত ; আমরা যখন মনে মনে বিচার করি যে এই ব্যক্তি এরকম বা ওই ব্যক্তি ঐরকম ; এই ভালো এই খারাপ ইত্যাদি ইহা বিচার করার মানেই হলো আমরা নিজেকে সেই ব্যক্তির বিষয়ে বিচার করার যোগ্য মনে করিতেছি তো নিজেকে যোগ্য মনে করিবার মানেই হলো আমাদের মধ্যে অহংকার রয়েছে তাই এই পরচিন্তন এবং পরচর্চা বন্ধ করা উচিত ; পরচিন্তনে তো নিজের ক্ষতি হয় পরচর্চাতে তো যাহার সাথে চর্চা করছো তাহারও ক্ষতি ; সেই ব্যক্তি যাহার সাথে চর্চা করছো সে যদি বিষয়ী হয় তাহলে একেই সে বিষয়ে আসক্ত তারপরে তুমি তাকে আরো বিষয়ের চর্চা করিতে প্রবৃত্ত করিলে ; আর যদি সেই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক হয় তবে সে জাগতিক আসক্তি কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে আর তাকেই গিয়ে তুমি এভাবে জাগতিক বিষয় চর্চার জন্যে দিয়ে তাকে তার সাধনা থেকে বিচ্যুত করছো ইহা কখনোই কাম্য নহে; তাই যতটা সম্ভব বর্জন করাই উচিত| আরেকটি বিষয় নিজেকে পতিত বা পাপী মানা ইহাও কর্তব্য ; কেন না আমরা মায়ার অধীন সেই কারণে আমাদের মধ্যে সকল দোষই (কাম; ক্রোধ ; লোভ ; মোহ ইত্যাদি) বিদ্যমান তাই নিজেকে পাপী অবশ্যই মানিবে ; আর ইহা তুমি মানছো তাহার প্রমাণ হইলো যখন তোমাকে কেউ কিছু বিষয়ে তিরস্কার করিবে ; তবু তুমি প্রতিবাদ করিবে না বাহিরে মৌন বজায় রাখবে এবং ভিতরেও তোমার মনে কোন কিছু অনুভূত হইবে না যে আমাকে কি করে বললো ; উপরন্তু তুমি সেই ব্যক্তিকে নিজের

হিতৈষী জ্ঞান করিবে যে আরে আমি তো মায়ার অধীন আমার মধ্যে তো সব দোষ আছেই আমি এটা ভুলে গেছিলাম আমাকে মনে করিয়ে দিল এই ব্যক্তিতো আমার কল্যাণ চাই ; এরূপ যখন হইবে তখনই বুঝিবে যে অহংকার আর নেই ; এছাড়া সাধকের তো লক্ষ্যই হওয়ায় উচিত যে তাকে কেউ অপমান করুক আর সে কোন রকম খারাপ না ভেবে খুশি খুশি সেগুলো সহ্য করে নিক; যদিও যেই ব্যক্তি অপমান করছে সে যোগ্যতায় সেই সাধক থেকে অনেক নিচে তবুও ; এইভাবে অভ্যাস দ্বারা অহংকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ; এইভাবে অহংকার বিষয়ে বিচার করিয়া এক্ষণে চিত্ত বিষয়ে বিচার করিতেছি ; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" চিত্তমেব হি সংসারা তৎ প্রযত্নেন শোধায়েত "

অর্থাৎ চিত্তই সংসার তাহাকেই শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করো ; একটি উদাহরন দ্বারা স্পষ্ট করিতেছি ; দুই বন্ধু পাশাপাশি বাড়িতে থাকে ; এক বন্ধু ব্যবসায় অনেক ধন উপার্জন করিল তাহার খুব সুনাম হইলো এবং তাহাতে অনেক খুশি হইয়া বাড়ি ফিরিল ; ইহা দেখিয়া অপর বন্ধুর হিংসা হইলো ; এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় একই ধন একজনকে খুশি করছে অপর জনকে ঈর্ষান্বিত করছে কষ্ট দিচ্ছে অর্থাৎ বাহ্যিক জগৎ কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই একই তবু উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হইতেছে ; তো এক্ষেত্রে তাহাদের চিত্ত মধ্যস্থিত জগৎ বা সংসারকেই ইহার কারণ জানিতে হইবে ; এই জগৎ অবিদ্যাকৃত তাই মিথ্যা; জীবের নিজ কল্পনা এবং আসাসমুহই আসলে এই জগৎ ; অবিদ্যার কারণে জীব নিজ স্বরূপ ভুলে বিভিন্ন জাগতিক আসা করিয়া থাকে এবং সেই আশা পূর্ণ না হইলেই সে ক্রোধিত; দুঃখিত এবং ঈর্ষান্বিত হইয়া যায় ; এক্ষেত্রে নিজের বন্ধুর অগ্রগতি দেখে অপর বন্ধুর ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণ হলো সে পূর্ব হইতেই আসা করিয়া রাখিয়াছিল যে তাহার বন্ধু যেন চিরকাল তার থেকে ব্যবসায় নীচেই থাকে এই আসা অপূর্ণ রয়ে গেল তাই সে ঈর্ষা করিতেছে আর ভাবিতেছে আমার থেকে কী করিয়া এই বেশি উন্নতি করিল ; তো শ্রুতি এই চিত্তেকেই তাই শুদ্ধ করিতে বলছে অর্থাৎ তাহার মধ্যে থাকা এই অবিদ্যাকৃত আসার জগৎকে ধুয়ে ফেলো ; আরো একটি উদাহরন দিয়ে স্পষ্ট করিতেছি ; কোন এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকাকালীন তাহার গোঁফে দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তু লেগে যাওয়ায় তার গোঁফ দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া পরে ; পরবর্তীতে ঘুম থেকে উঠে সে যেখানেই যায় সেখানেই সেই দুর্গন্ধ পাই ; অন্যদের জিজ্ঞেস করে তারা বলে তারা তো কোন গন্ধ পাচ্ছে না সে ভাবে কি ব্যাপার ! পরবর্তীতে স্নান করিবার পর সেই দুর্গন্ধ দূর হয় ; একই ভাবে এই বাহ্যিক জগৎ সবার জন্যেই একই তো শুদ্ধ চিত্ত যুক্ত ব্যক্তি যেকোন স্থানে যেকোন অবস্থায় শান্ত এবং প্রসন্নই থাকে যেমন উদাহরনে ওই একটি ব্যক্তি বাদে বাকি কেউ দুর্গন্ধ পাচ্ছিল না তাদের সব কিছু ঠিকই লাগছিল ; কিন্তু যে ব্যক্তির চিত্তে আসা রয়েছে তাহার সেই আসা অপূর্ণ হলেই তাহার কষ্ট হয় সে ক্রোধিত হয় ; বিরক্ত হয় তাহার মনে হয় এই জগৎই খারাপ এবং এখানের ব্যক্তি বস্তু গুলোই দোষ যুক্ত ; যেমন গোঁফে দুর্গন্ধ যুক্ত ব্যক্তি সব জায়গায় দুর্গন্ধ পাচ্ছিল সেইরূপ কিন্তু এক্ষেত্রে গন্ডগোল তো তার নিজের গোঁফেই ছিল সেটার জন্যেই সে সব জায়গায় দুর্গন্ধ পাচ্ছিল ; তেমনই গন্ডগোল তো আমাদেরই চিত্তে রয়েছে আমরাই বিভিন্ন আসা করিয়া বসে আছি সেগুলি পূর্ন না হলেই ব্যাস সমস্যা হয় ; এই আসা আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে ; প্রথমটি হলো ইহা হোক ; দ্বিতীয়টি হলো ইহা না হোক ; যেকোন জাগতিক ক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই এই দুইটার মধ্যে একটি আসা বানিয়ে রাখবার কারণে সেটি যখন অপূর্ন হয় তখন ব্যক্তিকে দুঃখিত হইতে হয় তাই এই আসা রাখা বন্ধ করিতে হইবে তবেই চিত্ত শুদ্ধি সম্ভব ; এছাড়া চিত্তে দুই প্রকার বিষয় দেখা যায় চিন্তন এবং চিন্তা ; চিন্তন সেটাকে বলে যেটা আমরা নিজে চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া করি আর চিন্তা হলো সেইটা যেটা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে নিজে নিজেই চলিয়া আসে তো যদি কখনো কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা হয় তবে চিন্তনের দ্বারা তাহার নিবারণ করা উচিৎ; ইহা চিন্তন করা উচিত যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক ভগবানের থাকতে কিছু ভুল হতেই পারে না কেন না ভুল তো সে করে যে অল্প জ্ঞানী ; অর্থাৎ অজ্ঞানের কারণে সে কোন বিষয়ে ভুল করিয়া বসে কিন্তু ভগবান্ তো সদা সর্বজ্ঞ তিনি কোন ভুল করবেনই না সেই কারণে যাহা হবে ঠিকই হবে তো তাই বেকার চিন্তা করে কোন লাভ নেই ; এছাড়া যেহেতু চিতা যেমন নির্জীব কে জ্বালায় চিন্তা তেমনি সজীবকেই জ্বালিয়ে দেয় তাই চিন্তা বর্জনীয়; এছাড়া চিত্তে সব সময় ভালো দিকটিই গ্রহন করিবে এই যেমন কারো দুর্ঘটনায় পা ভেঙে গেল তো সেক্ষেত্রে একটি পা ভেঙে গেল ইহা না ভাবিয়া এখনো একটি পা ঠিক আছে ইহাই গ্রহন করা উচিত ; এইভাবে চিত্ত বিষয়ে বিচার করিয়া এক্ষণে বুদ্ধি বিষয়ে বিচার করিতেছি ; প্রথমত বুদ্ধিকে শাস্ত্র এবং আচার্য্যদের অনুসারী করা উচিত কেন না গীতাই উক্ত হইয়াছে

" ধ্যায়তো বিষয়ান্-পুংসঃ, সঙ্গস্-তেষুপ- জায়তে সঙ্গাৎ-সংজায়তে কামঃ কামাৎ-ক্রোধোহভি জায়তে ক্রোধা-ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাত্-স্মৃতি-বিভ্রমঃ স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধি-নাশো, বুদ্ধি নাশাৎ-প্রণশ্যতি "

উদাহরন স্বরুপ বলা যায় কোন এক ব্যক্তিকে তার বন্ধুরা বললো যে অমুখ স্থানে একটা নতুন দোকান খুলেছে সেখানে খুব ভালো মিষ্টি পাওয়া যাই; অর্থাৎ এই ব্যক্তি নিজের সঙ্গ থেকে জ্ঞান পেল এরপর এই প্রাপ্ত বিষয়ের

জ্ঞানের উপরে যখন ওহ বার বার চিন্তন করবে আর ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যাবে যে বন্ধুরা বলছে ওখানের মিষ্টি খুব ভালো তো নিশ্চিত ভালোই হবে খেয়ে আনন্দ পাওয়া যাবে তখন সেই ব্যক্তির ওটা খাওয়ার তীব্র ইচ্ছা হবে; আর এরপর যদি সে কেনে আর খাই আর তার ভালো না লাগে তো তার রাগ এবং অসন্তুষ্টি হবে যে ঢের কি বেকার খেতে; এখানে জিনিসটা মিষ্টি ছিল যাহার মূল্য কম যদি জিনিসটা কোন দামী বস্তু হতো আর কেনার পর ভালো লাগতো না তাহলে ব্যক্তির ক্রোধ আরো বেশি হতো আর ক্রোধের মাথায় তার মধ্যে মোহ জন্মাতো অর্থাৎ তার যে এই আর্থিক হানি হলো সেটার মূল কারণ কি সেটা মোহের কারণে না বুঝে যার কাছে এই বস্তুর জ্ঞান পেয়েছে সেই বন্ধুকে এটার জন্যে দায়ী করবে ; আর এরপর তার বুদ্ধি নাশ হয়ে যাবে অর্থাৎ নিজের সেই বন্ধুর সাথে খারাপ ব্যবহার করে বসবে রাগের মাথায় আর সম্পর্ক খারাপ করে বসবে; আর যদি অন্য ভাবে দেখা যায় অর্থাৎ বন্ধুদের বলা বস্তুটি তার ভালো লাগেও তো তাহলে একবার সেটা খেলে আর ভালো লাগলে আবার খাওয়ার ইচ্ছা করবে তো লোভ হয়ে যাবে আর এভাবে সে ওটা বার বার করতে করতে আসক্ত হয়ে পরবে ; এইভাবে কতজন কতো নেশায় আসক্ত হয়ে যায় আর তাদের বুদ্ধি নাশের কারণে সর্বনাশ হই; এক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রয়োগ করা উচিত যে যদি ওই জাগতিক বস্তুতে সত্যিই আনন্দ থাকে তাহলে সেটা একবার উপভোগ করেই আমার ইচ্ছা শেষ কেন হয়ে যাচ্ছে না ; আমি তৃপ্ত কেন হয়ে যাচ্ছি না; তাহলে নিশ্চিত এতে সীমিত আনন্দ রয়েছে বলেই এরূপ হচ্ছে তাই অপ্রয়োজনীয় এসব ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করা উচিত আর এসবের মূল কারণ সেই কুসঙ্গও ত্যাগ করা দরকার; কেন না কুসঙ্গ (বিষয়ী যেকোন ব্যক্তির সঙ্গ) থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি চালিত হলেই এসব হানি হয় তো তাই শাস্ত্র এবং আচার্য্যদের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের দ্বারাই বুদ্ধি চালিত করা উচিত ; তাহা হলে প্রথমেই অপ্রয়োজনীয় জাগতিক ইচ্ছা জাগিবে না ; দ্বিতীয়ত ক্রোধ আসিলে জ্ঞান থাকিবে যে জগৎ মায়ার কার্য তাই এখানে সত্ব ; রজ এবং তম এই তিন গুণ আছে সুতরাং অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো সেক্ষেত্রে যখন অনুকূল এবং প্রতিকূল দুইটি হওয়ায় স্বাভাবিক তো তাহলে প্রতিকূল হলে ক্রোধ করবার কারণ কী ? অস্বাভাবিক কিছু হলে ক্রোধ করা যায় এখানে তো স্বাভাবিক বিষয়ই হইতেছে ; দিনের পর রাত্রি হবেই এটাই স্বাভাবিক তো সেক্ষেত্রে তো কেউ ক্রোধ করে না যে রাত্রি হয়ে গেল ; তো এক্ষেত্রে অনুকূলের পর প্রতিকূল হলে ক্রোধ কেন ? তো তাই এই জ্ঞান দ্বারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রন করা উচিত ; বাকি কখনো ক্রোধ বেরিয়ে আসলে হুশ হওয়ার সাথে সাথে সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করাই কর্তব্য ; যেমন কোথাও আগুন লেগেছে দেখা মাত্রই সেটাকে পা দিয়ে চেপে দমিয়ে দেওয়া হয় যাতে ছড়াতে না পারে সেরকমই ক্ষুদ্র অবস্থাতেই ক্রোধকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত নতুবা অগ্নি বিরাট আকার ধারণ করলে তাহার প্রভাব ভয়ানক হইয়া যায় সেইরূপ ক্রোধও বিরাট হইলে নিয়ন্ত্রনের বাহিরে চলিয়া যায় ; বাকি এটাও খেয়াল রাখা উচিত অগ্নি যেখান থেকে নির্গত হয় পূর্বে সেই জায়গাকেই দগ্ধ করে তেমনই ক্রোধও যাহার মধ্যে থেকে নির্গত হয় তাহারই বেশি হানি করে ; তাহার সংযম ; ধৈর্য ; সহনশীলতা নষ্ট করে দেয় ; তাই ইহা নিয়ন্ত্রন করাই কর্তব্য ; এছাড়া কোন ব্যক্তির উপরে যদি ক্রোধ আসে তাহলেও একই ভাবেই তাহা নিয়ন্ত্রন করা কর্তব্য ; সবার মধ্যেই মায়িক গুন রয়েছে তো সবারই দোষ গুণ থাকবে স্বাভাবিক তো স্বাভাবিক বিষয়ে ক্রোধ করার তো কোন মানে হয় না ; যদি বলো এই ব্যক্তিটা আমার বিশ্বাস পাত্র ছিল অর্থাৎ আমার আত্মীয় (মাতা ; পিতা ; পুত্র ; সখা ইত্যাদি) বা অনুগত ব্যক্তি ; সে এরকম করবে এটা ভাবি নী তো তাই ক্রোধ করছি ; তো ইহা তোমার ভুল ধারণা কেন না সবাই আনন্দ চাই তো সবাই স্বার্থপর তো তোমার কাছে এসে কেউ তোমার প্রশংসা করছে বা ভালো ব্যবহার করছে বা আত্মীয়তা দেখাচ্ছে তো ইহার সোজা মানে তার তোমার থেকে কিছু স্বার্থ রয়েছে বলেই এরকম করছে সে যেই হোক না কেন ; এখন যদি তার স্বার্থের হানি হয় তো তার যেটা বাস্তবিকতা সেটা প্রকাশিত হয়েই যাবে ; আমরা নিজেরাও তো এরমি কারোর জন্যে আমাদের স্বার্থের হানি হলে আমরাও তো তার উপরে রেগে যায় তো একই ভাবে এসকল স্বাভাবিক ব্যাপার তাই ক্রোধ উচিত নহে ; তো ইহাও নজরে আসিতে পারে যে বিশ্বাস পাত্র কোন ব্যক্তি সামনে এক রকম পিছনে আরেক রকম তো তাহাতেও ক্রোধের কিছু নেই এসব মায়ায় স্বাভাবিক ; স্বার্থের জন্যে সামনে ব্যক্তি নাটক করিয়া থাকে আমরা নিজেই কত জায়গায় করি এরকম ; এছাড়া সাধকের আরো কিছু কর্তব্য রয়েছে তাহার সর্বদা প্রসন্ন এবং সন্তুষ্ট থাকা উচিত এক্ষেত্রে নিজের চেয়ে নিচে দেখা উচিত অর্থাৎ আমার থেকেও জাগতিক ক্ষেত্রে (সম্পত্তি অর্থ ভৌতিক বিদ্যা ; ইত্যাদিতে) নিচে কেউ রয়েছে এরূপ বোধ হলেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়া যায় ; নতুবা উপরে দেখিলে লোভ জাগিবে ; আরো একটি বিষয় নিজের কাছে যাহা আছে তাহার মূল্যটা বুঝা উচিত ; আমরা যখন তখন নিজের জীবন নিয়ে বিরক্ত হয় অর্থাৎ এরূপ বোধ হয় আমার কাছে যা আছে তাহাই খারাপ আমার জীবনটাই বাজে; এসব চিন্তা হইতে হইতে ব্যক্তি অনেক সময় হতাশ হয়ে আত্মহত্যা অবধি করে বসে ; কেন না তার জীবনের তার কাছে কোন মূল্য নেই ; কিন্তু যখন সে মূল্যটা অনুভব করে তখন সে প্রসন্ন থাকে ; যেমন মাতা পিতা ইত্যাদি সম্বন্ধী ; গৃহাদী প্রয়োজনীয় বস্তু সব সহজেই পাওয়ায় ব্যক্তি এসবের মূল্য বুঝে না কিন্তু হঠাৎ যদি কোন ভাবে তার বাসস্থান হাতছাড়া হয় তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সে বুঝে যে তার গৃহের মূল্যটা কী তো এসব বস্তু এবং ব্যক্তি অনায়াসে পেয়ে যাওয়ায় এসব থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মূল্য না বুঝে এমনি হতাশ হওয়া কখনই কাম্য নহে ; এছাড়া সাধকের ভগবৎ তত্ব জ্ঞান পাওয়া ; ভগবৎ কৃপা পাওয়া ; মানুষ দেহ পাওয়া ;

ভারতে জন্ম পাওয়া এসবের মূল্য কী পরিমাণ তাহা অনুভব করা উচিৎ ; সাধকের জন্যে তো হতাশ হওয়া নাস্তিকতার পরিচয় ; এছাড়া অন্যের গুণী সব সময় গ্রহন করা উচিত দোষ নহে ; আমরা কখনো রাস্তার নোংরা নিজ গৃহে আনি না তো অন্যের দোষ কেনই বা গ্রহন করবো ; এইভাবে বুদ্ধিকে এসকল শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের দ্বারা চালিত করাই কর্তব্য; শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে

" আত্মান রথিনং বিদ্ধি শরীর, রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ইন্দ্রিয়াণি হুয়ানাহুবিষয়স্তেষু গোচরান আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ "

অর্থাৎ আমাদের শরীর একটি রথ ; রথের ঘোড়া গুলি শরীরের ইন্দ্রিয় সমুহ ; মন হলো রথের লাগাম ; বুদ্ধি সেই রথের সারথি এবং জীবাত্মা রথী; সুতরাং যেরূপ লাগামের নিয়ন্ত্রনে ঘোড়া গুলি থাকে এবং লাগাম থাকে সারথির নিয়ন্ত্রনে তেমনি ; ইন্দ্রিয় সমুহ মনের অধীন এবং মন বুদ্ধির অধীন ; বুদ্ধি যাহা নিশ্চয় করে মন তাহাই ইন্দ্রিয় গুলিকে করিতে আদেশ করে ; আর সারথি যেমন রথীর আদেশ অনুসারে রথ চালায় তেমনি বুদ্ধি জীবাত্মার দ্বারাই চালিত হয় তো তাই জীবাত্মা অর্থাৎ আমাদের উচিত শাস্ত্র অনুসারে বুদ্ধিকে চালিত করা তবেই বুদ্ধি সঠিক নিশ্চয় করে এবং মন ও ইন্দ্রিয় গুলি নিয়ন্ত্রনে থেকে সঠিক দিকে গমন করে ; নতুবা যদি সারথি লাগাম ঢিল করিয়া দেই তবে একটি ঘোড়া একদিকে অন্য ঘোড়া আরেক দিকে যাইবে তো রথই নষ্ট হইয়া যাইবে তাই বুদ্ধি যদি ভুল নিশ্চয় করে তবে পতন অনিবার্য ; আরো পাই

" বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ "

এই ভাবে বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করিলে এবং তাহার দ্বারা ভগবৎ স্মরণ করিলে জীব শ্রী বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত করিয়া থাকে ; তো বুদ্ধিকে এইসকল জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করিলে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ; এক্ষণে এই গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা পাঠকগণ এই সকল জ্ঞান পাইয়া গেলেন তো সেই জ্ঞানকে ধারন করিয়া রাখিবেন ; কেন না যদি ধারণ না করেন তবে নিয়ন্ত্রন করিতে পারিবেন না মনকে ; একটি উদাহরন দিতেছি ; ধরুন আপনার কাছে পকেটে পিস্তল রয়েছে আর আপনাকে কেউ চাকু দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনি ভীত তখনই হইবেন যখন ইহা ভুলে যাবেন যে আপনারও কাছে পকেটে পিস্তল রয়েছে নতুবা এই জ্ঞান থাকলে আপনার দিকে চাকু নিয়ে কেউ তেরে আসার সাথে সাথেই আপনি তার উপরে পিস্তল তুলে ধরবেন এবং ভয়ও দূরীভূত হইবে ; তো তেমনি যখনই কোন প্রতিকূলতা বা মনের অস্থিরতা বা ক্রোধ বিরক্তি বা চিন্তা আসিবে তখনই এই যে জ্ঞান ইহার চিন্তনের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে তৎক্ষণাৎ ; আর তৎক্ষণাৎ নিয়ন্ত্রনের জন্যে এই জ্ঞান ধারণ আবশ্যক আর এই জ্ঞানের ধারণ কী রূপে হইবে ? তো সে প্রসঙ্গে ব্রহ্ম সূত্রে পাই

" আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ "

অর্থাৎ বারম্বার এই জ্ঞানের শ্রবণ ; মনন ইত্যাদি করিতে থাকিতে হইবে তাহলেই ইহার ধারণ সম্ভব নতুবা প্রয়োজনের সময় জ্ঞানে লোপ হইয়া যাইবে ; এইরূপে সাধকের কী কী কর্তব্য তাহা বর্ণন করিলাম ; এই ভাবে এই নিবন্ধে যথাক্রমে চতুশ্লোকী ভাগবতের অবশিষ্ট দুটি শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং সাধ্য প্রেম ও সাধন ভক্তি উভয় বর্ণিত হইল ; এক্ষণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীনিতাইগৌরকে প্রণাম নিবেদন করিয়া এই নিবন্ধ লেখনী সমাপন করিতেছি ; পূর্বাচার্যরা কৃপা করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিয়া সহায় হউন।

হরিওম তৎসৎ